পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 28 Sunday, 28 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা ❋ ১২ পৌষ ১৪৩২, রবিবার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সন্দেহজনক ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটার কারা?

নামের তালিকা প্রকাশের দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ যত গুলি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গেই শতাংশের নিরিখে সবথেকে কম সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। শনিবার এমনই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে এক কোটি বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী বসবাস করছে বলে বিরোধী দল বিজেপি দাবি করেছিল। এসআইআর প্রক্রিয়ায় এরকম কত জন অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে, সেই তালিকা প্রকাশ করার জন্যও নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছেন অভিষেক। অভিষেকের অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য নয়। আসলে বাংলার মানুষকে হেনস্থা করতেই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অভিষেক দাবি করেছেন, লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি রয়েছে বলে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন, তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে অভিষেক প্রশ্ন তুলেছেন, ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে একই দিনে কীভাবে এই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করে ফেলল নির্বাচন কমিশন? কোন প্রক্রিয়ায় কমিশন এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারকে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করল, তা প্রকাশ্যে আনার জাবি করেছেন অভিষেক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘হয়তো কারও বাবার নামের সঙ্গে অথবা বাবার বয়সের সঙ্গে গরমিল রয়েছে। একদিনে এরকম ১ কোটি ৩৬ লক্ষ

ভোটারকে কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে চিহ্নিত করে ফেলল কমিশন? ১ কোটি ৩৬ লক্ষ কেন, ২-৩ কোটি নামও সন্দেহজনক হতে পারে। কিন্তু সেই নামের তালিকা তো প্রকাশ করতে হবে। ক্লাসের রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, বলা হল চল্লিশ জন ফেল করেছে। কিন্তু কারা ফেল করেছে জানানো হবে না? আপনার কাছে কোন জাদুকাঠি আছে যে ৭ কোটি মানুষের নথি যাচাই করে একদিনের মধ্যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষের নামের গরমিল চিহ্নিত করে ফেললেন?’’ একই সঙ্গে অভিষেক অভিযোগ করেছেন, বহু এমন ভোটার রয়েছেন, যাঁরা জীবিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বর তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনিও দিল্লিতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে এই প্রশ্নগুলি তুলবেন তিনি। সন্দেহজনক বা লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যানসি রয়েছে বলে যে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারদের চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই তালিকা প্রকাশের জন্য ৩১ ডিসেম্বর কমিশনকে সময় বেঁধে দিয়ে আসবে তৃণমূল। কমিশন যদি তার পরেও এই সন্দেহজনক ভোটারদের তালিকা প্রকাশ না করে তাহলে দিল্লিতে কমিশনের অফিস ঘেরাও করা হবে বলেও হুমকি দিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, বিহারে এরকম সন্দেহজনক ভোটার হিসেবে প্রথমে ২৮ লক্ষ ভোটারকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ ভোটারের নাম পাকাপাকি ভাবে মুছে দেওয়া হয়। বাংলায় সেই সংখ্যাটাই একধাক্কায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ করে দেওয়া হয়েছে। তথ্য দিয়ে এ দিন অভিষেক আরও দাবি করেন, জনসংখ্যার নিরিখে বাংলাতেই শতাংশের নিরিখে সবথেকে কম সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। অভিষেক বলেন, ‘‘বাংলায় ১০ কোটি ৫ লক্ষ মানুষের বাস। সেখানে নাম বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ভোটারের। গুজরাতে ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ মানুষ বাস করেন, সেখানে বাদ গিয়েছে ৭৩ লক্ষ ৭৩ হাজার নাম। উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি, বাদ যাচ্ছে ৪ কোটি নাম। তামিলনাড়ুর জনসংখ্যা ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ, বাদ গিয়েছে ৫৭ লক্ষ ৩০ হাজার নাম। কেরলে জনসংখ্যা ৩ কোটি ৬২ লক্ষ, বাদ গিয়েছে ২৪ লক্ষ ৮ হাজার নাম। বাংলায় এসআইআর-এ ৮৯ শতাংশেরও বেশি মানুষের নাম ম্যাপিং-এ মিলেছে, তাহলে কেন আতঙ্ক তৈরি করা হল? উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাত, ছত্তীসগড়, মধ্যপ্রদেশ এমন কি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এসআইআর-এর সময় বৃদ্ধি করা হল, বাংলায় কেন করা হল না?’’

৫৮ লক্ষ নাম বাদ! কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চাইলেন চন্দ্রিমা, অরূপের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে গুরুতর প্রশ্ন তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও-কে চিঠি দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, এএসডিডি ক্যাটাগরিতে ইআরও নেট থেকে প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যা কোনও জেলা বা স্থানীয় স্তরের সিদ্ধান্ত নয়,

বরং কেন্দ্রীয় স্তরের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়েছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, এই নামগুলি বাদ দেওয়া হল কেন? এটা কি সেই উদ্দেশেই করা হচ্ছে, যার ইঙ্গিত কিছু রাজনৈতিক দল আগেই দিয়েছিল - যে দু কোটি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে? তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই ধরনের প্রক্রিয়া তাঁরা কোনও ভাবেই মেনে নেবেন না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এর মাধ্যমে কার্যত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার-দের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, ফার্স্ট অ্যাপিলেট অথরিটি হল ডিইও। কিন্তু যদি ইআরও স্তরেই নাম ‘ডিসপোজ’ করে দেওয়া হয়, তাহলে ডিইও-র ভূমিকা কোথায়? এদিকে শুনানির স্থান নির্ধারণ করা নিয়েও কমিশনকে আক্রমণ করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘বহু ক্ষেত্রেই শুনানির জন্য ভোটারদের ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে যেতে বলা হচ্ছে। একজন বয়স্ক মানুষ বা শারীরিকভাবে দুর্বল নাগরিকের পক্ষে এত দূরে গিয়ে শুনানিতে হাজির হওয়া কি আদৌ সম্ভব?’’ এই প্রশ্নও তোলেন তিনি। কমিশনের বিরুদ্ধে একইভাবে সরব হয়েছেন অরূপ বিশ্বাসও। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৫৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়েছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে। অরূপ বিশ্বাসের দাবি, যে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকা অবিলম্বে পাবলিক ডোমেইনে আনা উচিত। কোন কোন নাম বাদ গেছে, কী কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে - এই তথ্য নির্বাচন কমিশন কেন গোপন রাখছে? তিনি অভিযোগ করেন, স্বচ্ছতার কোনও চিহ্ন এই প্রক্রিয়ায় নেই। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে সাধারণ মানুষের জানার অধিকার থাকা সত্ত্বেও কমিশন নীরব ভূমিকা নিচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তোলেন অরূপ বিশ্বাস। তাঁর কটাক্ষ, এটা কি ইলেকশন কমিশনের অফিস, না কি বিজেপির অফিস? তাঁর অভিযোগ, কমিশনের আধিকারিকদের কাছে প্রশ্ন তুললে তাঁরা শুধু বলেন, বিষয়টি নির্বাচন কমিশন-কে জানানো হবে। অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘‘যদি এখানে বসে থাকা আধিকারিকরাই কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে তাঁরা সেখানে বসে আছেন কেন?’’ তাঁর মতে, এই আচরণ থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে গুরুতর সঙ্কট তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট অভিযোগ করছে - পুরো এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

বাংলা বলা অপরাধ হতে পারে না মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ রোজগারের জন্য গিয়েছিলেন ওড়িশায়। সেখানেই মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল রানার। পরিবারের দাবি, জুয়েলকে নির্মম ভাবে মারধর করা হয়েছে। তার জেরেই এই মৃত্যু। এ দিকে, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ফের একবার সরব হয়েছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘বাংলা ভাষা বলা কোনও অপরাধ হতে পারে না।’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে আক্রমণের শিকার হচ্ছেন বাঙালিরা। নিগৃহীত করা হচ্ছে তাঁদের।’ মমতা লিখেছেন, ‘প্রতিটি বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের উপর যে নির্মম অত্যাচার ও নিগ্রহ নেমে এসেছে আমরা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা নিগৃহীত, সন্ত্রস্ত ও অত্যাচারিত সেইসব পরিযায়ী বাংলাভাষী পরিবারের পাশে আছি। সেই সব পরিবারকে আমরা সমস্ত রকম সমর্থন দেব। মানুষের জীবনের বিনিময়ে কোনও মূল্য হয় না, কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটছে সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার রইল।’ মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন যে আর্থিক সমর্থন দেওয়া হবে। তিনি লিখেছেন, ‘অতি সম্প্রতি জঙ্গিপুর এলাকার কিছু পরিযায়ী শ্রমিকের উপর বিজেপি-শাসিত ওড়িশা রাজ্যে নানা অত্যাচার নেমে এসেছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে জঙ্গিপুরের সুতি এলাকার এক তরুণ পরিযায়ী শ্রমিককে সম্বলপুরে ২৪ ডিসেম্বর তারিখে পিটিয়ে মারা হয়েছে। মুর্শিদাবাদে পরিযায়ী শ্রমিকরা ওড়িশা থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় আমরা পরিবারগুলির সঙ্গে আছি এবং নিহতের পরিবারের প্রতি আমাদের আর্থিক সহায়তাও পৌঁছে যাবে।’ এখানে উল্লেখ্য, জুয়েল রানার মৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই সুতি থানায় একটি ‘জিরো’ এফআইআর করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের তরফে। ওড়িশায় ইতিমধ্যেই ঘটনার অনুসন্ধানে রাজ্য পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে।

দিল্লিতে ‘অপারেশন আঘাত’, ধৃত ৬৬০

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বরঃ নববর্ষের আগেই বিরাট অভিযান। রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টাতেই গ্রেফতার করা হল ৬৬০ জনকে। উদ্ধার হল লাখ লাখ টাকা, মাদক থেকে শুরু করে অস্ত্র-শস্ত্র। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন আঘাত ৩.০। নববর্ষের উদযাপনের আনন্দে মেতে সবাই। বর্ষ শেষের আগেই দেশজুড়ে নিরাপত্তায় আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। দিল্লি জুড়েও নজরদারি চলছে। অপারেশন আঘাত ৩.০ নামে বিরাট অভিযান চলছে। শুধু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে ৬৬০ জনকে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। অস্ত্র আইন, আবগারি আইন, জুয়া আইন সহ একাধিক আইনে অভিযুক্তদের আটক ও গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার এসকে জৈন জানিয়েছেন, ২৮০০-রও বেশি মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে ৮৫০ জনকে। নববর্ষ উদযাপন যাতে অপরাধ মুক্ত হয়, তার জন্যই এই অভিযান চালানো হয়েছে। মূলত মাদক পাচারকারী, জুয়ারি এবং যারা নিয়মিত অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযান দারুণ সফল বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ অস্ত্র আইনে মোট ৬৬টি মামলা দায়ের করেছে এবং ৬৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২৪টি দেশি পিস্তল ও ৪৪টি ছুরি। ২২ হাজার ৫০০ কোয়ার্টার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ১০ কেজি গাঁজা। প্রকাশ্যে মদ্যপানের অভিযোগে ৩৫০-রও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসঙ্গে গাড়ি চুরির নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হয়েছে। ২৩১টি বাইক ও গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জুয়া বিরোধী আইনে ৩০টি মামলা দায়ের হয়েছে। ৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, উদ্ধার করা হয়েছে ২.৩ লক্ষ টাকা। ৩৫০টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

নন্দীগ্রাম থানায় ঢুকে পুলিশকে শাসানি শুভেন্দুর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপি তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগের তালিকা কম নয়। তবে শনিবার নিজের ক্ষোভ উগরে দিতে সরাসরি থানাতেই গেলেন বিজেপি বিধায়ক। নন্দীগ্রাম থানায় গিয়ে পুলিশকে কার্যত শাসান শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ- বিজেপি কর্মীকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’র প্রচার করা হচ্ছিল। অভিযোগ, সেই মিছিলে যে ট্যাবলো ছিল তা ভাঙচুর করেছে বিজেপির লোকেরা। সেই সূত্রেই দলীয় কর্মী তথা মণ্ডল সভাপতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে বিজেপির পাল্টা অভিযোগ, মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে এই গ্রেফতারি করেছে পুলিশ। এদিন নন্দীগ্রাম থানায় গিয়ে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘চটিচাটা পুলিশ। তৃণমূলের টোটোতে কেউ হাতই দেয়নি। পুকুরে পড়ে ফ্লেক্স ছিঁড়েছে। আর মিথ্যে

মামলা চাপিয়ে গ্রেফতারি করেছে।’’ তাঁর কটাক্ষ, যার কথায় এই গ্রেফতারি হয়েছে সে কলেজ যায় না, পড়াশোনা করে না। রাতদিন এইসব করে বেড়ায় আর পুলিশ থরথর করে কাঁপে। অভিযুক্তের পরিবারের দাবি, যে সময় তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় সেই সময়ে কেউ পুলিশের পোশাক পরে আসেনি, সিভিল ড্রেসে এসেছিল। তাদের বডিক্যামও ছিল না। এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, পুলিশ নিজে আইনভঙ্গ করেছে। এভাবে কাউকে কীভাবে সাদা পোশাকে গিয়ে গ্রেফতার করা হতে পারে, সেই প্রশ্ন তাঁর। পুলিশকে তুলোধনা করে শুভেন্দুর সংযোজন- এরাও পড়াশোনা করেনি, বাবা-মা করায়নি। তৃণমূল আর আইপ্যাক করিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা ফের একবার দাবি করেন, আগামী এপ্রিল মাসের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না, আইপ্যাকও থাকবে না। তখন সব হিসেব হবে, ফল ভোগ করতে হবে।

চন্দ্রভাগা নদীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সায়, সিন্ধুচুক্তি স্থগিতের মধ্যেই প্রকল্পে ছাড়পত্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বরঃ সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার আবহে চন্দ্রভাগা নদী ঘিরে আরও এক ধাপ এগোল ভারত। জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ারে চন্দ্রভাগার উপর নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ প্যানেল। পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়ায় দুলহস্তী স্টেজ-২ প্রকল্পের কাজ শুরুর পথে। চুক্তি অনুযায়ী চন্দ্রভাগার জল ব্যবহারের অধিকার পাকিস্তানেরও ছিল। তবে পহেলগামে হামলার পর ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে ভারত। তার পর থেকেই সিন্ধু উপত্যকায় একাধিক নতুন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা দ্রুত এগোচ্ছে। কিশতওয়ারের দুলহস্তী স্টেজ-২ সেই তালিকারই গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ২৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই প্রকল্পে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৩,২০০ কোটি টাকা। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসে পরিবেশ মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির ৪৫তম বৈঠকে প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই একাধিক সংস্থা টেন্ডার জমা দিয়েছে। শীঘ্রই কাজের বরাত চূড়ান্ত হতে পারে। অনুমোদনের আগে বৈঠকে সিন্ধু জলচুক্তির বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। চুক্তি অনুযায়ী চন্দ্রভাগার জল বণ্টনের কথা স্মরণ করানো হলেও, প্যানেল জানায় যে ২০২৫ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে চুক্তি স্থগিত রয়েছে- সেই বাস্তবতাকেই

বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কিশতওয়ারেই ২০০৭ সাল থেকে চালু রয়েছে ৩৯০ মেগাওয়াটের দুলহস্তী স্টেজ-১ জলবিদ্যু প্রকল্প। নতুন স্টেজ-২ প্রকল্পটি মূলত তারই সম্প্রসারণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, স্টেজ-১ কেন্দ্র থেকে একটি পৃথক নালার মাধ্যমে জল পৌঁছবে স্টেজ-২ বিদ্যুৎকেন্দ্রে। প্রায় ৩,৬৮৫ মিটার লম্বা ও সাড়ে আট মিটার চওড়া এই নালার জন্য মোট ৬০.৩ হেক্টর জমি প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে কিশতওয়ারের দু’টি গ্রামের ৮.২৭ হেক্টর ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করতে হবে সরকারকে। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তান বার বার আপত্তি জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরেও ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে ইসলামাবাদ। তবে এখনও পর্যন্ত তাতে বিশেষ ফল মেলেনি। ১৯৬০ সালের এই চুক্তি অনুযায়ী, শতদ্রু, বিপাশা ও ইরাবতী নদীর জল ভারতের জন্য নির্দিষ্ট হলেও, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার জলে পাকিস্তানের অধিকার স্বীকৃত ছিল। পহেলগাম হামলার প্রেক্ষিতে সেই চুক্তিই আপাতত স্থগিত রেখেছে নয়াদিল্লি- আর তারই সুযোগে সিন্ধু উপত্যকায় প্রকল্পের গতি বাড়াচ্ছে ভারত।

এসআইআর শুনানিতে ভুয়ো তথ্য দিলে কড়া শাস্তির বিধান নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ৩,২৩৪টি কেন্দ্রে এই শুনানি চলছে, যেখানে প্রথম দফায় প্রায় ৩২ লক্ষ ‘আনম্যাপড’ ভোটারকে তলব করা হয়েছে। এরা সেই ভোটাররা, যাদের নাম বা বাবা-মা-দাদা-দিদার নাম ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের সঙ্গে মেলানো যায়নি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, এই শুনানিতে ভুয়ো বা জাল নথি জমা দিলে বা মিথ্যা তথ্য দিলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যার মধ্যে এক বছরের জেলও হতে পারে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল শুক্রবারই সতর্কবার্তা জারি করে বলেছেন, ভোটার তালিকায় নাম রাখার জন্য জাল নথি জমা দিলে এক বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। এটা রিপ্রেজেনটেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্টের সেকশন ৩১-এর অধীনে পড়ে, যেখানে মিথ্যা ঘোষণা বা প্রতারণামূলক নথি জমা দেওয়ার জন্য জেল, জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। শুধু তাই নয়, যদি নথি জালিয়াতি প্রমাণিত হয়, তাহলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডও হতে পারে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ যে, শুনানিতে শুধু সত্যি এবং বৈধ নথি জমা দিতে হবে। বিদেশি যারা অবৈধভাবে ভারতীয় নথি নিয়ে

ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলবে। শুনানি প্রক্রিয়া কীভাবে চলবে? প্রত্যেক ভোটারকে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। নির্ধারিত দিনে কেন্দ্রে গিয়ে স্বাক্ষর বা থাম্ব ইম্প্রেশন দিতে হবে, ছবি তুলতে হবে এবং নথি যাচাই করাতে হবে। সবকিছু ইআরওএনইটি সফটওয়্যারে আপলোড করা হবে। প্রতিটি শুনানির তদারকি করছেন মাইক্রো-অবজার্ভাররা, যাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকরাও রয়েছেন। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৪,০০০ মাইক্রো-অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে কোনও অনিয়ম না হয়। শুনানি চলবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, আর তারপর ১৪ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হবে। এই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক ঝড় উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এটা ‘ব্যাকডোর এনআরসি’ যার ফলে লক্ষ লক্ষ যোগ্য ভোটার, বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ভোটাধিকার হারাতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এটা গণতন্ত্রের উপর আঘাত। অন্যদিকে, বিজেপি দাবি করছে যে এসআইআর ভুয়ো ভোটার এবং অনুপ্রবেশকারীদের নাম কাটার জন্য দরকারি, আর যোগ্য শরণার্থীদের রক্ষা করবে সিএএ। সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট এখন শুনানিতে বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, যা মতুয়াদের জন্য বড় স্বস্তি।

শনিবার থেকেই বাংলার সিইও দফতরের নিরাপত্তার দায়িত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্যার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-এর দফতরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল মাস খানেক আগে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে কলকাতায় সিইও-র দফতরকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতো শনিবার থেকেই দফতরের দায়িত্ব নিল সেন্ট্রাল ফোর্স। এত দিন সিইও-র দফতরের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল রাজ্য পুলিশের কাঁধে। জানা গিয়েছে, ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতে চলছে সিইও দফতর। প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ জনের এক একটি দল দায়িত্বে থাকবে। সব মিলিয়ে সম্ভবত এক সেকশন বাহিনী মোতায়েন থাকবে। মূলত সিআইএসএফ এর জওয়ানরাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তায় মূলত ৮ থেকে ১১ জন জওয়ান থাকেন। ১ থেকে ২ জন কম্যান্ডো। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং তাঁর দফতরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠায় কমিশন। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) পাঠানো ওই চিঠিতে কমিশনের তরফে জানানো হয়, এসআইআর চলাকালীন ২৪ ও ২৫ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সিইও দফতরের সামনে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। একটি রাজনৈতিক

দলের সঙ্গে যুক্ত বুথ লেভেল অফিসার ও কর্মীদের ভিড়ে ঘিরে ফেলার ঘটনায় দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়ে। চিঠিতে কার্যত আশঙ্কা প্রকাশ করে কমিশন জানায়, এসআইআর-এর সংবেদনশীলতা এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নির্বাচন কমিশন আরও উল্লেখ করে, বর্তমানে সিইও দফতরটি কলকাতার নেতাজি সুভাষ রোডে বামার লরি ভবনের ভাড়া নেওয়া জায়গায় রয়েছে। নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতা, পরিকাঠামোগত ঘাটতি ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে দফতরটি খুব শীঘ্রই বিবাদী বাগ এলাকার স্ট্র্যান্ড রোডে শিপিং হাউসে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান এবং নতুন- উভয় দফতরেই সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানায় নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের অবজার্ভারদের নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবস্থা করা হোক, এই মর্মে কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সি মুরুগান। অনুমান, সেই অনুরোধে সায় দিয়েই চিঠি পাঠায় কমিশন। প্রসঙ্গত, ক’দিন আগে সি মুরুগান দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এসআইআর প্রক্রিয়া পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন। স্থানীয় তৃণমূল সমর্থক মহিলাদের নেতৃত্বে তাঁকে ঘিরে ধরে প্রতিবাদ দেখানো হয়। এরপরই নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আর্জি জানিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠান সি মুরুগান। সূত্রের খবর, ফলতার প্রসঙ্গ টেনে বাংলার সমস্ত রোল অবজার্ভারদের নিরাপত্তা বাড়ানো হোক, এই মর্মে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠির কপি পাঠিয়েছিলেন সিইও দফতরকেও।

ঝাড়খণ্ড সফরে রাষ্ট্রপতি, তিনদিন নির্দিষ্ট এলাকায় নো-ফ্লাই জোন

রাঁচি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর তিন দিনের সফরে ঝাড়খণ্ডে আসছেন। তাঁর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রশাসন বিমানবন্দ থেকে হিনু চক, বিরসা চক এবং আরগোরা চক থেকে লোকভবন পর্যন্ত ২০০ মিটার পরিধির মধ্যে নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করেছে।প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই নিষেধাজ্ঞা ২৮ ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে ৩০ ডিসেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বিএনএসএসের ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এইসব এলাকায় ড্রোন ওড়ানো, প্যারাগ্লাইডিং এবং হট এয়ার বেলুন ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

ঘন কুয়াশার জেরে বারাণসী বিমানবন্দরে বাতিল ৯টি উড়ান

বারাণসী, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শনিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীর বাবতপুরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৯টি বিমান বাতিল করা হয়েছে। শনিবার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ঘন কুয়াশা এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে এদিন বারাণসী বিমানবন্দর থেকে ৯টি উড়ান বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এর বিমান, ৬টি ইন্ডিগোর বিমান এবং দুটি স্পাইসজেট এর বিমান। একসঙ্গে ৯টি ফ্লাইট বাতিল করায় যাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়েছে। বিমান বাতিলের পর যাত্রীরা এখন বিকল্পভাবে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।

খড়িবাড়িতে উল্টে গেল ডাল বোঝাই লরি

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গত শুক্রবার গভীর রাতে দুর্ঘটনার কবলে প।লো একটি লরি। শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির দুর্গামন্দির সংলগ্ন ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা।জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে রাজস্থান থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিল ডাল বোঝাই লরিটি। সেইসময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে সাইড দেওয়ায় সময় রাস্তার পাশে থাকা গর্তে লরির চাকা পড়ে যায়। এরফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায় লরিটি।খবর পেয়ে শনিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

ডব্লিউ বিএফ অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত পিভি সিন্ধু

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দুবার অলিম্পিক পদকজয়ী পিভি সিন্ধু গত বুধবার ২০২৬-২৯ মেয়েদের জন্য বিডব্লিউএফ অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। তিনি বিডব্লিউএফ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন, যার ফলে বিশ্ব সংস্থার কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনে খেলোয়াড়দের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা হবে।২০১৭ সাল থেকে কমিশনে এবং ২০২০ সাল থেকে ডব্লিউবিএফ ইন্টিগ্রিটি অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর, ২০১৯ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধু এই ভূমিকায় ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব নিয়ে এসেছেন।তিনি বলেন, আমি এই ভূমিকায় গভীর দায়িত্ববোধ এবং উদ্দেশ্য নিয়ে পা রাখছি। অ্যাথলিটস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে, আমার লক্ষ্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে অ্যাথলিটদের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে, ধারাবাহিকভাবে এবং সম্মানের সাথে শোনা যায় তা নিশ্চিত করা। আমি এই ভূমিকাকে অ্যাথলিট এবং প্রশাসনের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে দেখি এবং অ্যাথলিটস কমিশন এবং আমাদের খেলাধুলার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা অ্যাথলিটদের সাথে কাজ করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শিশুদের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত শুক্রবার দিল্লিতে শিশুদের রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করেন। সাহসিকতা, সমাজসেবা, পরিবেশ, ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই পুরস্কারের মাধ্যমে শিশুরা তাদের পরিবার এবং গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। এই পুরস্কার দেশের শিশুদের প্রেরণা যোগাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রায় ৩২০ বছর আগে দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিং জি এবং তাঁর চার সন্তান ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে চরম বলিদানের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, দেশের গৌরব তখনই বৃদ্ধি পায়, যখন তার সন্তানরা দেশাত্মবোধ এবং উচ্চ আদর্শকে তুলে ধরে। পুরস্কার প্রাপকদের নাম উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ৭ বছরের বাকা লক্ষ্মী প্রজ্ঞানিকাকে বর্তমানে আন্তর্জাতিক দাবার মঞ্চে অত্যন্ত প্রতিভাবান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অজয় রাজ এবং মহম্মদ সিদান পি তাদের সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে অন্যের জীবন বাঁচিয়েছে। অন্যদিকে, ৯ বছরের কন্যা ভায়োমা প্রিয়া এবং ১১ বছরের সাহসী সন্তান কমলেশ কুমার অন্যের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার বাড়ির কাছে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনাদের নিয়মিত জল, দুধ এবং লস্যি সরবরাহ করে গেছে ১০ বছরের শ্রবণ সিং। এই সাহসী এবং প্রতিভাবান শিশুরা তাদের ভালো কাজ অব্যাহত রাখবে এবং ভারতের ভবিষ্য উজ্জ্বল করবে বলে আশাপ্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

মহামতি মদন মোহন মালব্যর জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি, স্মরণে দেশগঠনে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতরত্ন মহামতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যর জন্মজয়ন্তীতে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মালব্যজির দেশসেবার আজীবন সাধনা, সমাজসংস্কার ও শিক্ষা জগতে তাঁর অনন্য অবদানের কথা স্মরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে মালব্যজির ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রসঙ্গও।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, মাতৃভূমির সেবা আজীবন সমর্পিত ভারতরত্ন মহামতি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজির জন্মজয়ন্তীতে তিনি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছেন। দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে সমাজসংস্কারের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মালব্যজির অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাঁর নেতৃত্ব, চিন্তাধারা ও কর্মযজ্ঞ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যেমন শক্তিশালী করেছিল, তেমনই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গড়ে দিয়েছিল এক শক্ত ভিত।প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মালব্যজির অবিস্মরণীয় অবদান। শিক্ষা যে কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়-এই দর্শনকে সামনে রেখেই মালব্যজি কাজ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যে শিক্ষাদর্শনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা আজও ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এক অনন্য অধ্যায় হয়ে রয়েছে। জাতি, ধর্ম ও ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষা বিস্তারের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়নে তাঁর আজীবন সংগ্রাম আজও অনুপ্রেরণার উস।মহামতি মদন মোহন মালব্য কেবল একজন শিক্ষাবিদ বা সমাজসংস্কারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের এক দৃঢ় কণ্ঠস্বর। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থে তিনি যেমন আপসহীন ছিলেন, তেমনই সমাজের ভেতরে কুসংস্কার ও অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রচেতনার মধ্যে এক নিবিড় সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছিল, যা সেই সময়ের ভারতের জন্য ছিল অত্যন্ত জরুরি।প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে এই কথাও উঠে আসে যে, মালব্যজির চিন্তা ও আদর্শ আজকের ভারত গঠনের পথেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আত্মনির্ভরতা, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা এবং সামাজিক ঐক্যের যে বার্তা তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তা বর্তমান প্রজন্মের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে জাতির কল্যাণ বড়, আর দেশসেবাই সর্বোচ্চ সাধনা।মালব্যজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশজুড়ে বিভিন্ন স্তরে তাঁকে স্মরণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠন-সবখানেই তাঁর আদর্শ ও অবদান নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই শ্রদ্ধাবার্তা সেই স্মরণকে আরও গভীর করে তুলেছে। ইতিহাসের পাতায় যিনি একজন মহান চিন্তাবিদ ও কর্মযোগী হিসেবে চিরস্মরণীয়, তাঁর প্রতি আজকের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নতুন করে জাতিকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত করার বার্তাই বহন করছে।

'খুব খারাপ' দিল্লির বাতাস, উদ্বিগ্ন রাজধানীর বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দূষণ পরিস্থিতির আরও অবনতি হল দিল্লিতে। বাতাসে দূষণ-কণার পরিমাণ আরও বেড়ে যাওয়ায় শনিবার দিল্লির অধিকাংশ এলাকাতেই বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৩০০-র বেশি। ফলে দিল্লির বাতাসের পরিস্থিতি ছিল 'খুব খারাপ।' ধোঁয়াশায় ঢাকা ছিল বহু এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দূষণ সংক্রান্ত ছা।পত্র না থাকলে পাম্প থেকে জ্বালানি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট চত্বরে বাতাসের গুণমান সূচক শনিবার সকালে ছিল ৩০৩। আনন্দ বিহারে পরিস্থিতি ছিল আরও খারাপ। সেখানে বাতাসের গুণমান সূচক ছিল ৪১০, যা 'গুরতর' পর্যায়ে প।উল্লেখ্য, বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) এর সূচক ০-৫০ এর মধ্যে থাকলে 'ভালো', ৫১-১০০ একিউআই-কে 'সন্তোষজনক' হিসেবে গণ্য করা হয়, ১০১-২০০ একিউআই-কে 'মাঝারি' গুণমান হিসেবে ধার্য করা হয়, ২০১-৩০০ একিউআই-কে 'খুব খারাপ' বলা হয়ে থাকে, ৩০১-৪০০ একিউআই-কে 'খুব খারাপ' পর্যায়ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৪০১-৫০০ কে 'গুরুতর' বলে বিবেচনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে আজ।

ফিরে দেখা ২০২৫, বিষয়ঃবিশিষ্টজনের জীবনাবসান

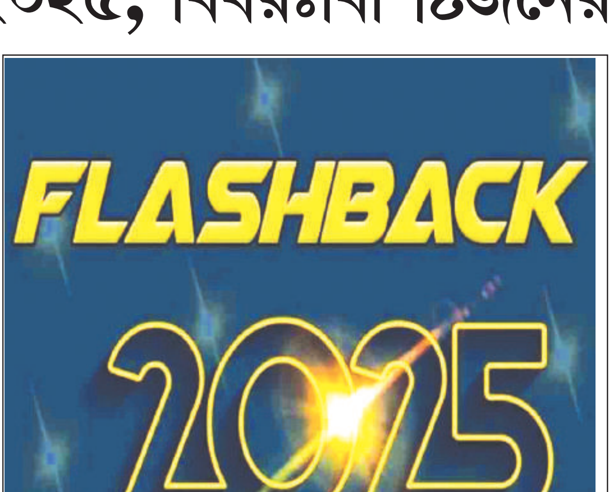

গুয়াহাটি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বিদায়ী ২০২৫-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটেছে, সে সম্পর্কিত কয়েকটি খবর তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...।৯ জানুয়ারি প্রয়াত অসমিয়া ও বাংলা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তথা কণ্ঠশিল্পী জ্ঞানদা কাকতির জীবনাবসান ঘটেছে। বার্ধক্যজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর ৯২ বছর বয়সে শিলঙের বেসরকারি বেথানি হাসপাতালে অসমিয়া ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্ঞানদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।১৮ জানুয়ারি প্রয়াত মণিপুরের সেনাপতি জেলান্তর্গত ৪৯ নম্বর তাদুবি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক 'ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি' (এনপিপি)-র নেতা ৫৮ বছর বয়সি এন কাইসি।২৯ জানুয়ারি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় মৌনী অমাবস্যার পবিত্র স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হ মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার অন্তর্গত হাইলাকান্দি জেলা সদরের পুণ্যার্থী শীর্ষস্তরের মিষ্টির দোকান ' সুইটস-এর স্বত্বাধিকারী নীতিরঞ্জন পাল।১৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামীর জীবনাবসান। এদিন ভোররাত প্রায় দুটায় চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন তিনি।২৫ ফেব্রুয়ারি রাত প্রায় ১০.৩০টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জনসংঘের জ্যেষ্ঠ নেতা অসম প্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক, উপ-সভাপতি হরেকৃষ্ণ ভরালি (৭৬)।আইজল, ৩০ এপ্রিল জীবনাবসান ঘটেছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, মিজোরাম থেকে নির্বাচিত প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্য রোনাল্ড সাপা ৎলাউ-এর। নয়াদিল্লিতে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস' (এইমস)-এ এদিন সকাল ৮ঃ০০টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন সাংসদ রোনাল্ড। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।আগরতলা, ১০ মে প্রয়াত ত্রিপুরার প্রাক্তন বিধায়ক বুর্বমোহন ত্রিপুরার মৃত্যু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।গুয়াহাটি, ১৬ মে জনপ্রিয় অসমীয়া সংগীতশিল্পী গায়ত্রী হাজারিকার জীবনাবসান। এদিন গুয়াহাটিতে অবস্থিত বেসরকারি নেমকেয়ার হাসপাতালে বেলা ২ঃ১৫ মিনিট নাগাদ মাত্র ৪৪ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বহু অসমীয়া ছায়াছবির নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী গায়ত্রী।আগরতলা, ২০ জুলাই আগরতলা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক সংবাদ'-এর বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিকের মৃত্যু।গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই ৮৩ বছর বয়সে প্রয়াত বিশিষ্ট অসমিয়া লেখক, কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং সমালোচক ড. বসন্তকুমার ভট্টাচার্য। এদিন সকালে নলবাড়িতে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।২৭ আগস্ট বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, লেখক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় বোর্ডের প্রাক্তন অধিকর্তা, সিপিআইএম-এর প্রাক্তন অসম প্রদেশ সদস্য অনন্ত কলিতার (৭৬) মৃত্যু।১৯ সেপ্টেম্বর অসমিয়া যুবপ্রজন্মের হার্টথ্রব, 'ইয়া আলি'খ্যাত কিংবদন্তি সংগীত-তারকা, চিত্রপরিচালক, প্রযোজক জুবিন গার্গের প্রয়াণ।৭ অক্টোবর প্রয়াত শ্রীভূমি জেলান্তর্গত পাথারকান্দি মণ্ডল বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভা অসম রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা কলকলিঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর ৪ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য তথা বিশিষ্ট ঠিকাদার প্রকাশ সিনহা।৩০ অক্টোবর প্রয়াত অসমের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, গীতিকার, সুরকার সৈয়দ সাদুল্লা। এদিন সকাল ১ঃ৩০ মিনিটে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন সাদুল্লা।৩ নভেম্বর সকাল ৬ঃ১৫টায় চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট বাঁশিবাদক দীপক শর্মার (৫৭)।২০ নভেম্বর বিশ্বহিন্দু পরিষদ পাথারকান্দি প্রখণ্ডের প্রাক্তন সভাপতি শিবু সিনহার (৫০) মৃত্যু।৩০ নভেম্বর বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, অসম গণ পরিষদ-এর প্রাক্তন উপ-সভাপতি পাথারকান্দির নব রাজকুমার ওরফে মনু সিঙের (৭৬) মৃত্যু।১৪ ডিসেম্বর বিশিষ্ট সাংবাদিক, বহুল প্রচারিত 'দ্য আসাম ট্রিবিউন'-এর স্বত্বাধিকারী পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত প্রফুল্ল গোবিন্দ বরুয়ার (৯৪) দেহাবসান।১৬ ডিসেম্বর যোরহাট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ এবং এপিডিসিএল-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর প্রফেসর অমিযকুমার দেব (৮৯) প্রয়াত।২৪ ডিসেম্বর আকাশবাণী শিলচর এবং শিলচর দূরদর্শনের জনপ্রিয় নিয়মিত সংগীত শিল্পী, অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রবর্তিত উপাসনায় স্বামীজি রচিত, সুরারোপিত এবং পরিচালিত অসংখ্য গানের গ্রামাফোন রেকর্ড ও অডিও ক্যাসেটে কণ্ঠদানকারী রঞ্জিত পুরকায়স্থ (৯০)-এর দেহাবসান।২৬ ডিসেম্বর ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ, ধর্মনগর আসনের চার বারের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন (৭৩)-এর জীবনাবসান।অন্যদিকে কালচক্র অতিক্রম করে চলে গেল আরও একটি বছর, ২০২৫। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২৫-এর ফ্ল্যাশব্যাকে মৌলবাদী, অবৈধ বাংলাদেশি গ্রেফতার ও পুশব্যাক বিষয়ক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...।ধুবড়ি (অসম), ১৯ জানুয়ারি ঃ ' অপারেশন প্রঘাত'-এর বলে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ায় এসটিএফ-এর হাতে ধৃত জিহাদি অটোচালক জাহের আলি।ধুবড়ি (অসম), ২১ জানুয়ারি ঃধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ায় এসটিএফ-এর হাতে গ্রেফতার মোস্ট ওয়ান্টেড জিহাদি আজিবর রহমান।গুয়াহাটি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ' সিদুঁর অপারেশন প্রঘাত', চেন্নাই থেকে এসটিএফ-এর হাতে গ্রেফতার আনসারউল্লা বাংলা টিম-এর সক্রিয় সদস্য আবু সালাম আলি।ধুবড়ি (অসম), ২৭ আগস্টঃ জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ধুবড়িতে গ্রেফতার দুই শিক্ষক শাহ আলম সরকার এবং হজরত আলি। গোয়ালপাড়া (অসম), ৫ অক্টোবর ঃ গোয়ালপাড়ার বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ার অভিযানে ধৃত ১০ জন মৌলবাদী।গুয়াহাটি, ১৩ নভেম্বর ঃ অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের মধ্যে আল-কায়েদার সন্ত্রাসীদের সন্ধানে ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ে পুলিশ ও এনআইএ-এর যৌথ অভিযানে বেশ কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইস এবং অপরাধমূলক নথি বাজেয়াপ্ত। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে চিহ্নিত চার বাংলাদেশি নাগরিক মোহাম্মদ সজিব মিয়াঁ, মুন্না খালিদ আনসারি, আজারুল ইসলাম এবং আবদুল লতিফ।২৫ নভেম্বরঃ একাধিক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখা এবং রাজ্য জুড়ে নাশকতার পরিকল্পনাকারী, অসমের দরং জেলার অন্তর্গত খারুপেটিয়া থানা এলাকার জনৈক জিহাদি-বাসিন্দা গ্রেফতার।গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ চলতি বছর (২০২৫) অসমে এসটিএফ-এর ' অপারেশন প্রঘাত' শীর্ষক অভিযান এবং ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে ইসলামিক সন্ত্রাসীযোগের অভিযোগে প্রায়৪০ জন গ্রেফতার।গুয়াহাটি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ২৪ ডিসেম্বর ১৮, ১৬ ডিসেম্বর ৪, ২ নভেম্বর ১৬ জন তরুণী-মহিলা, কোলের শিশু সহ চলতি ২০২৫ সালের গত জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন মাসে অসমের শ্রীভূমি এবং ধুবড়ির সীমান্ত দিয়ে প্রায় ৩৩০ জন অবৈধ বাংলাদেশিকে তাঁদের স্বভূমিতে ফেরত প্রেরণ।

শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংয়ের প্রকাশ উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জির প্রকাশ উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি সাহস, করুণা এবং ত্যাগের প্রতীক। তাঁর জীবন এবং শিক্ষা আমাদের সত্য, ন্যায়বিচার, ধার্মিক ভাব এবং মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে অনুপ্রাণিত করে। গুরু জির দৃষ্টিভঙ্গি প্রজন্মকে সেবা এবং নিঃস্বার্থ কর্তব্যের দিকে পরিচালিত করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বলেছেন, শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জির প্রকাশ উসবে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। তিনি সাহস, করুণা এবং ত্যাগের প্রতীক। তাঁর জীবন এবং শিক্ষা আমাদের সত্য, ন্যায়বিচার, ধার্মিকতা এবং মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখতে অনুপ্রাণিত করে। গুরু জির দৃষ্টিভঙ্গি প্রজন্মকে সেবা এবং নিঃস্বার্থ কর্তব্যের দিকে পরিচালিত করে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় এই বছরের শুরুতে তখত শ্রী হরিমন্দির জি পাটনা সাহিবে তাঁর সফরের কথা স্মরণ করেছেন।

ঘন কুয়াশা নিয়ে পরিবহন দফতরের সতর্কবার্তা, চালকদের সাবধানতার আহ্বান

রায়পুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘন কুয়াশার কারণে একাধিক গুরুতর পথ দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়ে জেলা পরিবহন দফতর সতর্কবার্তা জারি করেছে। যাত্রিবাহী বাস ও বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।শনিবার পরিবহন দফতর জানিয়েছে, কুয়াশায় গাড়ি চালানোর সময় হেডলাইট অবশ্যই লো-বিম মোডে রাখতে হবে। ফগ ল্যাম্প থাকলে তা ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি ধীরগতিতে গাড়ি চালানো, পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখা, নির্দিষ্ট লেন ব্যবহার করা ও ওভারটেক এড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অত্যধিক কুয়াশার ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামিয়ে পার্কিং লাইট জ্বালিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে ।

ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা

কিভ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির আসন্ন বৈঠকের আগে ইউক্রেনে বড়সড় হামলা চালাল রাশিয়া। শুক্রবার রাজধানী কিভ ও সংলগ্ন এলাকায় একযোগে মিসাইল ও ড্রোন হামলায় বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে শহর।শনিবার জানা গেছে, হামলায় হাইপারসোনিক, ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ মিসাইল ব্যবহার করা হয়। কিভের উত্তরাঞ্চল বিশহোরোদে একটি বহুতল আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিভ ওবলাস্টের বোরিসপিল এলাকায় গুদাম ও গাড়ির ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে। পশ্চিম ইউক্রেনের ইভানো-ফ্রাংকিভস্ক অঞ্চলে এক ব্যক্তি আহত হন।শনিবার কিভ ওবলাস্টের গভর্নর মিকোলা কালাশনিক জানান, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী কিভ ও আশপাশের এলাকায় রুশ ড্রোন সক্রিয় থাকার সতর্কতা জারি করেছে।উল্লেখ্য, রবিবার ফ্লোরিডায় ট্রাম্প ও জেলেনস্কির মধ্যে সম্ভাব্য বৈঠক হওয়ার কথা। চার বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত-সহ বিশ্বের একাধিক দেশ যুদ্ধ অবসানের পক্ষে কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করেছে বলেন।

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠক শুরু হয়েছে। শনিবার দিল্লির ইন্দিরা ভবনে ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে দলের সাংসদ গৌরব গগৈয়ের অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'মনরেগা' প্রকল্প নিয়ে যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তা লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিপদে ফেলবে। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার একটি বিপজ্জনক লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোচ্ছে। আমরা তা বাধা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।বৈঠকের শুরুতে শ্রীপ্রকাশ জয়স্ওয়াল এবং শিবরাজ পাটিলের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। বৈঠক শুরুর আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী মনমোহন সিংয়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সলমন খানের জন্মদিনে বিশেষ আলোকসজ্জায় সাজল মুম্বই সি লিঙ্ক

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর ঃমুম্বই জুড়ে ২৭ ডিসেম্বর সলমন খানের জন্মদিন উদযাপন। বলিউড তারকা সলমন খানের জন্মদিনের আগের রাতে শুক্রবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা-ওরলি সি লিঙ্কে বিশেষ আলোকসজ্জা করা হয়। রঙিন আলোয় সজ্জিত সি লিঙ্কে সলমন খানের নাম ও জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা ভেসে উঠে, যা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।রাতের বেলায় সি লিঙ্কে এই আলোকসজ্জা দেখতে ভিড় জমে।রাতের আকাশে তখন জ্বলজ্বল করছেন ' ভাইজান'।ছবির নীচে লেখা ' শুভ জন্মদিন সলমন খান'। একই ভাবে সেজে উঠেছিল নিকটবর্তী সমুদ্রতট। বহু মানুষ ছবি ও ভিডিও ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে শেযার করেন। এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রিয় তারকার প্রতি মুম্বইবাসীর ভালোবাসা ও সম্মান প্রকাশ পায়।দীর্ঘ অভিনয় জীবনে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ও চরিত্রের মাধ্যমে সলমন খান দর্শকদের মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। সি লিঙ্কে এই জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য তাঁর জনপ্রিয়তারই প্রতিফলন বলে মনে করছেন অনেকে।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল এবং ঝলমলে থাকবে, আর নক্ষত্রেরা বলছে আজকের দিনটি সাফল্যের জন্য অনুকূল। আপনি যদি আজ সৃজনশীল বোধ করেন, তাহলে হাতে একটি তুলি তুলে নিন বা নতুন রান্না করুন। শুভ দিন।
বৃষঃ আপনার আজ খুব বেশি করে ব্যবহারিক ও বাস্তববাদী হওয়া দরকার। আপনি বেশ আবেগপূর্ণ এবং সংবেদনশীল হিসাবে পরিচিত, এবং সাধারণত আপনার অনুভূতির দ্বারা চালিত হন। ব্যবসায় সাফল্য।
মিথুনঃ প্রেমের জন্য আদর্শ সময় কারণ আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে একটি মনোরম ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন। একটি আনন্দময় সন্ধ্যা আপনার সম্পর্ককে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। টাকাপয়সা লেনদেন চিন্তার কারণ হতে পারে। শুভ রং আজ লাল।
কর্কট রাশি ঃজীবন যেরকম যাচ্ছে সেভাবেই আপনার তার মুখোমুখি হওয়া উচিত এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর্থিক উন্নতি হবে।
সিংহঃ অবিবাহিতদের জন্য প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে এটি ভালো দিন নাও হতে পারে। তাই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বাড়তি প্রচেষ্টি থেকে বিরত থাকুন। অর্থ ব্যয় হবে।
কন্যাঃআপনি আপনার প্রিয়তমকে খুশি করতে চাইবেন ও সেইজন্য তার সকল দাবি পূরণ করতে চেষ্টা করবেন। সঙ্গীর মেজাজ ও অনুভূতির দিকে মনোযোগ দিতে কোনও অসুবিধা হবে না। শুভদিন
তুলাঃ প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আপনার চাপমুক্ত লাগতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য এটি আদর্শ সময়। অবিবাহিতদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ আসতে পারে।
মকরঃ আপনার প্রেমাস্পদের সঙ্গে আজ আপনি নিজের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে আলোচনা করবেন। স্থায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তববোধ এই তিনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার যেটা এখনকার আপনার বর্তমান সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার করা উচিত।।
বৃশ্চিকঃপ্রেমের জীবনে আপনার আধিপত্যপ্রবণ স্বভাব আপনাকে আজ সমস্যায় ফেলতে পারে।আপনাকে আজ নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে। শুভ রং নীল
ধনুঃ আজ আপনার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে পারে। বিবাহের যোগ হবে
কুম্ভঃআপনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন না যদি আজকের দিনটি আপনার অপয়া মনে হয়। আর্থিক উন্নতিহবে
মীনঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে মানসিক সংযোগের ফলে আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হতে পারে। আপনার ভীষণ রোম্যান্টিক ও কল্পনাপ্রবণ। বিবাহের যোগ হবে। সংসারে শান্তি

আবহাওয়া

উত্তুরে হাওয়ার দাপটে কাবু রাজ্যবাসী। শীত বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর বলছে, আপাতত বজায় থাকবে শীতের কাঁপুনি। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও কমার পূর্বাভাস দিয়েছে। রাজ্যের জেলাগুলিতে আরও ২-৩ ডিগ্রি পারদ পতন হবে এ সপ্তাহে। আগামী কয়েকদিনে ধাপে ধাপে দিনের তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামতে পারে কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই আবহাওয়া মোটের উপরে শুষ্ক থাকবে। কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আগামী সোমবার থেকে পরবর্তী ৫ দিন ১৩-১৪ ডিগ্রি বা তার কাছাকাছি থাকবে কলকাতার তাপমাত্রা।পশ্চিমী ঝঞ্ঝার বাধা কেটে যাওয়ায় রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে ঠান্ডা। সপ্তাহান্তে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীতের দাপট বেশি থাকবে। একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা। যার জেরে দৃশ্যমানতা অনেকখানি নেমে যেতে পারে। তবে সতর্কতা জারি নেই কোথাও। বেলা বা।লে আকাশ পরিস্কার হবে।উত্তরবঙ্গের কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং-সহ সংলগ্ন পার্বত্য এলাকাতে তীব্র ঠান্ডা। এদিকে সকাল ও রাতে কনকনে উত্তুরে হাওয়া আর ঘন কুয়াশার দাপট। শনিবার ঘন কুয়াশার জেরে জারি রয়েছে সতর্কতা। শনি ও রবিবার আরও তাপমাত্রা নামার পূর্বাভাস। আরও দুই ডিগ্রি নামতে পারে একাধিক জেলায়। তারপর থেকে পরবর্তী ৪ দিনে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৪টা ৫৫মনিট এবং ভোর ০৪টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

হাওড়ায় এস আই আর-এর শুনানি শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া ঃ পর্যাপ্ত নিরাপত্তায় এবং প্রশাসনিক তৎপরতায় এসআইআর এর শুনানি শুরু হলো হাওড়াতেও। এসআইআর শুনানিতে প্রথম পর্যায়ে শুধু হাওড়া জেলাতেই প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলার গ্রামীণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে শুনানির কাজ চলছে। শহরাঞ্চলে প্রতিটি বিধানসভায় ২ থেকে ৩টি কেন্দ্রে ওই শুনানি হচ্ছে। প্রতিটি শুনানি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, শুনানিতে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অর্থাৎ বিএলএ'রা উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে আগেই জানানো হয়। বলা হয়, যাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র তিনি একাই শুনানিতে থাকবেন। এছাড়াও থাকবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিএলও এবং ইআরও, মাইক্রোঅবর্জারবার সহ নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। এই বিষয়ে জেলাশাসক ডাঃ পি দীপাপপ্রিয়া জানান, 'প্রথম পর্যায়ে জেলায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার জনকে ডাকা হয়েছে। ৭-১০ দিনের মধ্যে এই পর্যায়ের শুনানি শেষ করা হবে। এরপর প্রয়োজন হলে পরবর্তী পর্যায়ে আরও কিছুজনকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হতে পারে।' প্রসঙ্গতঃ এদিন থেকেই শুরু হয় হাওড়াতেও গ্রামীণ এবং সদরের এস আই আর এর শুনানি। এদিন তার আগে ১৬৯ বালি বিধানসভার এস আই আর ভেন্যুতে (বেলুড় শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে) প্রশাসনিক তৎপরতার ছবি ধরা পড়ে। একে একে সরকারি আধিকারিকরা সেখানে এসে উপস্থিত হন। বেলা ১১টা পর থেকে এখানে শুনানি শুরু হয়। জানা গেছে, ওই কেন্দ্রে মোট ১৫ জন মাইক্রো অবজারভার উপস্থিত ছিলেন এদিনের এই শুনানি পর্বে। এদিন শুনানির প্রথম দিন ১৭১ মধ্য হাওড়াতেও প্রস্তুতির ছবি ধরা পড়ে। এদিন শুনানিতে আসা স্বপ্না চক্রবর্তীর ছেলে বলেন, ওনারা ১৯৮৭ সালের তথ্য চাইছিলেন। তখনকার সময়ের রেজিস্টার সার্টিফিকেট, বার্থ সার্টিফিকেট তেমন ছিলনা। সেই কারণে মায়ের তথ্য দেওয়া সম্ভব হয়নি। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে যে তথ্য দেবার কথা বলা হয়েছে তা মায়ের কাছে নেই। সেই কারণে সেই তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। শুনানির সময় এখন বলা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিতে হবে। মিডিয়াতে আধার কার্ড দেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তারা নিচ্ছে না। এখন বলা হচ্ছে ৬ নম্বর ফর্ম ফিলাপ করে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য। এতদিন এই দেশের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও যদি মাকে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয় ফর্ম ফিলাপ করে এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক। ইআরও (বালি) অমলেন্দু সমাদ্দার বলেন, বালি বিধানসভা এলাকায় শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে সমগ্র বালির হিয়ারিং সিডিউল করা আছে। এখানে লিলুয়া, বেলুড় এবং বালির বাসিন্দাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে। যাদের ডাকা হয়েছে তাদের নোটিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়েছে যারা একেবারে অসুস্থ বা বৃদ্ধ আছেন নির্বাচন কমিশনের কাছে এ ব্যাপারে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পেলেই গাইডলাইন মেনে তাদের বাড়ি গিয়ে হিয়ারিং করা হবে। যারা শুনানিতে আসছেন তাদের বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা বলিষ্ঠ নাগরিক তাদের বসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের যাতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় তার জন্য আধিকারিকরা দ্রুত কাজ করছেন। আমাদের বার্তা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন যে ১২টি নথি চেয়েছেন বেশিরভাগ মানুষের কাছেই সেই নথি রয়েছে। সেই নথির মধ্যে যেকোনো একটি দেখালে নির্বাচন কমিশন তা আপলোড করে দেবে।

পুলিশ হেফাজতে হামলা, চিকিৎসাধীন গ্যাংস্টারের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিদ্বার ঃ আদালতে হাজিরার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবর্ষণের ঘটনায় গুরুতর আহত গ্যাংস্টার বিনয় ত্যাগীর শনিবার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঋষিকেশের এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ট্রমা আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এইমস কর্তৃপক্ষ মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। খবর পেয়ে হরিদ্বার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ময়নাতদন্ত এইমস ঋষিকেশেই করা হবে। সূত্রের খবর, মুজফফরনগরের খাইখেরি গ্রামের বাসিন্দা হিস্ট্রি শিটার বিনয় ত্যাগীকে ১ অক্টোবর দেহরাদূন পুলিশ চুরি সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার করে। হরিদ্বারে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত থাকায় তাঁকে ১২ ডিসেম্বর রুরকি জেলে স্থানান্তর করা হয়। বুধবার বিকেলে লক্ষকর আদালতে হাজিরার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষকর রেলওয়ে ওভার ব্রিজে যানজটে পড়ে পুলিশ গাড়ি। সেই সুযোগে বাইকে আসা দুই মুখোশধারী দুষ্কৃতী গুলি চালায়।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর তদন্তের ছায়া ঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের সমন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ তদন্ত রিপোর্ট বা এসআইআর সংক্রান্ত তদন্ত ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল। এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের একাধিক সদস্যকে তদন্তকারী সংস্থার তরফে সমন পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা, প্রশ্ন উঠছে তদন্তের সময় ও উদ্দেশ্য নিয়েও। যদিও তৃণমূল শিবিরের দাবি, এই সমন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিরোধীদের চাপে পড়েই কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা এই পদক্ষেপ করছে। সূত্রের খবর, এসআইআর সংক্রান্ত একটি আর্থিক ও প্রশাসনিক তদন্তে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের নাম উঠে আসার পরই তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছেন। সমনে নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন নথিপত্র সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। যদিও তদন্তকারী সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করেনি, তবে এই সমন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কাকলি ঘোষ দস্তিদার একজন চিকিৎসক ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের সেবায় যুক্ত। তাঁর পরিবারকেও অযথা হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'যেখানে কোনও স্পষ্ট অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, সেখানে পরিবারের সদস্যদের ডেকে পাঠানো শুধুই ভয় দেখানোর রাজনীতি। এটা নতুন কিছু নয়। বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধী কণ্ঠকে চাপে রাখার পুরনো কৌশলই আবার দেখা যাচ্ছে।' অন্যদিকে বিরোধী শিবির এই ঘটনাকে ভিন্নভাবে দেখছে। বিজেপির এক নেতা দাবি করেন, তদন্ত যদি আইনসম্মত হয়, তাহলে কাউকে সমন পাঠানো অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের বক্তব্য, তআইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। যদি তদন্তে কোনও অসঙ্গতি বা তথ্য সামনে আসে, তাহলে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।দ বিজেপির তরফে আরও বলা হয়েছে, তদন্তের ফলাফলের দিকেই এখন সকলের নজর থাকা উচিত। এই ঘটনার জেরে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশে আবারও কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক তৃণমূল নেতা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত, তলব ও জিজ্ঞাসাবাদকে ঘিরে রাজ্য সরকার বারবার অভিযোগ তুলেছে যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই নতুন সমন সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিল বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, তিনি ও তাঁর পরিবার তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। তাঁদের বক্তব্য, কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে পরিবারের কেউ যুক্ত নন এবং সমস্ত নথি ও তথ্য যথাসময়ে তদন্তকারী সংস্থার সামনে পেশ করা হবে। একই সঙ্গে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন, তদন্ত দ্রুত এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হবে। রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ঘটনা কৌতূহল তৈরি করেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, বড় রাজনৈতিক নাম জড়িত থাকলেই তদন্তের খবর বড় হয়ে ওঠে, আবার কেউ বলছেন, এতে রাজ্যের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে মনোযোগ সরে যাচ্ছে। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে এই ধরনের তদন্তমূলক পদক্ষেপ রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে বলে মত অনেকের। এসআইআর তদন্তকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবারের সদস্যদের সমন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে। তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং এর রাজনৈতিক প্রভাব কতটা গভীর হয়, সেদিকেই এখন নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

টেলিমেডিসিনে ডিজিটাল বিপ্লব বাংলার ৩ জেলা পথ দেখাল, স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন দিগন্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার যে কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়, বরং বর্তমান বাস্তবতা;তা আরও একবার প্রমাণ করল পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলা। টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করে এই জেলাগুলি কার্যত এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে শহরতলির রোগীরা, এখন চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছেন মোবাইল বা কম্পিউটার স্ক্রিনের মাধ্যমেই। দীর্ঘদিনের যাতায়াতের ভোগান্তি, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট কিংবা চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসা না পাওয়ার যে ছবি এতদিন দেখা যেত, টেলিমেডিসিন তার অনেকটাই বদলে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই ডিজিটাল ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত, সহজ ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে যেসব এলাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে, সেখানে টেলিমেডিসিন কার্যত আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ব্লক স্তরের হাসপাতাল থেকে রোগীর যাবতীয় রিপোর্ট অনলাইনে আপলোড করা হচ্ছে, আর শহরের বড় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা সেই রিপোর্ট দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন। এর ফলে বহু ক্ষেত্রেই রোগীকে আর জেলা বা রাজ্য সদর হাসপাতালে ছুটে যেতে হচ্ছে না। এই তিন জেলায় টেলিমেডিসিন চালু হওয়ার পর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে মায়ের স্বাস্থ্য, শিশু চিকিৎসা এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসায়। গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত চেকআপ, উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ফলো-আপ;সবকিছুই এখন অনেক সহজ হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানাচ্ছেন, আগে যেখানে একটি পরামর্শের জন্য রোগীকে কয়েক ঘণ্টা বা কখনও পুরো দিন নষ্ট করতে হত, এখন সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন পরামর্শেই কাজ সেরে নেওয়া যাচ্ছে। শুধু রোগীরাই নন, চিকিৎসকরাও এই ব্যবস্থায় উপকৃত হচ্ছেন। একদিকে রোগীর সংখ্যা সামলানো সহজ হয়েছে, অন্যদিকে দূরবর্তী এলাকার জটিল কেসও দ্রুত বিশেষজ্ঞদের নজরে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়ে যাচ্ছে, ফলে রোগের জটিলতা বাড়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, এটি সামগ্রিকভাবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর চাপ কমাচ্ছে। ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকেও এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তাঁরা এই প্রযুক্তি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন। ধীরে ধীরে মানুষও এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। অনেক বয়স্ক রোগী প্রথমে দ্বিধায় থাকলেও, পরিষেবার সুবিধা বুঝে তাঁরাও এখন আগ্রহ দেখাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের তরফে বারবার বলা হয়েছে, ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনওভাবেই প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকল্প নয়, বরং তার পরিপূরক। জরুরি বা গুরুতর ক্ষেত্রে সরাসরি হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকবেই, তবে প্রাথমিক পরামর্শ, ফলো-আপ কিংবা রিপোর্ট দেখানোর জন্য টেলিমেডিসিন যথেষ্ট কার্যকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এই পরিষেবা আরও বিস্তৃত হলে রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তের মানুষও শহরের নামী চিকিৎসকদের পরামর্শ পেতে পারবেন। এই তিন জেলার সাফল্য দেখে ইতিমধ্যেই রাজ্যের অন্য জেলাগুলিতেও টেলিমেডিসিন পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধাপে ধাপে গোটা রাজ্যকে এই ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। এতে একদিকে যেমন চিকিৎসা পরিষেবার গুণগত মান বাড়বে, অন্যদিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও গতিও বৃদ্ধি পাবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবায় যে ডিজিটাল বিপ্লব শুরু হয়েছে, তা রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের এই তিন জেলার উদ্যোগ আজ অন্যদের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছে, যেখানে প্রযুক্তি আর মানবিকতার মেলবন্ধনে তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য পরিষেবা।

রাজ্যে শুরু স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের শুনানি, তালিকা সংশোধনে নতুন অধ্যায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে রাজ্যে শনিবার থেকে শুরু হল স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যজুড়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় রাজনৈতিক মহল থেকে প্রশাসনিক স্তর;সব জায়গাতেই তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন কিংবা বাদ পড়া নাম ফের অন্তর্ভুক্ত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এই শুনানির আয়োজন করা হয়েছে, যাতে কোনও যোগ্য ভোটার বঞ্চিত না হন এবং তালিকায় অযোগ্য নামও না থাকে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও ব্লক স্তরে এই শুনানি শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভোটার, নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী আপত্তিকারীদের উপস্থিতিতে প্রতিটি অভিযোগ বা আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই শুনানির মাধ্যমে প্রতিটি কেস আলাদাভাবে বিচার করা হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। শুনানির প্রথম দিনেই বহু মানুষ নিজেদের অভিযোগ বা আবেদন নিয়ে হাজির হন। কারও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও হঠাৎ তা বাদ পড়েছে। আবার কেউ কেউ দাবি করেন, ঠিকানা পরিবর্তন বা বয়স সংশোধনের মতো বিষয়গুলি এখনও আপডেট হয়নি। এই সমস্ত অভিযোগ মন দিয়ে শোনা হচ্ছে বলে নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, গণতন্ত্রের ভিত্তি হল ভোটাধিকার, আর সেই অধিকার সুরক্ষিত রাখাই এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য। এই শুনানি শুরু হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতাও চোখে পড়ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের কর্মী ও সমর্থকদের সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছে। অনেক দলের পক্ষ থেকেই দাবি করা হয়েছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যাতে কোনও পক্ষপাত বা অনিয়ম না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। আবার কিছু দলের অভিযোগ, অতীতেও ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাই এবার পুরো প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ হওয়া জরুরি। প্রশাসনের তরফে অবশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে, এসআইআর একটি নিয়মিত ও আইনি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ভোটার তালিকাকে সময়োপযোগী করা হয়। এতে নতুন ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা, মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, দ্বৈত এন্ট্রি সংশোধন করা;সবই নিয়মের মধ্যেই করা হয়। শুনানির মাধ্যমে নাগরিকদের সরাসরি কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধন করা যায়। এই ধরনের ইনটেনসিভ রিভিশন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভোটার তালিকায় সামান্য ভুলও নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শুনানির মাধ্যমে প্রতিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হলে ভবিষ্যতে বিতর্কের সম্ভাবনাও কমে যাবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আস্থা বাড়বে যে, তাঁদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। শনিবারের শুনানিতে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় স্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে নির্দেশ দেন এবং কোথায় কীভাবে সংশোধনের আবেদন করা যাবে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত জানান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, মানুষ আগে সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে সমস্যায় পড়েছিলেন। শুনানির মাধ্যমে সেই বিভ্রান্তিও অনেকটাই দূর হচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই শুনানি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করা হবে। তার পর সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রশাসনের দাবি, কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়েন এবং কোনওভাবেই যাতে ভুয়ো নাম তালিকায় না থাকে, সেই লক্ষ্যেই পুরো প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষকেও আহ্বান জানানো হয়েছে, তাঁরা যেন নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে প্রয়োজন হলে সংশোধনের জন্য আবেদন করেন। সব মিলিয়ে, শনিবার থেকে শুরু হওয়া এসআইআর শুনানি রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনে এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব নির্বাচনকে সামনে রেখে এই উদ্যোগ রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

সংস্থার খেয়ালে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায় না কড়া বার্তা দিয়ে হস্তক্ষেপ কলকাতা হাই কোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ কোনও বেসরকারি সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে না;এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সাম্প্রতিক এক মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়ে দেয়, আইনের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সম্পত্তিতে হাত দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। এই রায়ে রাজ্য জুড়ে বহু সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে, যাঁরা বিভিন্ন ঋণ সংস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাপে পড়ে দীর্ঘদিন ধরেই আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। আদালতে উত্থাপিত মামলার প্রেক্ষাপট ছিল একটি বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ। অভিযোগকারীর দাবি, ঋণ সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কোনও নোটিস বা আইনি অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেছে। এমনকি ভয় দেখানো এবং মানসিক চাপ সৃষ্টির অভিযোগও ওঠে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগকারী হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলার শুনানিতে বিচারপতি স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেন, কোনও ঋণ সংস্থা বা কোম্পানি নিজেদের ক্ষমতা আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতে পারে না। আদালত জানায়, ঋণ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট আইন ও বিধি রয়েছে। সেই আইনি পথ অবলম্বন না করে জোর করে সম্পত্তি দখল বা বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করলে তা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। বিচারপতির মন্তব্য, নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার সংবিধান স্বীকৃত, এবং সেই অধিকার হরণ করতে হলে আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা মেনেই করতে হবে। কোনও সংস্থার নিজস্ব নীতি বা অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত আইনের বিকল্প হতে পারে না। এই মামলায় আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন অভিযোগ বাড়ছে, যেখানে সাধারণ মানুষ ঋণ সংস্থার চাপে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই আইনের সীমা লঙ্ঘন করে ভয়ভীতি দেখানো, সম্পত্তি দখলের হুমকি কিংবা বেআইনি নোটিস পাঠানো হচ্ছে। আদালতের মতে, এই প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং তা বন্ধ করা প্রয়োজন। হাই কোর্ট নির্দেশ দেয়, সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেন অবিলম্বে অভিযোগকারীর সম্পত্তি নিয়ে কোনও রকম পদক্ষেপ না করে। পাশাপাশি আদালত জানায়, ভবিষ্যতে যদি সংস্থা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে চায়, তবে তা যথাযথ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষেই করতে হবে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই; এই বার্তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে আদালত। অনেকেই অভিযোগ করেন, ঋণ পরিশোধে সামান্য দেরি হলেই সংস্থার তরফে চাপ সৃষ্টি করা হয়, যা মানসিকভাবে ভেঙে দেয় মানুষকে। আদালতের পর্যবেক্ষণে আরও উঠে আসে, ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে সম্পর্ক একটি চুক্তির উপর ভিত্তি করে হলেও, সেই চুক্তি কখনও সংবিধান ও আইনের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। কোনও চুক্তির শর্ত যদি বেআইনি বা অন্যায্য হয়, তবে তা কার্যকর করা যায় না। এই মন্তব্যের মাধ্যমে আদালত কার্যত সংস্থাগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে। এই রায়ের পর রাজ্যের বিভিন্ন ঋণ সংস্থা ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ভূমিকা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এই ধরনের সংস্থাগুলিকে আরও সতর্কভাবে কাজ করতে হবে এবং আইন মেনে চলতেই হবে। অন্যথায়, আইনি জটিলতায় পড়ার সম্ভাবনা বাড়বে। সব মিলিয়ে, কলকাতা হাই কোর্টের এই নির্দেশ সাধারণ মানুষের সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকল। সংস্থার খেয়ালে নয়, আইনের শাসনেই চলবে সম্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত; এই বার্তাই যেন জোরালোভাবে তুলে ধরল আদালত।

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার শিলান্যাস হরিপালের ইলিপুরে

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আজ হরিপালের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ইলিপুর বাউড়ী পাড়ায় পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের অধীন দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রাস্তার শিলান্যাস করলেন হরিপালের বিধায়ীকা ডাক্তার করবি মান্না। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অলক সাঁতরা, শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সঞ্জয় ধাড়া সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এই রাস্তা গুলি নির্মিত হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের আমূল পরিবর্তন হবে, এবং স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে বলে এলাকার মানুষের অভিমত।

হালিশহরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে উত্তেজনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হালিশহর ঃ উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরের নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক রোগীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ। মৃত ওই ব্যক্তির নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হালিশহরে। ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় যে এমন নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ে উঠেছে তা তাঁরা জানতেন না। ঘটনায় অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি উঠেছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ঘটনার পর থেকেই খোঁজ নেই ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিকের। হালিশহর চেক পোস্ট মোড় দু নম্বর ওয়ার্ডের একটি ভাড়া বাড়িতে ওই নেশাকেন্দ্র গড়ে উঠে। সেখানেই ভর্তি ছিলেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তিনি কালনার বাসিন্দা। অভিযোগ, নেশামুক্তির নামে বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে মারধর করা হতো। শুক্রবারও একইভাবে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে কল্যাণী জহরলাল নেহেরু হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার ঘটনা জানাজানি হতেই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বাইরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। দোষীর শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এর পরই সেখান থেকে গা ঢাকা দেন ওই নেশামুক্তি কেন্দ্রের মালিক বিশ্বজিৎ দাস। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশ্বজিৎ দাসের খোঁজে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বিস্ফোরণে আহত শিশুকে দেখতে এসএসকেএমে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার খড়িমাচন গ্রামের বিস্ফোরণে গুরুতর আহত শিশুর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে শনিবার এস এস কে এম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে পৌঁছালেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কমিশনের আরও এক সদস্য। প্রসঙ্গত, খড়িমাচন গ্রামের একটি নির্মীয়মান বাড়িতে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। বিস্ফোরণের জেরে দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্র গুরুতরভাবে জখম হয়। তড়িঘড়ি তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে শিশুটি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এদিন ট্রমা কেয়ার সেন্টারে গিয়ে শিশুটির শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার খোঁজখবর নেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। চিকিৎসাধীন শিশু ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর তুলিকা দাস জানান, চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট। বিস্ফোরণে শিশুটির হাতের তিনটি আঙুল বাদ গেছে। তবে দুটি চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চিকিৎসকদের তরফে এখনও আশার আলো রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে চোখের দৃষ্টি ফেরানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।চেয়ারপার্সন আরও জানান, শিশুটির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং সে কথার উত্তর দিচ্ছে। পুলিশকে তিন দিনের মধ্যে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দিতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পরে কমিশনের সদস্যরা এসএসকেএম হাসপাতালের সুপারের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল কন্টেইনার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া ঃ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল কন্টেইনার, যানজট। শনিবার সাতসকালেই ঘটে ওই দুর্ঘটনা। জানা গেছে, একটি পণ্যবাহী কন্টেইনার ডিভাইডারের ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। কন্টেইনারের একটি অংশ ডিভাইডারে আটকে যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পান গাড়ির চালক ও খালাসি। এদিন সকালে পৌনে ৮টা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা জেরে সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। বিদ্যাসাগর সেতু ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গেছে, ক্রেনের সাহায্যে ট্রেলারের বডি সরানো হয়। ড্রাইভার কেবিনের অংশ প্রথমে সরানো সম্ভব হয়। কলকাতামুখী যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক থাকলেও ব্রিজের কলকাতা থেকে হাওড়ামুখী লেনের যান চলাচল এদিন কিছুটা ব্যাহত হয়।

কাকাকে খুনের হুমকি ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে ধৃত ভাইপো

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ নিজের কাকাকে মদ্যপ অবস্থায় খুনের হুমকি ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার ভাইপো জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডের জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজারের বাসিন্দা ৬৫ বছরের শংকর সাউ এর ওপর মদ খেয়ে এসে আকস্মিক ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে ভাইপো অবিনাশ সাউ শুক্রবার বিকালে। পরে তার কাকাকে হুমকি ও দেয় পুলিশ ও কোথাও জানালে প্রাণে মেরে ফেলবে। বিকালে আহত শংকর সাউকে তার পরিবার প্রথমে সত্যজিৎ নার্সিং হোমে নিয়ে যায় ও সেখান থেকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করায়। এর পরে শংকর সাউ এর জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ অভিযুক্ত অবিনাশ সাউকে গ্রেফতার করে শুক্রবার রাতে। শনিবার ধৃত অবিনাশ সাউকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। এদিকে শনিবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শংকর সাউ। অভিযুক্তের কাছ থেকে খুনের চেষ্টায় ব্যবহার করা ছুরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

খালের পাশে সরকারি জায়গায় গাছ কাটাকে ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ সরকারি নয়ানজুলির পাশে সরকারি জায়গায় বহু দামি দামি গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এবার জয়নগর থানার বহড়ুতে। জানা যায়,জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠানী খাল পাড়ে গত কয়েকদিন ধরে গাছ কেটে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে চলে আসায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় মানুষজন কাটা গাছ আটকে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানায়, আর খবর পেয়ে স্থানীয় বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নিজে তার প্রতিনিধি পাঠিয়ে কাটা গাছ নিয়ে যাওয়া আটকায় এবং এরপর জয়নগর থানা, জয়নগর ১নং বিডিও, সেচ দফতরের মগরাহাট ডিভিশন ও বন দফতরে অভিযোগ জানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার ঘটনাস্থলে যায় বন দফতরের আধিকারিক সহ বহড়ু পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর। এব্যাপারে এদিন বন দফতরের আধিকারিক বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়ে সরজমিনে তদন্তে এসে দেখলাম গাছগুলি সরকারি জায়গার ওপরেই ছিলো। আমরা উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবো এবং তারা আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। এব্যাপারে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর এদিন বলেন, মিঠানির ওই সরকারি খালের পাশে সরকারি জায়গায় বেশ কয়েক বছর আগে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে গাছ গুলি বসানো হয়েছিলো বন সৃজনের জন্য। আর বেআইনি ভাবে সেই গাছ কিভাবে কাটা হলো এর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি রাখছি। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং বিডিও শুভদীপ দাস বলেন, ওই এলাকায় সরকারি জায়গায় কিছু গাছ কাটার খবর পেয়েছি। ওই জায়গাটি সেচ দফতরের অধীন বলে শুনেছি। ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাছ গুলি বাজেয়াপ্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে টাকী নাট্যমের পাঁচ দিন ব্যাপী নাট্যোৎসব

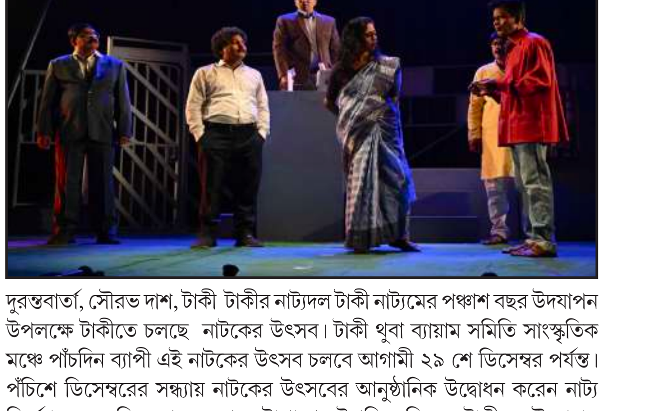

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী টাকীর নাট্যদল টাকী নাট্যমের পঞ্চাশ বছর উদযাপন উপলক্ষে টাকীতে চলছে নাটকের উৎসব। টাকী থুবা ব্যায়াম সমিতি সাংস্কৃতিক মঞ্চে পাঁচদিন ব্যাপী এই নাটকের উৎসব চলবে আগামী ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পঁচিশে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় নাটকের উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা দেবেশ চট্টোপাধ্যায়,উপস্থিত ছিলেন টাকীর পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডা সপ্তর্ষি ব্যানার্জী সহ অন্যান্যরা।অম্বরীশ ভট্টাচার্যের নাটকের গানের মধ্যদিয়ে শুরু হয় নাটকের উৎসব। টাকী নাট্যম প্রযোজিত নাটক মান্যবর ভুল করছেন ছাড়াও আমন্ত্রিত নাট্য দল সংসৃতি প্রযোজিত শের আফগান, বেলঘরিয়া অভিমুখ প্রযোজিত কোজাগরী,নটধা প্রযোজিত নক্ষত্র শিকার,পঞ্চম বৈদিক প্রযোজিত রাজনৈতিক হত্যা পরিবেশিত হবে এই নাটকের উৎসবে। রজতাভ দত্ত,অম্বরীশ ভট্টাচার্য, অর্পিতা ঘোষ,অর্ন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে প্রতিদনই প্রেক্ষাগৃহ ভরাচ্ছেন থিয়েটার প্রেমী মানুষ। শের আফগানের অভিনয় শেষে অভিনেতা রজতাভ দত্ত টাকী নাট্যম কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ লড়াই, এই জার্নি টা কতটা দুর্গম তা অনুমেয়।অনেকের লড়াই ও ভালোবাসা জড়ানো আছে এই পথ চলায় তাদের সকলকে শ্রদ্ধা, অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তিনি বলেন নাটক একদিনের ব্যাপার নয় এই এলাকার থিয়েটার প্রেমী মানুষ নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেন বলেই একটা নাট্যদল এগিয়ে চলেছে,পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। নাট্য নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন,টাকী নাট্যম পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করছে, একটা নাট্য কর্মী হিসাবে এটি অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।তার কথায় কোন কিছু শুরু করা খুব সহজ,চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন আর পঞ্চাশ বছর ধরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া আরও কঠিন।তবে টাকী নাট্যমের পরবর্তী প্রজন্মও তৈরি হয়েছে, ধীরে ধীরে তাঁদের কাঁধে দায়িত্ব ভার অর্পন করা হচ্ছে,এটা যাতে আরও পঞ্চাশ বছর ধরে চলতে পারে তার একটা ক্ষেত্র ইতিমধ্যে তৈরি করেছে নাট্যম।তার কথায় এই নাটকের উৎসবে বড় প্রাপ্তি স্কুল পড়ুয়া ও যুবকদের দর্শক আসনে পাওয়া। দর্শকাসনে বসে টাকী নাট্যম প্রযোজিত মান্যবর ভুল করছেন নাটক টি চাক্ষুষ বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডা সপ্তর্ষি ব্যানার্জী নাটকের উন্মাদনা,উপস্থাপনা ও পরিবেশনার প্রশংসা করে বলেন এই ধরনের সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা আরও বাড়ুক এবং সুস্থ সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ এগুলো উপভোগ করুন এটাই তাঁর চাওয়া। আগামীতে টাকী নাট্যমকে সহযোগিতারও আশ্বাস দেন বিধায়ক।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭ সংখ্যা, রবিবার, ১২ পৌষ ১৪৩২

আপনার অর্থ, আপনার অধিকার

মূল বিষয়বস্তুআপনার অর্থ, আপনার অধিকার একটি সর্বভারতীয় সচেতনতা ও সহায়তামূলক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য নাগরিকদের অদাবিকৃত আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করা ও পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা।এই উদ্যোগের আওতায় ব্যাংকে জমা আমানত, বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড, শেয়ার এবং অবসরকালীন সুবিধা-সহ আর্থিক ব্যবস্থায় থাকা অদাবিকৃত সঞ্চয় রাশি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর্থিক পরিষেবা বিভাগের নেতৃত্বে এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সমন্বয়ে এই কর্মসূচি ডিজিটাল পোর্টাল ও জেলা-স্তরের সহায়তা কার্যক্রমকে একত্রিত করেছে। সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। ভূমিকা ভারতীয় পরিবারগুলি দীর্ঘদিন ধরে ভবিষ্যৎ সুরক্ষার লক্ষ্যে ব্যাংক, বিমা, মিউচুয়াল ফান্ড, শেয়ার ও অবসরকালীন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে আসছে। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সচেতনতার অভাব, ঠিকানা পরিবর্তন, তথ্যের অভাব বা নথির অভাবে এই সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ অদাবিকৃত হয়ে থাকে যায়। আপনার অর্থ, আপনার অধিকার উদ্যোগের উদ্দেশ্য এই সমস্যার সমাধান করা। অদাবিকৃত আর্থিক সম্পদ কি? যখন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রাখা অর্থ দীর্ঘদিন ধরে অ্যাকাউন্টধারী বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা দাবি করেন না, তখন তা অদাবিকৃত আর্থিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, অদাবিকৃত বিমা, মিউচুয়াল ফান্ডের পাওনা এবং পেনশন বা অবসরকালীন সুবিধা। ঠিকানা পরিবর্তন, অভিবাসন বা পরিবারের অজ্ঞতার মতো কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়।আপনার অর্থ, আপনার অধিকার উদ্যোগ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে চালু হওয়া এই উদ্যোগটি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক পরিষেবা বিভাগের সমন্বয়ে এবং RBI, IRDAI, SEBI, IEPFA ও PFRDA-র সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এর লক্ষ্য নাগরিকদের অদাবিকৃত অর্থ শনাক্ত করা ও দাবি করার প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলা। অদাবিকৃত অর্থের পরিমাণশুধু ব্যাংকগুলিতেই প্রায় ৭৮,০০০ কোটি টাকা অদাবিকৃত আমানত রয়েছে। বিমা খাতে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা, মিউচুয়াল ফান্ডে ৩,০০০ কোটি টাকা এবং লভ্যাংশ বাবদ প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা অদাবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। অদাবিকৃত সম্পদের গুরুত্বএই অর্থ না পেলে পরিবারগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ও জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষত প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে পেনশন বা বিমার অর্থ না পাওয়া বড় সমস্যার কারণ হয়। এই সমস্যার সমাধান আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি, আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ভূমিকা অদাবিকৃত ব্যাংক আমানত - UDGAM পোর্টালআরবিআই সৃষ্ট UDGAM পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকরা একাধিক ব্যাংকের অদাবিকৃত আমানত খুঁজে পেতে পারেন। ১০ বছরের বেশি অদাবিকৃত অর্থ Depositor Education and Awareness Fund-এ স্থানান্তরিত হলেও মালিকানার অধিকার বজায় থাকে এবং তা যে কোনো সময় দাবি করা যায়।বিমা দাবি - Bima Bharosa পোর্টাল Bima Bharosa পোর্টালের মাধ্যমে অদাবিকৃত বিমা সংক্রান্ত অর্থ চিহ্নিত করা যায়। মোট ১২ মাসের বেশি অদাবিকৃত থাকলে তা তালিকাভুক্ত হয় এবং ১০ বছর পর Senior Citizens' Welfare Fund-এ স্থানান্তরিত হলেও সুবিধাভোগীরা যেকোনো সময় এই অর্থ দাবি করতে পারেন। মিউচুয়াল ফান্ড - MITRA পোর্টালMITRA পোর্টাল বিনিয়োগকারীদের অদাবিকৃত বা নিষ্ক্রিয় মিউচুয়াল ফান্ড চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। সংশ্লিষ্ট AMC বা RTA-এর মাধ্যমে দাবি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। লভ্যাংশ ও শেয়ার - IEPFA পোর্টালসাত বছরের বেশি অদাবিকৃত থাকলে IEPFA-তে স্থানান্তরিত লভ্যাংশ ও শেয়ার IEPFA পোর্টালের মাধ্যমে দাবি করা যায়। এর জন্য কোনো ফি বা সময়সীমা নেই। উদ্যোগের বাস্তবায়নএই কর্মসূচি কেবল ডিজিটাল নয়, সচেতনতা, প্রবেশাধিকার ও কার্যক্রম (৩এ) কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা-স্তরের ফলাফলজেলা পর্যায়ে নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করা, দাবি প্রক্রিয়া শুরু করা এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত দেওয়াও সম্ভবপর হয়েছে। একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।অর্জিত সাফল্যএই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মনোনয়ন, নথি সংরক্ষণ ও আর্থিক সচেতনতা বেড়েছে। উপসংহার আপনার অর্থ, আপনার অধিকার একটি নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্যোগ, যা মানুষকে তাদের বৈধ আর্থিক সম্পদের অধিকার পুনরায় ফিরিয়ে দিতে সফল হয়েছে। সচেতনতা, ডিজিটাল ব্যবস্থার সরলীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা ও নাগরিক আস্থা অর্জনে শক্তিশালী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

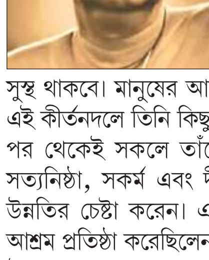

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় বাঙাবি ধর্মগুরু হলেন অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই তিনটির মধ্যে তিনি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ওপর জোর দেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে মন সুস্থ থাকলে শরীর সুস্থ থাকবে। মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য তিনি কীর্তনদল গঠন করেন। এই কীর্তনদলে তিনি কিছু উপদেশ দেন, যা বই আকারে প্রকাশিত হয়। তার পর থেকেই সকলে তাঁকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেন। সত্যনিষ্ঠা, সকর্ম এবং দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি পাবনায় সৎসঙ্গ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনকল্যাণের স্বার্থে নানাবিধ কাজ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৮৮৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে জন্মগ্রহণ করেন অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি পরবর্তীকালে অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর নামে পরিচিত হন। এখানে অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের কিছু বাণী তুলে ধরা হল।

১. কারও সাহায্য যখন তুমি না-পাও, তখন পিতার কাছে যাও। তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতা বোধ তাকতে হবে, নচে অমানুষ সেই সন্তান।

২. যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

যতক্ষন তোমার সঙ্গে বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা আর এই ভাবনাই হল তোমার দু ঃখ কষ্ট মোহ মাযার কারণ..আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা, সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়েতো এক জনের কাছেই তো যাবে তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো।। জীবনে শান্তি পেতে মনের ময়লা গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, কোদ্ধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাস। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তি ও আছে, এই সংসারে নয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনা কে মুক্ত করবে নয় তুমি সংসারের বন্ধনে বন্দী হবে। তোমার মন কে ভেদা ভেদ শূন্য করতে শেখ তবেই তুমিও যে কোন কাজের মধ্যেই ভক্তি রস খুজে পাবে। ইশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তবে তার বহিপ্রকাশ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক, তাই মানুষকে ইশ্বর হিসাবে সেবা কর এবং মনের ভেদ কে দূরে সরাও। তোমার জীবনের লক্ষ্য শুধুই অর্থ উপার্জন নয়, তোমার জীবনের প্রকৃত উদেশ্য পরমেশ্বর সেবা ও মনের শান্তি লাভ। যে ব্যক্তি কোন স্বার্থ ছাড়াই অন্যের জন্য কাজ করেন, ঈশ্বর তার সর্বদাই মঙ্গল করে থাকেন। তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে। একটা কথা সর্বদা মাথায় রাখবে জীবনে গুরু সবাই হতে চায়, তবে শিষ্য হবে কজন? যদি তুমি শিষ্য না হতে পারলে শিখবে কিভাবে জগতের নিয়ম কানুন।

বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)-এর সম্ভবনা সমূহ ঃ এমজিএনআরইজিএস থেকে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা

লেখক- সরোজ মহাপাত্র

ভারতে জীবনধারণ ক্ষেত্র বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল। বিবিধ কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি, প্রকৃতি ও পরিবেশ, মানব, আর্থিক সম্পদ, জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বাজারের ক্ষেত্রে অসম সুযোগ নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে। গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল,যার ৮৩ শতাংশই হল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। সম্পদ, সেচ, গ্রামীণ পরিকাঠামো এবং বাজারের সুযোগ আয়ের ক্ষেত্রে যা সীমাবদ্ধতা রচনা করে,উপাদন বৃদ্ধির প্রভূত সম্ভাবনাসৃষ্টির, স্থিতিশীল জীবনযাপন গড়ে তোলার স্বার্থে লক্ষ্য নির্ভর বিনিয়োগ এবং অংশগ্রহণমুখী অভিমুখ স্থির হওয়া দরকার। ২০০৫ সালে চালু হওয়া এমজিএনআরইজিএস গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি গৃহে কম করে বার্ষিক ১০০ দিনের সুনিশ্চিত মজুরিগত কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। সেইসঙ্গে সুস্থায়ী সম্পদ এবং জীবনযাপনে সুরক্ষা বিধান করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কেঃিদ্রক অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে মডেলটি ফুটে উঠেছে, তা হল আজকের মজুরি, আগামীকালের জীবিকা। এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে বৃহদায়তন সম্পদ সৃষ্টি, বিশেষ করে ভূ-প্রকৃতি ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে উপাদনমুখী সম্পদকে, জীবনধারণকে এবং উপার্জনের সুরক্ষাবিধান এবং গৃহ ভিত্তিক সক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে। ছত্তিশগড়ে উচ্চ ফলদায়ী বৃহদায়তন জল বিভাজিকা প্রকল্প তুলে ধরেছে ক্ষুদ্র চাষিদের উপার্জন প্রসারে সুস্থায়ী পথকে। সেইসঙ্গে ভূমি এবং জল সম্পদেরও সংরক্ষণ ঘটিয়েছে। পশ্চিম ওড়িশায় পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রকল্পে রাজ্য বাজেট থেকে অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রদানে পরিযায়ীদের কষ্ট একদিকে যেমন লাঘব করেছে, সেইসঙ্গে ভূমি এবং জলসম্পদের বিকাশের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় জীবনযাপনের সমৃদ্ধি সাধন ঘটিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের বিরসা হরিত গ্রাম যোজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মহিলাদের যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে এক বিরাট রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ৮৫,০০০-এরও বেশি মাছ চাষের পুকুর জল গঙ্গা সম্বর্ধন অভিযানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষিদের জল সুরক্ষাগত সমস্যার বহুলাংশে প্রতিবিধান হয়েছে।

এই সমস্ত উদ্যোগ থেকে প্রধান শিক্ষা সমূহ ঃ .জন সম্প্রদায়কে বৈজ্ঞানিক এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে যুক্ত করা গেলে মানুষের জীবন ও জীবিকার রূপান্তর ঘটে,.কারিগরি সক্ষমতার প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে ,. ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা(জিআইএস) এবং জল বাজেটের সমন্বয়ে,.বৃহদায়তন ভূমি এবং জল সংরক্ষণ সম্পদ গঠনে যা জীবনযাত্রার সন্নিবেশ এবং বৈচিত্র্যকরণের পথ প্রসারিত করে,. বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় এবং লক্ষ্য নির্ভর বিনিয়োগে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন। জন সম্প্রদায় ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের অংশীদারিত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষতা এবং আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করা যায়, সেইসঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সুস্থায়ী জীবনধারণের পথ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বিগত দু-দশক ধরে এমজিএনআরইজিএস গ্রামীণ গৃহগুলিতে সুনিশ্চিত মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে স্বল্পকালীন মজুরিকে সুস্থায়ী জীবনধারণের পথ প্রদর্শন করে এসেছে। এদিকে গ্রামীণ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর বার্ষিক আড়াই লক্ষ বা ততোধিক অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা যখন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তখন সুস্থায়ী জীবনধারণের পথকে শক্তিশালী করার সঙ্গে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং জল সুরক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রামীণ বিকাশ কেন্দ্রগুলির উন্নতি সাধন এবং উদ্যোগের প্রসারের মধ্যে দিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বিকশিত ভারত- গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন

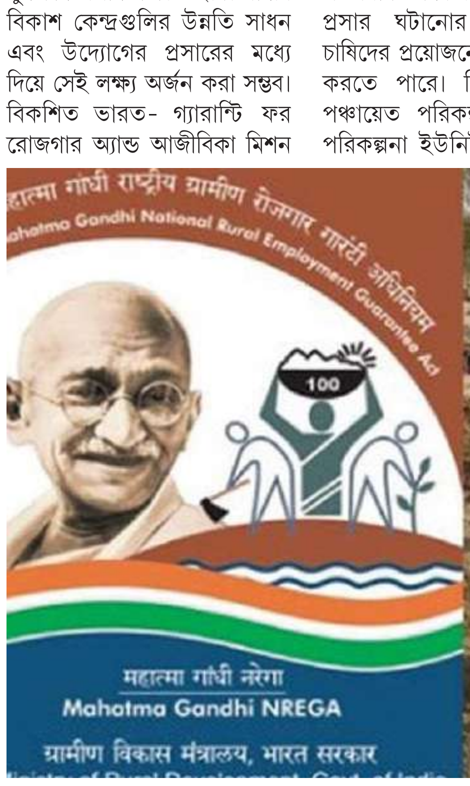

(গ্রামীণ)-এর অধীন সম্ভাবনাসমূহ। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গৃহস্থলির উপার্জন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের দিন বৃদ্ধি এবং জীবনধারণে সম্পদের সুস্থায়ী বিকাশের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে চায়। জীবনধারণকে শক্তিশালী করে এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোর বিকাশ ঘটিয়ে জলের সুযোগের সম্ভাবনা আরও বিকাশ করা সম্ভব যা চরম আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনার প্রতিরোধে সক্ষম হতে পারে। এই উদ্যোগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সরকারের নানা প্রথম সারির প্রকল্পগুলির সম্মিলন ঘটিয়ে গ্রামীণ উন্নয়নের ঐক্যবদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিমুখকে নিশ্চিত করা, যা বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যপথের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

জল সুরক্ষা এই কর্মসূচির মূল উপাদান। প্রয়োজন ভিত্তিক অভিমুখের মাধ্যমে এই কর্মসূচি জন সম্প্রদায় কেন্দ্রিক পরিকল্পনার প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষিদের প্রয়োজনের সঙ্গতি বিধান করতে পারে। বিকশিত ভারত পঞ্চায়েত পরিকল্পনা বটম-আপ পরিকল্পনা ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে যা ' গ্রাম পঞ্চায়েত এক পরিকল্পনা' সূত্রে বাঁধা। এই পরিকল্পনার অধীন ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান আঞ্চলিক চাহিদাকে চিহ্নিত করতে যেমন সাহায্য করে, সেইসঙ্গে প্রাপ্য দক্ষতার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রার সম্ভাবনার পথকে উন্মোচিত করে গ্রামীণ মানুষদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ দেখায়। সিএসও-রা এবং বিশেষজ্ঞরা মিলে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন, যাতে আরও স্বচ্ছ পরিকল্পনা পথ গড়ে দেওয়া সম্ভব হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জল সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা দরকার। গ্রামীণ পরিমন্ডলকে রক্ষা করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে জন সম্প্রদায় ভিত্তিক অংশীদারিত্বের প্রসার ঘটিয়ে সর্বোপরি মহিলা পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে এবং দীনদয়াল অন্তদয় যোজনা-ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের অধীন পরিকল্পনার সংযোজনের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। জীবন ধারণের সুরক্ষা বিধান সম্ভব তখনই যখন সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থায়ী উপার্জনের সুযোগ গড়ে তোলা যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মহিলাদের যৌথ স্থিতিশীল উপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে উন্নত প্রযুক্তি, ক্লাস্টার ভিত্তিক জীবিকা, স্থানীয় উদ্যোগ এবং কেঃদ্রাভিমুখী উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্ষম। এছাড়াও বিধিবদ্ধ গ্যারেন্টি হিসেবে এতে চলতি ১০০ দিনের অতিরিক্ত ২৫ দিনের কর্মসংস্থান সুযোগ করে দিয়েছে। সপ্তাহ ভিত্তিক মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আর্থিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ইতিমধ্যেই সমবেশী আজীবিকা যোজনা অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবিকা প্রকল্প চালু করেছে, অতি অরক্ষিত পরিবারগুলির জন্য জীবন ধারণের সহায়তা প্রদানে।

এই মিশন গ্রামীণ পরিকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত জীবিকা অর্জনের পথ প্রসারে সহায়তা যোগায় যেমন, মাল মজুতের গুদাম গুদাম, ক্ষুদ্র হিমঘর, সৌর প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে, যাতে উপাদনের ঝুঁকি লাঘব করা যায় এবং জলবায়ুগত খামখেয়ালিপনা রোধে স্থিতিস্থাপক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে ব্যবস্থার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় ডিজিটালিকরণের ওপর জোর দেওয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং পরিষেবা প্রদানে উন্নতি বিধান আশা করা যায়। নারী, জল এবং সম্পদের ওপর জোর দেওয়ার অর্থ একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা, তার পাশাপাশি সামাজিক সাম্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রসার ঘটানো। মহিলা চালিত এসএইচজি, ক্লাস্টার ভিত্তিক ফেডারেশন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অতি অরক্ষিত পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। জীবিকা ও জীবনধারণের প্রক্রিয়া ও রূপান্তরগত পরিকল্পনা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে মহিলা সদস্যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সম্পৃক্তি এবং একত্রীকরণভিত্তিক প্রযুক্তি, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বিকাশশীল বিল ১২৫ দিনের কর্মসংস্থানগত মজুরি প্রদানে স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দিয়ে গ্রামীণ ভারতে জীবন ধারণের সম্ভাবনার প্রসার ঘটানোর পথ করে দেয়। এর লক্ষ্য হল, বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে গ্রামীণ এলাকাগুলিকে মর্যাদাপূর্ণ, সম্ভাবনাময় এবং উচ্চকাঙ্ক্ষী করে তোলা।

লেখকঃ পিআরএডিএএন-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা।

কি অসাধারণ বিশ্লেষণ! ----যদি কেউ কথা না কয় -

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সম্ভবত মহাত্মা রবীন্দ্রনাথ আজকের সমাজে অপ্রয়োজনীয় এক দায়। তাঁর প্রতি আমাদের অভ্যস্ত উপেক্ষা যেন সচেতন অপরাধ। যিনি আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি বলে আমাদের বহুদূরে ডেকে নিয়ে যান, তাঁর সান্নিধ্যে আমরা ভয় পাই। কারণ, আমরা চিরকাল চেয়েছি ' বাইরে'র বাইরের দৃষ্টিকে, অথচ রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন 'সোনার তরী'র গভীর দিগন্তে।

তাঁকে নিয়ে কথা বলা অনেকটা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর মতো...সরাসরি মুখোমুখি হতে হয় নিজের ভেতরের ভয়, সংকট, স্বার্থ আর ভান করা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তাই আমরা সহজে বলি...রবীন্দ্রনাথ এখন পুরনো হয়ে গেছেন। আসলে, তিনি এতটাই আপ-টু-ডেট যে আমাদের মানসিক অপারেটিং সিস্টেমে তাঁর ভার্সনটা চলে না। তিনি ' নন...এই অভিযোগ যে ক'জন করে, তারা জানে না কালান্তর-এর ভাষা শুধুমাত্র আধুনিকতা নয়, ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ। তাঁর ' কোনো রাষ্ট্রের মনোযোগ কুড়োবার ভাষা নয়, বরং আত্মার দিগন্তে ডানা মেলা বলাকা।

তিনি ' রতনের চোখে নির্জনতার অশ্রু দেখিয়েছেন, ' সমাজ নামক যন্ত্রের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেছেন, আবার ' প্রত্যাবর্তন'-এ শিশুমানবতার স্নিগ্ধ আর্তি। তাঁর ' যেখানে সভ্যতার ভেতরের শূন্যতাকে প্রকাশ করে, সেখানে ' আমাদের প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি।

ঠাকুর মশাই এমন এক ' যাঁকে ঘরে রাখলে আত্মদহন হয়, অথচ চলে গেলে ঘর শূন্য লাগে। ' ' ' ' পত্র'...সব গল্পেই যেন আমরা নিজেরাই ধরা পড়ি। প্রেম, সমাজ, নারী, পারিবারিক কাঠামো...সবকিছু ভেঙে তিনি আমাদের শোনান ' নাহি দিব'...এই চিরন্তন হৃদয়স্পন্দন। তাঁকে আমরা বইয়ের পৃষ্ঠায়, গানের রেকর্ডে, স্ট্যাটাসের নিচে কিছু পঙ্‌ক্তিতে...কিন্তু আমাদের ভেতরকার আলো-আঁধারিতে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, খুব একটা জায়গা রাখি না আর। কারণ, তিনি সহজ ছিলেন না...তিনি সত্য ছিলেন।

তাঁর নাটক...' ' ' অন্ত ঃকরণে ঝড় তোলে। যেখানে দেবতা মানুষ হয়ে ওঠে, রাজনীতি হারিয়ে যায় মানবতাবোধে, প্রেম উতরে যায় আত্মত্যাগে। ' নাটকে..ধর্ম আর মানবতার দ্বন্দ্বে নৈতিক সাহস জরুরি। তাই বোধহয় তাঁকে দূরে রাখা আমাদের রক্ষণশীল মানসিকতার প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। তাঁর নাট্যজগৎ আমাদের বাধা দেয়, রুটিন ভেঙে ভাবতে শেখায়। যে সমাজ ' যা' বলার আগে না ভেবে বলে ফেলে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেন...' কেন যাবে?'

আমরা যারা আজকের তথাকথিত প্রগতির ধ্বজাধারী তারা কি আসলে শান্তি চাই? না। আমরা চাই শোরগোল। তাই ' বাইরে'র বিপ্লবী সন্ত্রাস বা ' আদর্শিক দ্বন্দ্ব...এসব এখন অচল কাগজ। কারণ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আত্মসমালোচনা অচল, আত্মস্বর্থই শেষ কথা। অথচ, রবীন্দ্রনাথের ' ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে তো আমাদের সব অহংকারে কাঁপুনি ধরে যায়।' বালি'র বিনোদিনী এখনো আমাদের সমাজে বিষময় ' আমরা ভয় পাই। ' কবিতা'র অমিত এখনো প্রশ্ন করে, জীবনের উপসংহার কি প্রেমের অতৃপ্তি? ' বা ' কোনো পুরনো সময়ের দলিল নয়...এগুলো আজও আমাদের ভিতরের অন্ধ বিশ্বাস, পরিচয়ের সংকট আর স্বাধীনতার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলে। গোরা জানে না সে কে, আর মাধবীলতা জানে না কাকে ভালোবাসা যায়...এই দ্বন্দ্ব আজও আমাদের আছে, শুধু আমরা তা অন্য নামে ডাকি।

রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা যাকে দেখি, সে কি কেবলই ছবি? তিনি লিখেছেন, তুমি কি কেবলি ছবি...এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমাদের সাহস লাগে। তাঁর গানে প্রেম শুধু বিলাস নয়, ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখ...এই নিবেদনের চিত্র।' তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'...এই একাকীত্ব বোধহয় আমাদের সাহস নয়, আত্মপ্রত্যয়ের অনুশীলন। আর তাই ' রবে নীরবে' হয়ে ওঠে আমাদের অন্তরের নীরব স্বর। তাঁর গান বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বাণী...এখনও আমাদের অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন। তিনি আমাদের শেখান, আনঃদলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর...এই আনঃদ বাহ্য নয়, অন্তরের। তিনি বলেন, আমি পুজোর ছলে তোমায় ভুলে থাকি...সম্ভবত এই ছলনাকে স্বীকার করি না । ' বাঁধতে এসেছি', অথচ আমরা হয়তো বুঝি না, এই খেলা জীবন-মরণ-আত্মার। জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে...এই গানই আজ থেমে গেছে। কারণ, আমরা এখন চেয়েছি রুদ্ধ, বদ্ধ, কৃত্রিম উল্লাস। ঠাকুর বলেন, নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে...এই জীবন তো এক চলমান রসের উৎসব। কিন্তু আমরা ' আমায় ক্ষমা করো প্রভু'...এই অশ্রুপাতকে ঘৃণা করি।

তাঁর কবিতা...'বর্ষাযান 'দুই পাখি', 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'শঙ্খ' বলাকা ' আমাদের ক্লান্ত সমাজচেতনাকে ঝাঁকি দেয়। 'দুই পাখি' কবিতায় আমরা দেখি দুই জীবনের দুই প্রবণতা...বন্ধন ও মুক্তি। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' যেন আজকের তরুণ প্রজন্মের নিরুদ্দেশতার প্রতীক।

তাঁর প্রবন্ধ...' ইচ্ছায় কর্ম', ' কথা', ' ' সমাজের ব্যাধিকে নির্মম স্পষ্টতায় তুলে ধরে। ' কথা' আজও কৃষকের মুখে ধ্বনিত হয়, ' আজও ভবিষ্যতের মেঘে রং লাগায়।

তবুও আমরা রবীন্দ্রনাথকে পড়ি না। কারণ তিনি আমাদের মুখোশ খুলে দেন। আমাদের চকমকে আত্মপ্রতিমা ভেঙে দেন। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বিব্রত করে। তিনি আমাদের বলতে চান...সৌন্দর্য মানে আলংকারিকতা নয়, তা সত্যের চোখে চোখ রাখা। আমরা এখন ভয় পাই সত্যকে। তাই বলি, রবীন্দ্রনাথকে প।া কঠিন। আসলে, রবীন্দ্রনাথকে পড়া মানে নিজেকে পড়া...এই ভয়টাই অসহ্য। অবশ্য--, রবীন্দ্রনাথকে এখন পড়া উচিত নয়। তিনি আমাদের আত্মবিশ্লেষণে বাধ্য করবেন। তিনি আমাদের আত্মম্ভরিতা ভাঙবেন। তিনি আমাদের দূরে সরিয়ে দেবেন বাহ্যিক বিলাস থেকে। কারণ তিনি আমাদের কমফোর্ট জোনে থাকতে দেবেন না। তিনি আমাদের মুখোশ খুলে দেখাবেন...আমরা ভিতরে কতটা শূন্য। তাঁর কাছে গেলে জানতে হবে... তুমি কার মতো বাঁচছো,......... নিজে কবে বাঁচবে?তাঁকে নিয়ে কথা বলা অনেকটা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর মতো...সরাসরি মুখোমুখি হতে হয় নিজের ভেতরের ভয়, সংকট, স্বার্থ আর ভান করা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তাই আমরা সহজে বলি...রবীন্দ্রনাথ এখন পুরনো হয়ে গেছেন। আসলে, তিনি এতটাই আপ-টু-ডেট যে আমাদের মানসিক অপারেটিং সিস্টেমে তাঁর ভার্সনটা চলে না। তিনি ' নন...এই অভিযোগ যে ক'জন করে, তারা জানে না কালান্তর-এর ভাষা শুধুমাত্র আধুনিকতা নয়, ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ। তাঁর ' কোনো রাষ্ট্রের মনোযোগ কু।োবার ভাষা নয়, বরং আত্মার দিগন্তে ডানা মেলা বলাকা। তিনি ' রতনের চোখে নির্জনতার অশ্রু দেখিয়েছেন, ' সমাজ নামক যন্ত্রের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেছেন, আবার ' প্রত্যাবর্তন'-এ শিশুমানবতার স্নিগ্ধ আর্তি। তাঁর ' যেখানে সভ্যতার ভেতরের শূন্যতাকে প্রকাশ করে, সেখানে ' আমাদের প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি। ঠাকুর মশাই এমন এক ' যাঁকে ঘরে রাখলে আত্মদহন হয়, অথচ চলে গেলে ঘর শূন্য লাগে। ' ' ' ' পত্র'...সব গল্পেই যেন আমরা নিজেরাই ধরা পড়ি। প্রেম, সমাজ, নারী, পারিবারিক কাঠামো...সবকিছু ভেঙে তিনি আমাদের শোনান ' নাহি দিব'...এই চিরন্তন হৃদয়স্পন্দন। তাঁকে আমরা বইয়ের পৃষ্ঠায়, গানের রেকর্ডে, স্ট্যাটাসের নিচে কিছু পঙ্‌ক্তিতে...কিন্তু আমাদের ভেতরকার আলো-আঁধারিতে, দ্বিধা-দ্বঃেদ্ব, খুব একটা জায়গা রাখি না আর। কারণ, তিনি সহজ ছিলেন না...তিনি সত্য ছিলেন। তাঁর নাটক...' ' ' অন্ত ঃকরণে ঝড় তোলে। যেখানে দেবতা মানুষ হয়ে ওঠে, রাজনীতি হারিয়ে যায় মানবতাবোধে, প্রেম উতরে যায় আত্মত্যাগে। ' নাটকে..ধর্ম আর মানবতার দ্বন্দ্বে নৈতিক সাহস জরুরি। তাই বোধহয় তাঁকে দূরে রাখা আমাদের রক্ষণশীল মানসিকতার প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। তাঁর নাট্যজগ আমাদের বাধা দেয়, রুটিন ভেঙে ভাবতে শেখায়। যে সমাজ ' যা' বলার আগে না ভেবে বলে ফেলে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেন...' কেন যাবে?' আমরা যারা আজকের তথাকথিত প্রগতির ধ্বজাধারী তারা কি আসলে শান্তি চাই? না। আমরা চাই শোরগোল। তাই ' বাইরে'র বিপ্লবী সন্ত্রাস বা ' আদর্শিক দ্বন্দ্ব...এসব এখন অচল কাগজ। কারণ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আত্মসমালোচনা অচল, আত্মস্বর্থই শেষ কথা। অথচ, রবীন্দ্রনাথের ' ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে তো আমাদের সব অহংকারে কাঁপুনি ধরে যায়। ' বালি'র বিনোদিনী এখনো আমাদের সমাজে বিষময় ' আমরা ভয় পাই। ' কবিতা'র অমিত এখনো প্রশ্ন করে, জীবনের উপসংহার কি প্রেমের অতৃপ্তি? ' বা ' কোনো পুরনো সময়ের দলিল নয়...এগুলো আজও আমাদের ভিতরের অন্ধ বিশ্বাস, পরিচয়ের সংকট আর স্বাধীনতার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলে। গোরা জানে না সে কে, আর মাধবীলতা জানে না কাকে ভালোবাসা যায়...এই দ্বন্দ্ব আজও আমাদের আছে, শুধু আমরা তা অন্য নামে ডাকি। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা যাকে দেখি, সে কি কেবলই ছবি? তিনি লিখেছেন, তুমি কি কেবলি ছবি...এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে আমাদের সাহস লাগে। তাঁর গানে প্রেম শুধু বিলাস নয়, ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখ...এই নিবেদনের চিত্র। ' তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'...এই একাকীত্ব বোধহয় আমাদের সাহস নয়, আত্মপ্রত্যয়ের অনুশীলন। আর তাই ' রবে নীরবে' হয়ে ওঠে আমাদের অন্তরের নীরব স্বর। তাঁর গান বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বাণী...এখনও আমাদের অশান্ত হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন। তিনি আমাদের শেখান, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর...এই আনন্দ বাহ্য নয়, অন্তরের। তিনি বলেন, আমি পুজোর ছলে তোমায় ভুলে থাকি...সম্ভবত এই ছলনাকে স্বীকার করি না । ' বাঁধতে এসেছি', অথচ আমরা হয়তো বুঝি না, এই খেলা জীবন-মরণ-আত্মার। জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে...এই গানই আজ থেমে গেছে। কারণ, আমরা এখন চেয়েছি রুদ্ধ, বদ্ধ, কৃত্রিম উল্লাস। ঠাকুর বলেন, নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে...এই জীবন তো এক চলমান রসের উৎসব। কিন্তু আমরা ' আমায় ক্ষমা করো প্রভু'...এই অশ্রুপাতকে ঘৃণা করি। তাঁর প্রবন্ধ...' ইচ্ছায় কর্ম', ' কথা', ' ' সমাজের ব্যাধিকে নির্মম স্পষ্টতায় তুলে ধরে। ' কথা' আজও কৃষকের মুখে ধ্বনিত হয়, ' আজও ভবিষ্যতের মেঘে রং লাগায়।তবুও আমরা রবীদ্রনাথকে পড়ি না। কারণ তিনি আমাদের মুখোশ খুলে দেন। আমাদের চকমকে আত্মপ্রতিমা ভেঙে দেন। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বিব্রত করে। তিনি আমাদের বলতে চান...সৌঃদর্য মানে আলংকারিকতা নয়, তা সত্যের চোখে চোখ রাখা। আমরা এখন ভয় পাই সত্যকে। তাই বলি, রবীন্দ্রনাথকে পড়া কঠিন। আসলে, রবীঃদ্রনাথকে প।া মানে নিজেকে পড়া...এই ভয়টাই অসহ্য। অবশ্য--, রবীন্দ্রনাথকে এখন পড়া উচিত নয়। তিনি আমাদের আত্মবিশ্লেষণে বাধ্য করবেন। তিনি আমাদের আত্মম্ভরিতা ভাঙবেন। তিনি আমাদের দূরে সরিয়ে দেবেন বাহ্যিক বিলাস থেকে। কারণ তিনি আমাদের কমফোর্ট জোনে থাকতে দেবেন না। তিনি আমাদের মুখোশ খুলে দেখাবেন...আমরা ভিতরে কতটা শূন্য।তাঁর কাছে গেলে জানতে হবে...তুমি কার মতো বাঁচছো,......... নিজে কবে বাঁচবে?তাঁকে নিয়ে কথা বলা অনেকটা আয়নার সামনে দাঁড়ানোর মতো...সরাসরি মুখোমুখি হতে হয় নিজের ভেতরের ভয়, সংকট, স্বার্থ আর ভান করা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তাই আমরা সহজে বলি...রবীন্দ্রনাথ এখন পুরনো হয়ে গেছেন। আসলে, তিনি এতটাই আপ-টু-ডেট যে আমাদের মানসিক অপারেটিং সিস্টেমে তাঁর ভার্সনটা চলে না। তিনি ' নন...এই অভিযোগ যে ক'জন করে, তারা জানে না কালান্তর-এর ভাষা শুধুমাত্র আধুনিকতা নয়, ভবিষ্যতের পূর্বাভাষ। তাঁর ' কোনো রাষ্ট্রের মনোযোগ কুড়োবার ভাষা নয়, বরং আত্মার দিগন্তে ডানা মেলা বলাকা। তিনি ' রতনের চোখে নির্জনতার অশ্রু দেখিয়েছেন, ' সমাজ নামক যন্ত্রের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেছেন, আবার ' প্রত্যাবর্তন'-এ শিশুমানবতার স্নিগ্ধ আর্তি। তাঁর ' যেখানে সভ্যতার ভেতরের শূন্যতাকে প্রকাশ করে, সেখানে ' আমাদের প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি। ঠাকুর মশাই এমন এক ' যাঁকে ঘরে রাখলে আত্মদহন হয়, অথচ চলে গেলে ঘর শূন্য লাগে। ' ' ' ' পত্র'...সব গল্পেই যেন আমরা নিজেরাই ধরা পড়ি। প্রেম, সমাজ, নারী, পারিবারিক কাঠামো...সবকিছু ভেঙে তিনি আমাদের শোনান ' নাহি দিব'...এই চিরন্তন হৃদয়স্পন্দন। তাঁকে আমরা বইয়ের পৃষ্ঠায়, গানের রেকর্ডে, স্ট্যাটাসের নিচে কিছু পঙ্‌ক্তিতে...কিন্তু আমাদের ভেতরকার আলো-আঁধারিতে, দ্বিধা-দ্বঃেদ্ব, খুব একটা জায়গা রাখি না আর। কারণ, তিনি সহজ ছিলেন না...তিনি সত্য ছিলেন। তাঁর নাটক...' ' ' অন্তঃকরণে ঝড় তোলে। যেখানে দেবতা মানুষ হয়ে ওঠে, রাজনীতি হারিয়ে যায় মানবতাবোধে, প্রেম উতরে যায় আত্মত্যাগে। ' নাটকে..ধর্ম আর মানবতার দ্বন্দ্বে নৈতিক সাহস জরুরি। তাই বোধহয় তাঁকে দূরে রাখা আমাদের রক্ষণশীল মানসিকতার প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া। তাঁর নাট্যজগ আমাদের বাধা দেয়, রুটিন ভেঙে ভাবতে শেখায়। যে সমাজ ' যা' বলার আগে না ভেবে বলে ফেলে, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেন...' কেন যাবে?' আমরা যারা আজকের তথাকথিত প্রগতির ধ্বজাধারী তারা কি আসলে শান্তি চাই? না। আমরা চাই শোরগোল। তাই ' বাইরে'র বিপ্লবী সন্ত্রাস বা ' আদর্শিক দ্বন্দ্ব...এসব এখন অচল কাগজ। কারণ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আত্মসমালোচনা অচল, আত্মস্বর্থই শেষ কথা। অথচ, রবীঃদ্রনাথের ' ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে তো আমাদের সব অহংকারে কাঁপুনি ধরে যায়।' বালি'র বিনোদিনী এখনো আমাদের সমাজে বিষময় ' আমরা ভয় পাই।' কবিতা'র অমিত এখনো প্রশ্ন করে, জীবনের উপসংহার কি প্রেমের অতৃপ্তি? ' বা ' কোনো পুরনো সময়ের দলিল নয়...এগুলো আজও আমাদের ভিতরের অন্ধ বিশ্বাস, পরিচয়ের সংকট আর স্বাধীনতার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলে। গোরা জানে না সে কে, আর মাধবীলতা জানে না কাকে ভালোবাসা যায়...এই দ্ব ঃদ্ব আজও আমাদের আছে, শুধু আমরা তা অন্য নামে ডাকি।

থানায় পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুভেন্দুর, বিজেপি কর্মী গ্রেফতারির প্রতিবাদে থানা ঘেরাওয়ের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর ঃ নন্দীগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের 'উন্নয়নের পাঁচালী' ট্যাবলো ভাঙচুরের ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ওই ঘটনায় বিজেপি কর্মী গৌরাঙ্গ ঘোড়াকে পুলিশ গ্রেফতার করার প্রতিবাদে শনিবার নন্দীগ্রাম থানায় পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, গত পরশু নন্দীগ্রামের ভেকুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি ট্যাবলো ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেও বিজেপির দাবি ছিল, দুর্ঘটনাবশত গাড়িটি পুকুরে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই ঘটনায় শনিবার সকালে একজন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন নন্দীগ্রামের একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সরাসরি নন্দীগ্রাম থানায় যান শুভেন্দু অধিকারী। থানায় ঢুকেই তিনি পুলিশের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে জানালার কাছে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর বাকবিতণ্ডা হয়। সেই সময় থানার আইসি উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা গেছে। শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, গ্রেফতারের সময় পুলিশের পক্ষ থেকে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়েছে। পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী সোমবার নন্দীগ্রাম থানা ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রাম এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে। পরিস্থিতি উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ ও প্রশাসন।

এসআইআর শুনানিতে উপচে পড়া ভিড়, শান্তিপুর বিডিও অফিসে টানটান পরিস্থিতি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর শুনানিতে উপচে পড়া ভিড়! শনিবার সকাল থেকেই শান্তিপুর বিডিও অফিসে টানটান পরিস্থিতি! শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হলো এসআইআর -এর শুনানি পর্ব। এই শুনানিকে কেন্দ্র করে নদীয়ার শান্তিপুর বিডিও অফিসে শনিবার সকাল থেকেই লক্ষ করা যায় ব্যাপক ভিড়। প্রসঙ্গত, বিহারের পর এবার এই রাজ্যেও শুরু হয়েছে এসআইআর-এর কাজ। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। যেসব নাগরিকের নাম ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নেই অথবা যাদের তথ্য ম্যাপিংয়ে গরমিল রয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে সন্দেহ করা হয়েছে, তাদের শুনানির জন্য সমন পাঠানো হয়েছে। শান্তিপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত যেসব বাসিন্দা এই নোটিশ পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শনিবার থেকেই শান্তিপুর বিডিও অফিসে শুরু হয়েছে শুনানি পর্ব। শুনানিতে অংশ নিতে সকাল থেকেই বিডিও অফিস চত্বরে বহু মানুষের ভিড় জমে। গোটা প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেই কারণে বিডিও অফিস চত্বরে মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন পুরো প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখতে উপস্থিত ছিলেন এসডিও, বিডিও সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা। জানা যায় শান্তিপুর (৮৬)বিধান সভায় মোট ২৬৫ টা বুথ, প্রায় ২৫০০০-৩০০০০ মানুষের হেয়ারিং হবে। যার সূচনা হলো ২৭ ডিসেম্বর, পরবর্তী তারিখ এই মাসের ২৯-৩০ ডিসেম্বর, এছাড়াও ইংরেজি নতুন বছরে জানুয়ারির ২.৩.৫.১৩ ও ১৭ তারিখে হবে হেয়ারিং! প্রশাসন সূত্রে খবর এই শান্তিপুর বিধান সভায় এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে মোট ১৩ জন অবজারভার। এছাড়াও নদীয়ার রানাঘাট উত্তর পশ্চিম (৮৭) বিধান সভায় রয়েছে ৭৭ টা বুথে, সেই বিধান সভার ক্ষেত্রে SDO র মাধ্যমে ডাকা হলেও , হেয়ারিং হবে বিডিও অফিসেই, এমনটাই খবর প্রশাসনিক সূত্রে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ প্রকাশিত SIR এর হবে চূড়ান্ত তালিকা।

মুখ্যমন্ত্রীর 'পথশ্রী-৪' প্রকল্পে জোরদার গতি, এগরার দু'জায়গায় ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস- গ্রামে খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'পথশ্রী-৪' এবার বাস্তবের পথে আরও এক ধাপ এগোল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে। শনিবার পটাশপুর ২ ব্লকের সাউখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর চৌমুখে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস ও কাজের শুভ সূচনা হলো। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে ডব্লিউবিএসআরডিএ-এর মাধ্যমে। এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা পটাশপুরের বিধায়ক উত্তম বারিক। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর যে দাবি ছিল, তা পূরণ করতেই ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু করা হয়েছে। কেন জরুরি ছিল এই রাস্তা? এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বহু গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। বর্ষাকালে কাদা ও জল জমে যাতায়াত কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠত। স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, রোগী ও সাধারণ মানুষ পড়তেন চরম দুর্ভোগে। এই সমস্যাগুলির কথা মাথায় রেখেই দ্রুত ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান বিধায়ক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক। তিনি আরও আশ্বাস দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে, যাতে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়। উৎসবের আবহে শিলান্যাসকে ঘিরে এদিন ছিল রীতিমতো উৎসবের পরিবেশ। ঢাকঢোলের তালে তালে ও উপস্থিত জনতার উচ্ছ্বাসে ঘটা করে শুরু হয় রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হওয়ায় স্বস্তি ও আনন্দ মুখর হয়ে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- পটাশপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার মাইতি, বিডিও শঙ্খ ঘটক, ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মানস রায়, সাউথখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজন বন্ধু বাগ, আড়গোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ মালিক আলি, দুর্গাপদ পাহাড়ি ও গোলকেশ নন্দ গোস্বামী- সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও এলাকার বহু মানুষ। 'পথশ্রী ৪' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও এক ধাপ এগোল পটাশপুর। ঢালাই রাস্তা সম্পূর্ণ হলে এলাকাবাসীর যাতায়াত হবে সহজ, নিরাপদ ও সুগম-এমনটাই আশাবাদ স্থানীয়দের।

ভিন রাজ্য থেকে পূর্বস্থলীতে ইট ভাটার কাজে এসে মৃত্যু ব্যক্তির

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ ডিসেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের লক্ষীপুর এলাকায় কে পিএম ইঁটভাটায় কর্মরত এক ভিনরাজ্যের শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম ননকা। তিনি উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১৪ দিন আগে কাজের সন্ধানে ননকা উত্তরপ্রদেশ থেকে লক্ষীপুর এলাকার ওই ইঁটভাটায় কাজে যোগ দিতে আসেন। গতকাল দুপুর নাগাদ হঠাৎই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি নজরে আসতেই ইঁটভাটার সঙ্গে যুক্ত লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে পূর্বস্থলী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছায় এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য এদিন পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে ইঁটভাটায় কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভিন রাজ্য থেকে কাজ করতে এসে এইভাবে এক শ্রমিকের মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে কাজের পরিবেশ ও চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বারা ২০২৫ এ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি অতিরিক্ত ট্রেন স্টপেজের মাধ্যমে যাত্রী সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৭ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫- এ আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত স্টেশনগুলিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের জন্য অতিরিক্ত স্টপেজের ব্যবস্থা করে যাত্রী সুবিধা এবং সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। যাত্রীদের চাহিদা এবং পরিচালনগত সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করার পর এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলো চালু করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো সেমি-আরবান এবং গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের জন্য রেল পরিষেবাগুলিতে আরও ভালো অ্যাক্সেসযোগ্যতা নিশ্চিত করা। এই পদক্ষেপটি রেল ভ্রমণকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুবিধাজনক এবং যাত্রী-বান্ধব করে তোলার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর ধারাবাহিক অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। ২০২৫-এ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র আসামে ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীবাহী ট্রেনের ৩২টি অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করেছে, যা রাজ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। ডিফু, গোয়ালপাড়া টাউন, কোকরাঝাড়, নিউ হাফলং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে এই নতুন স্টপেজগুলো চালু করা হয়েছে,

যা অন্তর্মুখী ও সেমি-আরবান এলাকার বিপুল সংখ্যক দৈনিক ভ্রমণের যাত্রীরা যাত্রী এবং দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রীরা উপকৃত হবে। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনের কুমেদপুর, ওল্ড মালদা, কাঙ্কি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানসহ মোট ১০টি অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে, যা নর্থ বেঙ্গল জুড়ে সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র মেল, কামরূপ এক্সপ্রেস, নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, অবধ আসাম এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। এর ফলে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর এবং উপনগর অঞ্চলের যাত্রীরা বড় জংশনের ওপর নির্ভর না করেই সরাসরি দীর্ঘ দূরত্বের রেল পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবেন। এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলো আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য একাধিক সুবিধা নিয়ে এসেছে। ছোট শহর এবং আশেপাশের অঞ্চলের যাত্রীরা এখন গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলিতে উন্নততর যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছেন, যার ফলে ভ্রমণ সময় ও খরচ সাশ্রয় হচ্ছে। এই পদক্ষেপটি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য আরও সুবিধাজনক বিকল্প প্রদান করে শিক্ষার্থী, কর্মজীবী, ব্যবসায়ী এবং রোগীদেরও সহায়তা করেছে। এছাড়াও, উন্নত রেল সংযোগ স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও পর্যটনকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি প্রধান স্টেশনগুলোতে যানজট কমাতে সাহায্য করেছে, যার ফলে যাত্রীদের চলাচল সুগম হয়েছে এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চল জুড়ে রেল সংযোগকে ক্রমাগত শক্তিশালীকরণ এবং যাত্রী পরিষেবা উন্নত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত স্টপেজ চালু করার মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আবারও জনমুখী পরিষেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।

কাশীতে দীপু চন্দ্র দাশ হত্যার প্রতিবাদে সাধু-সন্তদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে সংঘটিত ইতিহাসের নৃশংসতম দীপু চন্দ্র দাশ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশের কাশীতে শত শত সাধুসন্ত এক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেন। গতকাল, ২৬ ডিসেম্বর বিকাল তিন (৩) ঘটিকায় রথযাত্রা মোড় থেকে শুরু হয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে সমাপ্ত হয় এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ। এই ঘটনায় মানবতা যে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তা উল্লেখ করে বক্তারা তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের খবর সামনে আসছে। সম্প্রতি দীপু চন্দ্র দাশ নামের এক হিন্দু যুবককে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে আহত করে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়। মানব জাতির ইতিহাসে এমন নির্মম হত্যাকান্ড বিরল। এছাড়াও, পূজা কিংবা নির্বাচনের সময় এই

নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বালক দাসজী মহারাজ (অধ্যক্ষ, পাতালপুরী মঠ), স্বামী প্রণবচৈতন্য পুরীজী মহারাজ (সংঘগুরু, পরমার্থ সাধক সংঘ), ব্রহ্মচারী দিব্যচৈতন্য মহারাজ (জটা বাবা), স্বামী জিতেন্দ্রনন্দজী মহারাজ (মহামন্ত্রী, অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি), হৃষীকেশ মহারাজ, স্বামী অনঘানন্দ পুরী মহারাজ (ভোলানন্দগিরি আশ্রম) সহ কৈলাস মঠ, নিরঞ্জন আকড়া, অটল আকড়া সহ অসংখ্য মঠ ও মন্দিরের সাধু-সন্ন্যাসী ও বিদ্যার্থীবৃন্দ। এছাড়াও, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে সংহতি জানিয়ে অংশগ্রহণ করেন উদীয়মান কবি ও গবেষক সুদীপ চন্দ্র হালদারসহ শত শত কাশীবাসী সচেতন নাগরিক। নগরীর রথযাত্রা মোড় থেকে বিশ্বনাথ মন্দির-দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে বিক্ষোভ মিছিল এগিয়ে গেলে ক্রমান্বয়েই বেড়ে যায় অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ পরিচালনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের শ্রী ব্রহ্মময়ানন্দজী মহারাজ। বক্তারা দীপু চন্দ্র দাশ হত্যাকাণ্ডের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মোদী সরকার ও আন্তর্জাতিক মহলের কঠোর হস্তক্ষেপের দাবি জানান। তারা বলেন, ধর্ম ও মানবতাকে ভুলুণ্ঠিত করে এই ধরনের বর্বরতা সভ্য সমাজ কখনোই মেনে নিতে পারে না। প্রতিবাদ সভা শেষে শান্তিপূর্ণভাবে মানবতার পক্ষে ও নির্যাতিতদের ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রার্থনা ও শ্লোগানের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

'হরি হরি' ধ্বনিতে মুখাগ্নি-মুসলিমদের উদ্যোগে হিন্দু বৃদ্ধের সৎকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ধর্মের উর্ধ্বে মানবতা। নবদ্বীপে হিন্দু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের শেষকৃত্যে কাঁধে কাঁধ মুসলিম সমাজের! বাংলাদেশে নির্যাতনের খবরের মাঝেই নবদ্বীপে সম্প্রীতির উজ্জ্বল ছবি। যেখানে প্রতিবেশী বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দুদের উপর অত্যাচারের খবর সামনে আসছে, ঠিক সেই সময়ই বৈষ্ণবনগরী নবদ্বীপে ধরা পড়ল মানবতার এক অনন্য ছবি। নদীয়ার নবদ্বীপে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর সৎকারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন গ্রামের মুসলিম সমাজ। নবদ্বীপের মহিশুরা পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা গোপাল গোস্বামী- চুচুঁড়ার বাসিন্দা ও পেশায় প্রাক্তন হাইকোর্টের আইনজীবী- পরবর্তীতে মাকে নিয়ে নবদ্বীপে চলে আসেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি একা হয়ে পড়েন। গত তিন বছর ধরে মহিশুরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আখমল শেখের বাড়িতেই আশ্রয়ে ছিলেন তিনি। গত ২২ তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়লে আখমল শেখ তাঁকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই গতকাল রাতে মৃত্যু হয় গোপাল গোস্বামীর। পরিবারের কেউ না থাকায় পঞ্চায়েত উপপ্রধান আখমল শেখ ও জেলা পরিষদের সদস্যা আরজুবানু খাতুন সিদ্ধান্ত নেন- হিন্দু ধর্মীয় রীতি মেনেই হবে তাঁর শেষকৃত্য। আজ নবদ্বীপ মহাশ্মশানে 'হরি বল' ধ্বনিতে কাঁধে করে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে হিন্দু মতে মুখাগ্নি করা হয় গোপাল গোস্বামীর। এই বিরল ও আবেগঘন ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা নবদ্বীপ। ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্যা জানান, আমরা হিন্দু-মুসলিম ভাগ করি না। আমরা জানি-মানুষই আসল, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। অন্যদিকে উপপ্রধান আখমল শেখ স্পষ্ট বলেন, যেভাবে তাঁর ধর্ম, সেভাবেই সকার হবে-এটাই আমাদের দায়িত্ব। নবদ্বীপে এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল-ধর্ম নয়, মানবতাই সবচেয়ে বড় পরিচয়।

ওড়িশায় আবারও আক্রান্ত মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ওড়িশা সম্বলপুরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে ওড়িশা স্থানীয় কিছু দুস্কৃতীর হাতে মার খেয়ে গত বুধবার রাতে মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার চকবাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা জুয়েল রানা নামে এক যুবকের। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগে ফের একবার ওড়িশায় বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের ৪ পরিযায়ী শ্রমিককে মারধর করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি সন্দেহে মুর্শিদাবাদের ৪ পরিযায়ী শ্রমিককে ধরার পর তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে একটি রাজনৈতিক দলের অফিসে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পুলিশের হস্তক্ষেপে ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা উদ্ধার পেলেও প্রাণহানির আশঙ্কায় তাঁর আর ওড়িশায় থাকেননি। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং বেলডাঙ্গা বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা, ওই ৪ পরিযায়ী শ্রমিক ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় ফিরে এসেছেন। মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে ও।শিার ঝারসুগুদা জেলার একটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বছরখানেক আগে বেলডাঙ্গা এবং রেজিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা মহিবুর ইসলাম, শহিদুল ইসলাম সহ আরও বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক ওড়িশার বিভিন্ন জেলায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। গত বুধবার মহিবুর , শহিদুল যখন একটি বহুতল নির্মাণের কাজ করছিলেন সেই সময় বেশ কয়েকজন যুবক তাঁদের উপর চড়াও হয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে প্রচন্ড মারধর করে। মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলায় কথা বলার জন্য প্রথমেই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত মহিবুর ইসলাম বলেন, বুধবার যখন আমরা একটি বহুতল নির্মাণে কাজ করছিলাম সেই সময়ে কয়েকজন ব্যক্তি এসে আমাদের আধার কার্ড দেখতে চান। আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায় বলায় তারা দাবি করেন আদতে আমরা বাংলাদেশের বাসিন্দা, আমরা মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছি। ওই ব্যক্তি বলেন, এরপরই ওড়িশার বাসিন্দারা আমাদেরকে ব্যাপক মারধর করা শুরু করেন। বহুবার আমরা নিজেদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা বললেও তারা সে কথায় কর্ণপাত করেননি। এরপর আমাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে সেখান থেকে বার করে নিয়ে যায়। কিন্তু থানায় না নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাদের হাত পা কেটে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। পরে পুলিশ আমাদেরকে উদ্ধার করেছে। শহিদুল ইসলাম নামে আক্রান্ত অপর এক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, আমরা যখন একটি বহুতল নির্মাণের কাজ করছিলাম সেই সময় আমাদেরকে ডেকে পাঠানো হয়। কয়েকজন লোক আমাদের পরিচয় পত্র দেখতে চাইলে তাদেরকে আমাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দেখানোর পর আমাদেরকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেয়। ওই ব্যক্তি দাবি করেন, এরপর বেশ কিছুক্ষণ আমাদেরকে মারধর করার পর থানায় নিয়ে যাওয়ার নাম করে তাদের একটি দলীয় অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশি বলে আমাদেরকে আরেক প্রস্ত মারধর করা হয়। শহিদুল দাবি করেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায় এবং রাত্রি এগারোটা নাগাদ আমাদেরকে উদ্ধার করে। প্রাণের আশঙ্কা থাকায় আমরা আর ওড়িশায় থাকিনি। পরের দিন রাতের ট্রেন ধরে মুর্শিদাবাদে বা।রি উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দিই। আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিকরা জানিয়েছেন, ওড়িশায় কাজ করতে গিয়ে প্রাণের আশঙ্কা থাকায় ভবিষ্যতে আর তাঁরা সেখানে ফিরবেন কিনা তা ভেবে ভেবে দেখবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন,ভারতের সংবিধান ভারতীয় নাগরিকদেরকে সর্বত্র যাওয়ার অনুমতি দেয়। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজেপি শাসিত রাজ্যে আরএসএস-এর নেতৃত্বে মোদী এবং অমিত শাহের নির্দেশে সংখ্যালঘু মানুষ দেখলেই তাদেরকে কখনও রোহিঙ্গা কখনও বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক জুয়েল রানাকে বাংলাদেশি সন্দেহে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। সমস্ত দোষীদের ফাঁসি চাই আমরা। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত শ্রমিকদেরকে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে বিজেপি শাসিত রাজ্যে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই ঘটনাগুলোরও আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

হাওড়ায় দুর্ঘটনায় বিএলএ- এর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার নিশ্চিন্দায় মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-২ এর। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে নিশ্চিন্দা থানার মুম্বই রোড ও দিল্লি রোডের সংযোগস্থলে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম চন্দন সরকার (৩৯)। তিনি ডোমজুড় বিধানসভার বালি-জগাছা ব্লকের নিশ্চিন্দার ১৮৬ নম্বর বুথের বিএলএ-২ হিসেবে কাজ করছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের ওই বুথের সভাপতি ছিলেন। এদিন স্কুটি চালিয়ে যাবার সময় পেছন থেকে আসা একটি লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়েন চন্দন। সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা তাঁকে উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা চন্দনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চঃদনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, চন্দনের মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ চলছে।

পূর্ব বর্ধমান টেনিস প্রতিযোগিতা ঘিরে উন্মাদনা বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান টেনিস ক্লাবের পক্ষ

থেকে দুদিন ব্যাপি এক টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাসের উদ্যোগে এবং জেলাশাসক আয়েষা রানী এ-র (আই এ এস) সহায়তায় পুলিশ টেনিস ক্লাবে আয়োজিত ওই টেনিস প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যায় প্রতিযোগি ও দর্শকদের মধ্যে। প্রতিযোগিতাটিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বর্ধমান শাখা। এই প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও অন্যান্য জেলা মিলিয়ে মোট ১০৪ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহন করে। প্রথম দিনে বিগিনার, সাব জুনিয়র জুনিয়রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ওই প্রতিযোগিয়ায় বিগিনারদের মধ্যে প্রথম হয় সিনজিনি পাল, দ্বিতীয় হয় সৃজিত ঘোষ এবং তৃতীয় হয় কথামৃতা ঘোষ। সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ন হয় অরিত্রিক দাস, রানার্স হয় তমসী দন্ডপাত এবং জুনিয়ার দের মধ্যে চাম্পিয়ন হয় বিনায়ক রায়, রানার্স হয় অরণ্য সরকার। প্রথম দিনের ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ডিএসপি (এপি) পার্থ রায়, আর আই সুদীপ গুহ নিয়োগি, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওন্যাল ম্যানেজার অভিষেক দে এবং বর্ধমান টাউন শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার প্রদীপ কুমার মালিক। উপস্থিত ছিলেন দুই টেনিস কোচ সপ্তর্ষি সেন ও নমিতা দাস, ফিটনেস ম্যানেজার মৃন্ময় দাস। তিনজন প্রশিক্ষক ছাড়াও প্রতিযোগিতাটি সুচারু রূপে সম্পন্য করতে সাহায্য করেন দিপ্তা মাঝি, ধ্রুবজিত হালদার ও শুভজিত হালদার সহ পূর্ব বর্ধমান পুলিশ টেনিস ক্লাবের অ্যাডভান্স গ্রুপের রাসেস, ইন্দ্র , সৌরদীপ, শ্রেয়াংশ, শ্রদ্ধা, রেপ্লিকা, অনুরাগ, দেবদ্রিতা, স্বপ্ননীল, রানিয়া সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার দ্বিতীয় দিনে ওপেন সিঙ্গলস বয়েজ সিঙ্গলস এবং মিক্সড সিঙ্গেলস খেলার আয়োজন করা হয়।

তিনদিনব্যাপী ফিউচার ইয়ুথ লেডার্স বুটক্যাম্প অনুষ্ঠিত হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা মেরা যুবা ভারত - দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা যুব

কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় জেলার যুবক -যুবতীদের নিয়ে ২৯ ডিসেম্বর সোমবার থেকে ৩১ ডিসেম্বর বুধবার পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী ফিউচার ইয়ুথ লেডার্স বুটক্যাম্প অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বুটক্যাম্পে পনেরো বছর থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই বুটক্যাম্পে পঁয়ত্রিশ জন যুব অংশগ্রহণকারী থাকবেন, যারা হার্টফুলনেস, যুব নেতা, জন প্রতিনিধি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে যুক্ত হবেন। এই বুটক্যাম্পটি প্রধানমন্ত্রীর এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত আকার দেওয়ার আহ্বানের অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনদিনব্যাপী আবাসিক ফিউচার ইয়ুথ লেডার্স বুটক্যাম্প বালুরঘাটের দীপালিনগরে নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাবের তৃতীয় তলায় অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রজরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে

মুদুনিয়া, গুন্নাথ, ইন্দপুর, বাঁকুড়া

স্মারক সংখ্যা-৮০৭ / ব্রজ, তারিখ-২৪।১২।২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ব্রজরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনসাধারনকে জানানো যায় যে, অত্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তেঁতুলিয়া, কুর্পা ও গুন্নাথ মৌজার BBC ক্যানেল পাড়ের দুটি পাড় ও SBC ক্যানেল পাড়ের একটি পাড় (উত্তর পাড়) তৎসহ IMC পাড়ের চলতি মরসুমের আম বাগানের উৎপাদিত সম্যক ফল নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামে ইচ্ছুক ব্যাক্তিগনকে সচিত্র পরিচয় পত্র সহ (আঁধার কার্ড / ভোটার কার্ড) আগামী ০৮.০১.২০২৬ তারিখে (বৃহস্পতিবার) দুপুর ১২ টার সময় অত্র গ্রাম পঞ্চায়েত কার্য্যালয়ে নিজে উপস্থিত থাকিয়া অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইতেছে। বিস্তারিত তথ্য এর জন্য যোগাযোগ করুণ- অরবিন্দ দাস (উপ প্রধান) মোবাইল নং- ৯৮০০৭২৬৭৬৩ e-mail id- brajorajpur.gp@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কুন্দন মাহাতো, পিতা গনেশ মাহাতো সাং- দক্ষিন সাঁকরাইল, পূর্ব পাড়া, পোঃ ও থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২১।০৬।২০২৪ তারিখে হাওড়া- ২ নং ডিঃ রেজি অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫১৩০৩৮২৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সেখ বাবলু পিতা- সেখ নুরজামাল এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মানিকপুর মৌজায় জে. এল. ১৯ নং ভুক্ত, এল. আর. ৩৪৮২ নং খতিয়ানে এল, আর.-৩৪১ নং দাগে শালি মাপসুরত ০১ কাঠা ০২ ছটাক ২৪ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী ২০২৩ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৫০৩০০০২০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে বঙ্কিম রায়, পিতা- মহাদেব রায়, সাং- মানিকপুর, পোঃ- ডেল্টা মিল, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সওগাত আলি সর্দার পিতা- ইলিয়াস সর্দার, সাং, পোঃ ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১০।১২।২০০৭ তারিখ রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৩৬৩৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা মোসাম্মৎ রহিমা সেখ স্বামী- রবিয়াল সেখ এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন সাঁকরাইল মৌজায় জে. এল.- ২০ নং ভুক্ত, এল, আর. ১২৬৫ / ২ নং খতিয়ানে এল. আর. ৩২১ নং দাগে বাস্তু ০২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০০৬ সালে সম্পাদিত রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৬৩২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা নাসিরউদ্দিন মল্লিক পিতা- হাদিয়ার রহমান মল্লিক এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৫।১১।২০০৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ১৮৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে ১। সেখ আলাউদ্দিন পিতা- সেখ তোফাজ্জেল, সাং- সাঁকরাইল ভান্ডারী পাড়া, ২। প্রশান্ত সাঁতরা পিতা- লক্ষন সাঁতরা, সাং- সাঁকরাইল বতটলা, পোঃ ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয় দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

জীবন

বাড়িতে আর ঢুকবে না অশুভ শক্তি! সুখ-শান্তি ও ইতিবাচকতা ধরে রাখতে মেনে চলুন এই ৪ বাস্তু নিয়ম

বাড়ি শুধু ইট-পাথরের কাঠামো নয়-এটি আমাদের অনুভূতি, মানসিক শান্তি ও দৈনন্দিন জীবনের শক্তির কেন্দ্র। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, যে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির অবাধ প্রবাহ থাকে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে। অন্যদিকে, বাস্তুদোষ বা অব্যবস্থাপনার কারণে ঘরে নেতিবাচক শক্তি জমলে তা প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের মন, সম্পর্ক এমনকি আর্থিক অবস্থার উপরও। অনেক সময় অকারণ অশান্তি, মানসিক চাপ, ক্লান্তি বা বারবার সমস্যা দেখা দিলে তার পিছনে ঘরের পরিবেশও একটি কারণ হতে পারে-এমনটাই বিশ্বাস বাস্তুশাস্ত্রে। তাই বাড়িকে সুস্থ, সুষম ও শুভ শক্তিতে ভরপুর রাখতে কিছু সহজ কিন্তু কার্যকর বাস্তু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। রইল তেমনই চারটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস, যা নিয়মিত অনুসরণ করলে ঘর থাকবে ইতিবাচকতায় ভরা।

১. ঘরে ঢুকতে দিন রোদ ও তাজা হাওয়াঃ

সূর্যের আলোকে বাস্তুশাস্ত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী ইতিবাচক শক্তির উস হিসেবে ধরা হয়। প্রাকৃতিক আলো শুধু ঘর উজ্জ্বলই করে না, এটি মানসিক স্বস্তি ও প্রাণশক্তিও বাড়ায়। তাই প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় অন্তত ২০-৩০ মিনিট দরজা ও জানালা খোলা রাখুন। রোদ ও তাজা হাওয়া ঘরে প্রবেশ করলে জমে থাকা নেতিবাচক শক্তি ধীরে ধীরে দূর হয়। বাতাস চলাচল না করলে ঘরে ভারী ভাব তৈরি হয়, যা অজান্তেই মন খারাপ বা অস্থিরতার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে রান্নাঘর ও শোবার ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি। সম্ভব হলে হালকা রঙের পর্দা ব্যবহার করুন, যাতে আলো সহজে ভেতরে আসে।

২. নেতিবাচক শক্তি দূর করতে

নুনের ব্যবহারঃ

বাস্তুশাস্ত্রে নুনকে শুদ্ধিকরণের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই নুন ব্যবহার করা হয় নেতিবাচক শক্তি শোষণ করার জন্য। সপ্তাহে অন্তত দু'দিন নুন মেশানো জল দিয়ে ঘর মোছা হলে ঘরের ভারী শক্তি অনেকটাই হালকা হয়ে যায়। এছাড়া বাথরুম বা ঘরের কোনও কোণে একটি ছোট পাত্রে শুকনো নুন রেখে দিতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন, নুন যেন ভিজে না যায়। প্রতি সপ্তাহে বা ১০-১৫ দিন অন্তর নুন বদলে ফেলা ভালো। বিশ্বাস করা হয়, নুন আশপাশের নেতিবাচকতা শোষণ করে নেয়, ফলে ঘরের পরিবেশ থাকে শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ।

৩. ঘর রাখুন পরিচ্ছন্ন ও গোছানোঃ

অগোছালো ও নোংরা ঘরে নেতিবাচক শক্তি খুব সহজেই জমে ওঠে-এমনটাই মনে করা হয় বাস্তুশাস্ত্রে। যেখানে অপ্রয়োজনীয় জিনিস জমে থাকে, সেখানে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই নিয়মিত ঘর পরিষ্কার করা এবং জিনিসপত্র এলোমেলো না রেখে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যে জিনিসগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করছেন না, সেগুলো জমিয়ে না রেখে দান করে দিন বা সরিয়ে ফেলুন। বিশেষ করে বিছানার নিচে, দরজার পেছনে বা কোণায় অপ্রয়োজনীয় জিনিস রাখা এ।ড়িয়ে চলুন। পরিষ্কার ও সুবিন্যস্ত ঘর শুধু দেখতে ভালোই লাগে না, এটি মানসিক শান্তিও বজায় রাখে এবং ইতিবাচক শক্তিকে আকর্ষণ করে।

৪. ঘরে ছড়িয়ে দিন মনোরম সুগন্ধঃ

গন্ধ মানুষের মন ও অনুভূতির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। মন ভালো করা সুগন্ধ ঘরের পরিবেশকে মুহূর্তেই বদলে দিতে পারে। বাস্তুশাস্ত্র মতে, প্রাকৃতিক সুগন্ধ নেতিবাচক শক্তি কমিয়ে শান্ত ও ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে। ধূপ, ধুনো, লোবান, এসেনশিয়াল অয়েল বা প্রাকৃতিক এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করে ঘরের বিভিন্ন কোণে হালকা সুগন্ধ ছ।ড়িয়ে দিন। ল্যাভেন্ডার, চন্দদন, লেমনগ্রাস বা ইউক্যালিপটাসের মতো সুগন্ধ মানসিক চাপ কমাতে বিশেষভাবে কার্যকর। তবে অতিরিক্ত কৃত্রিম গন্ধ ব্যবহার না করাই ভালো-হালকা ও প্রাকৃতিক সুগন্ধই সবচেয়ে উপকারী।

শেষ কথাঃ বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, বাড়ির পরিবেশ আমাদের জীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ছোট ছোট পরিবর্তন ও নিয়ম মেনে চললেই ঘরের শক্তির ভারসাম্য অনেকটাই বদলে যেতে পারে। রোদ-বাতাস ঢোকানো, নুনের সঠিক ব্যবহার, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং মনোরম সুগন্ধ-এই চারটি নিয়ম নিয়মিত মানলে বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বা।ড়ে বলে বিশ্বাস করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা, একটি পরিষ্কার, আলো-বাতাসে ভরা ও সুন্দরভাবে সাজানো ঘর আমাদের মনকেও রাখে হালকা ও প্রফুল্ল। আর শান্ত মনই তো সুখী জীবনের প্রথম শর্ত।নিশ্চিতভাবেই। নিচে লেখাটি নতুনভাবে পুনর্লিখন করা হলো, ভাষা আরও সাবলীল, আকর্ষণীয় ও পাঠযোগ্য করে, সঙ্গে একটি শক্তিশালী ও নজরকাড়া শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০০ শব্দ।

নতুন বছরে আর ছুঁতেও পারবে না অর্থকষ্ট! বাড়িতে আনুন এই শুভ সূর্য-সংযুক্ত জিনিসগুলি

নতুন বছর মানেই নতুন আশা, নতুন লক্ষ্য আর নতুন করে জীবনে সমৃদ্ধি আনার স্বপ্ন। পুরনো বছরের ক্লান্তি, আর্থিক টানাপোড়েন ও মানসিক চাপ পেছনে ফেলে সবাই চান আগামী বছরটা যেন আরও ভালো কাটে। বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, বছরের শুরুতেই ঘরের পরিবেশ ও শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করা গেলে তার প্রভাব পড়ে গোটা বছরের উপর।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন বছরের আগে কিছু নির্দিষ্ট শুভ বস্তু বাড়িতে আনলে ধনসম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটে, সংসারে ইতিবাচকতা বাড়ে এবং অর্থসংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই কমে। ২০২৬ সালকে সূর্যের বছর হিসেবে ধরা হচ্ছে। সূর্য শক্তি, আত্মবিশ্বাস, উন্নতি ও সাফল্যের প্রতীক। তাই নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই সূর্য সম্পর্কিত কিছু জিনিস বাড়িতে আনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

নতুন বছরে সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে কেন সূর্যের গুরুত্ব এত বেশি?

সূর্যকে গ্রহরাজ বলা হয়। জ্যোতিষ মতে, সূর্য শক্তিশালী হলে ব্যক্তির জীবনে আত্মসম্মান, নেতৃত্বগুণ, আর্থিক স্থিতি ও সাফল্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সূর্য দুর্বল হলে অর্থকষ্ট, আত্মবিশ্বাসের অভাব ও কাজের ক্ষেত্রে বাধা দেখা দিতে পারে।

২০২৬ সাল যেহেতু সূর্যের প্রভাবযুক্ত বছর, তাই এই সময় সূর্য-সম্পর্কিত বাস্তু উপাদান বা।ড়িতে স্থাপন করলে তা সৌভাগ্যকে আরও জোরদার করতে পারে। বিশেষ করে নতুন বছরের আগে এই কাজগুলি করলে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় বলে বিশ্বাস।

১. তামার সূর্য ঃঅর্থ ও সম্মানের শক্তিশালী প্রতীকঃ

বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, সূর্যের সঙ্গে তামার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তামা সূর্যের শক্তিকে আকর্ষণ ও সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। তাই নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই বাড়িতে একটি তামার সূর্যের প্রতীক আনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই তামার সূর্য বাড়ির সদর দরজায় বা পূর্ব দিকে ঝুলিয়ে রাখা সবচেয়ে ভালো। পূর্ব দিক সূর্যের দিক হওয়ায় এখানে রাখলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত তামার সূর্যের উপর সামান্য গঙ্গাজল বা পরিষ্কার জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করা যেতে পারে। অনেকে সূর্যের প্রতীকে হালকা সিঁদুরের টিপও দেন, যা সূর্যকে সম্মান জানানোর প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। বিশ্বাস করা হয়, তামার সূর্য ঘরে রাখলে- অর্থনৈতিক স্থিতি বৃদ্ধি পায়, কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও পরিচিতি বাড়ে, পরিবারের মধ্যে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকে

২. সূর্যমুখী গাছঃ সাফল্য ও অগ্রগতির প্রতীকঃ সূর্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সূর্যমুখী গাছকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। সূর্যমুখী ফুল সবসময় সূর্যের দিকেই মুখ করে থাকে, যা ইতিবাচকতা, আশা ও অগ্রগতির প্রতীক। বাস্তুশাস্ত্র মতে, বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে একটি সূর্যমুখী গাছ রাখা সৌভাগ্য ডেকে আনে। বিশেষ করে যাঁরা পড়াশোনা করছেন, চাকরি বা ব্যবসায় উন্নতি চান, তাঁদের জন্য এই গাছ খুবই শুভ।

সূর্যমুখী গাছ- আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে, কাজে মনোযোগ ও উদ্যম বৃদ্ধি করে, সাফল্যের পথে বাধা কাটাতে সহায়ক বলে মনে করা হয়। গাছটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে পর্যাপ্ত আলো আসে। নিয়মিত যত্ন নিলে গাছ যেমন ভালো থাকবে, তেমনই ঘরের পরিবেশও থাকবে প্রাণবন্ত।

৩. সূর্যোদয়ের ছবি বা শিল্পকর্মঃ নতুন বছরের আগে বাড়িতে একটি সুন্দর সূর্যোদয়ের ছবি বা পেইন্টিং আনা যেতে পারে। বাস্তুশাস্ত্র মতে, সূর্যোদয়ের দৃশ্য নতুন সূচনা, আশা ও সম্ভাবনার প্রতীক। এই ধরনের ছবি ঘরের ড্রইংরুম বা পূর্ব দেওয়ালে টাঙানো হলে শুভ ফল পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস। সূর্যোদয়ের ছবি মানসিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রতিদিন নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়।

৪. সূর্যের সঙ্গে লাল ও কমলা রঙের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই রঙগুলি শক্তি, সাহস ও জীবনীশক্তির প্রতীক। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, নতুন বছরের আগে বাড়িতে এই রঙের কুশন কভার, পর্দা, টেবিল ম্যাট বা শোপিস আনলে তা সূর্যের শক্তিকে সক্রিয় করে বলে মনে করা হয়। তবে রঙের ব্যবহার যেন কখনওই অতিরিক্ত বা চড়া না হয়। হালকা ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে এই রঙগুলি ব্যবহার করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। লিভিং রুমে বা পূজার ঘরের কাছে লাল বা কমলা রঙের ছোট উপাদান ঘরের পরিবেশকে উষ্ণ ও প্রাণবন্ত করে তোলে।শেষ কথানতুন বছর মানেই শুধুমাত্র ক্যালেন্ডারের পাতা বদল নয়, বরং নিজের জীবনধারায় নতুন শক্তি, নতুন ভাবনা ও নতুন লক্ষ্য যুক্ত করার সুযোগ। বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, সূর্য সম্পর্কিত কিছু শুভ জিনিস নতুন বছরের আগে বা।ড়িতে আনলে অর্থকষ্ট দূর হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এবং সারাবছর সৌভাগ্য বজায় থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়।তবে মনে রাখতে হবে, বাস্তুশাস্ত্র শুধুমাত্র সহায়ক একটি পথ। প্রকৃত সাফল্যের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত পরিশ্রম, ইতিবাচক মনোভাব এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। যখন ঘরের পরিবেশ ইতিবাচক ও সুশৃঙ্খল থাকে, তখন মনও থাকে স্থির ও দৃঢ়। আর এই শক্তিশালী মন থেকেই শুরু হয় উন্নতি, সাফল্য ও সমৃদ্ধির যাত্রা।বাস্তুশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, সূর্য শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই নতুন বছরের আগে কিছু সূর্য-সংযুক্ত শুভ জিনিস বাড়িতে আনা সৌভাগ্যবর্ধক বলে মনে করা হয়। তামার সূর্যের প্রতীক ঘরের সদর দরজা বা পূর্ব দিকে রাখলে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বাড়ে। সূর্যমুখী গাছ অগ্রগতি ও সাফল্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি সূর্যোদয়ের ছবি নতুন সূচনা ও আশার বার্তা দেয়।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক চালু করল ব্ল্যাক ক্রেডিট কার্ড

মুম্বাই, ২৭ ডিসেম্বরঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা দিয়েছে - এটি বিদ্যমান ফার্স্ট ওয়াও! এর একটি আপগ্রেডেড এবং আরও বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সংস্করণ । এই ক্রেডিট কার্ডটি, একটি ফিক্সড ডিপোজিট দ্বারা সমর্থিত এবং একটি সহজলভ্য মূল্যে এফডি ব্যাকড সিকিউরড কার্ডে প্রিমিয়াম সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কার্ডটির মূল আকর্ষণ হলো আন্তর্জাতিক খরচের উপর শূন্য এফএক্স মার্কআপ, মাস্টারকার্ড এবং রূপে ইউপিআই সহ ডুয়াল কার্ড এবং কার্ডধারীরা একটি ফিজিক্যাল মাস্টারকার্ড এবং একটি ইউপিআই সক্ষম রূপে ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড পাবেন ইউপিআই খরচের উপর পুরস্কার, উভয়ই একই অ্যাকাউন্টের সাথে একটি ইউনিফাইড ক্রেডিট লিমিট এবং একটি একক সমন্বিত স্টেটমেন্ট সহ নির্বিঘ্নে লিঙ্ক করা যেতে পারে। ₹৭৫০ জিএসটি (যোগদান এবং বার্ষিক ফি) মূল্যের এই কার্ডটি ৫,০০০ টাকারও বেশি মূল্যের সুবিধা প্রদান করে, যা এটিকে সুরক্ষিত ক্রেডিট-কার্ডের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মূল্য প্রস্তাব করে তোলে। কার্ডধারীরাট্রাভেল ডিসকাউন্ট, প্রিমিয়াম ডাইনিং অ্যাক্সেস এবং লাইফস্টাইল অফার সহ আরো অনেকসুবিধা উপভোগ করেন, এবং সেইসাথে ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম ইএমআই লেনদেনে অতিরিক্ত ৫ ক্যাশব্যাক (₹১,০০০ পর্যন্ত) পাবেন। বার্ষিক খরচ ₹১,৫০,০০০ অর্জনের ক্ষেত্রে বার্ষিক ফি (দ্বিতীয় বছর থেকে) ₹৭৫০ জিএসটি মওকুফ করা হয়, যা সামগ্রিক মূল্যকে সর্বাধিক করে তোলে। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ফাস্ট্যাগ এবং লয়্যালটির প্রধান শিরীষ ভান্ডারী বলেন, আমাদের আগের ফার্স্ট ওয়াও! ভেরিয়েন্টের প্রতিক্রিয়া একটি স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টিকে আরও দৃঢ় করেছেঃ গ্রাহকরা সরলতা এবং সাশ্রয়ী মূল্য চান, তবে অভিজ্ঞতা বা সুবিধার সাথে আপস করার অনুভূতি ছাড়াই। ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক আমাদের উত্তর, প্রতিটি অর্থেই একটি আপগ্রেড, আরও মূল্য, আরও ভ্রমণ ক্ষমতা এবং আরও দৈনন্দি উপযোগিতা প্রদান করে। প্রিমিয়াম কার্ডের অভিজ্ঞতা প্রায়শই সেই গ্রাহকদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে না যারা নতুন ক্রেডিট ব্যবহার করেন অথবা সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য পছন্দ করেন। ফার্স্ট ওয়া।ও! ব্ল্যাক এই আদর্শকে পরিবর্তন করে শূন্য ফরেক্স মার্কআপ, দেশীয় লাউঞ্জ অ্যাক্সেস, শক্তিশালী ভ্রমণ পুরস্কার, ভ্রমণ সুরক্ষা এবং অনেক জীবনযাত্রার সুবিধা দিয়ে, বিস্তৃত অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা মূল্যে এগুলি অফার করে এবং প্রিমিয়াম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুবিধাগুলিকে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক করে তোলে। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকে, আমরা বিশ্বাস করি যে দুর্দান্ত আর্থিক পণ্যগুলি এক্সক্লুসিভ হওয়া উচিত নয়, বরং তাদের সক্ষম করা উচিত। ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক ঠিক সেই কাজটি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

তুষারপাতের আতঙ্কে বিভীষিকা জাপানে
৫০টি গাড়ির ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত ১, গুরুতর আহত ২৬

২৭ ডিসেম্বর ঃ ভয়াবহ তুষারপাতের মধ্যেই জাপানে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। বরফে ভেজা, পিচ্ছিল রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর একে অন্যকে ধাক্কা মারল অন্তত ৫০টি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক বৃদ্ধা, গুরুতর আহত হয়েছেন ২৬ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে

স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার উত্তরে গুনমা প্রদেশের মিনাকামি শহরে, কান-এটসু এক্সপ্রেসওয়েতে। বড়দিনের পর থেকেই জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত শুরু হয়েছে। তার জেরেই রাস্তাঘাট অত্যন্ত ভেজা ও পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে, যা এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ কান-এটসু এক্সপ্রেসওয়েতে প্রথমে দুটি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তুষারে ঢাকা রাস্তায় একটি ট্রাক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা অন্য একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রাক দু'টি এক্সপ্রেসওয়ের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের পরপরই ট্রাক দু'টিতে আগুন ধরে যায়। সেই সময় রাস্তায় গাড়ির লম্বা সারি ছিল। সামনে হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটায় পিছন থেকে আসা গাড়িগুলি ব্রেক কষার চেষ্টা করলেও বরফে ভেজা রাস্তায় ব্রেক কাজ করেনি। ফলে একে একে গাড়িগুলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনের গাড়িতে ধাক্কা মারতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয় এবং প্রায় ৫০টি গাড়ি এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আগুনে জ্বলল একাধিক গাড়িঃ দুটি ট্রাকের সংঘর্ষের পর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রবল ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যেও আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। অন্তত এক ডজনের বেশি গাড়িতে আগুন ধরে যায় বলে জানিয়েছে দমকল বিভাগ। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই একাধিক দমকলের ইঞ্জিন, অ্যাম্বুল্যান্স এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল কর্মীদের প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। সৌভাগ্যবশত, আগুনে নতুন করে কেউ হতাহত হননি। তবে বহু গাড়ি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গেছে, যার ফলে এক্সপ্রেসওয়ের বড় অংশ জুড়ে ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে পড়ে।

মৃত্যু ও আহতদের অবস্থা- এই দুর্ঘটনায় টোকিওর বাসিন্দা ৭৭ বছর বয়সি এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে গুনমা প্রদেশের হাইওয়ে পুলিশ। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় অনেক পরিবার বড়দিনের ছুটিতে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফলে এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির সংখ্যা ছিল তুলনামূলক বেশি। সেই কারণেই দুর্ঘটনার মাত্রা এতটা ভয়াবহ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তুষারপাতেই কি মূল কারণ? আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার রাত থেকেই ওই অঞ্চলে ভারী তুষারপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। রাস্তায় জমে থাকা বরফের কারণে গাড়ির চাকা পিছলে যাচ্ছিল। চালকেরা সাবধানে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করলেও আচমকা দুর্ঘটনার পর পরিস্থিতি আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, তুষারপাতের সময় এক্সপ্রেসওয়েতে সামান্য অসতর্কতাও বড় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বিশেষ করে ভারী যানবাহনের ক্ষেত্রে ব্রেক কাজ না করলে বিপদ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এক্সপ্রেসওয়ে বন্ধ, তদন্ত শুরু ঃ দুর্ঘটনার পর থেকেই কান-এটসু এক্সপ্রেসওয়ের একাধিক অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত গাড়ি সরানো এবং রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ এখনও চলছে। ফলে ওই রুটে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। গুনমা প্রদেশের হাইওয়ে পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। ট্রাক চালকদের গতি, রাস্তার অবস্থা এবং আবহাওয়ার ভূমিকা-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে।

এই দুর্ঘটনা ফের একবার প্রমাণ করল, প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় সামান্য অসতর্কতাও কত বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। তুষারপাতের মতো পরিস্থিতিতে যানবাহন চালানোর সময় আরও কঠোর সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। জাপানের মতো উন্নত দেশের এক্সপ্রেসওয়েতেও প্রকৃতির রুদ্ররূপের সামনে মানুষ যে কতটা অসহায়, এই দুর্ঘটনা তারই নির্মম উদাহরণ।

ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের ঠিক আগে ইউক্রেনে ভয়াবহ মিসাইল বৃষ্টি

২৭ ডিসেম্বর ঃ ইউক্রেনে যুদ্ধের আগুন যে এখনও বিন্দুমাত্র নিভছে না, তা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল শনিবার ভোরে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সম্ভাব্য বৈঠকের ঠিক আগেই ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে নজিরবিহীন মিসাইল হামলা চালাল রাশিয়া। শনিবার ভোর থেকে একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছে গোটা শহর। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ড্রোন, সক্রিয় হয়েছে ইউক্রেনের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। ২০২২ সালে যুদ্ধ শুরুর পর এমন লাগাতার ও তীব্র হামলার নজির আগে দেখা যায়নি বলেই জানাচ্ছেন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। শনিবার ভোররাত থেকেই কিয়েভ জুড়ে শুরু হয় মিসাইল ও ড্রোন হামলা। একের পর এক বিকট শব্দে ঘুম ভাঙে রাজধানীর বাসিন্দাদের। আকাশজুড়ে শোনা যাচ্ছিল বিস্ফোরণের গর্জন, আলোয় ঝলসে উঠছিল চারপাশ। সংবাদ সংস্থার একাধিক সাংবাদিক জানিয়েছেন, যুদ্ধ শুরুর পর এমন ভয়াবহ দৃশ্য তাঁরা আগে দেখেননি। কিয়েভে কর্মরত এক সাংবাদিক সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, পরপর বিস্ফোরণের শব্দে মনে হচ্ছিল গোটা শহর কেঁপে উঠছে। বাজ পড়ার মতো তীব্র আলো মুহূর্তের মধ্যে চারদিক ঢেকে দিচ্ছিল। তাঁর মতে, এই হামলার তীব্রতা এবং সময় নির্বাচন স্পষ্টভাবেই পরিকল্পিত। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত সতর্কবার্তা জারি করেন কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো। টেলিগ্রামে দেওয়া এক বার্তায় তিনি লেখেন, রাজধানীতে মিসাইল হামলা হয়েছে। পরপর বিস্ফোরণ হচ্ছে। আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সক্রিয় রয়েছে। সবাইকে অনুরোধ, নিরাপদ আশ্রয়কেনেন্দ্রই থাকুন। আপাতত বাইরে বেরোবেন না। শুধু কিয়েভ শহর নয়, রাজধানীর আশপাশের একাধিক অঞ্চলেও রুশ ড্রোন চক্কর কাটাচ্ছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনের বায়ুসেনা। আকাশপথে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সম্ভাব্য পাল্টা হামলার প্রস্তুতিও শুরু করেছে ইউক্রেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই হামলার সময় নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী সপ্তাহান্তে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেনন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুদ্ধ বন্ধ করতে বিভিন্ন মহল থেকে কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধানসূত্র মেলেনি।

শান্তি-চুক্তির সম্ভাব্য শর্ত নিয়ে জেলেনস্কি ইতিমধ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করে কোনও চুক্তি তিনি মানবেন না। অন্যদিকে, ট্রাম্পও সম্প্রতি পলিটিকো-কে দেওয়া এক সাক্ষাকারে জেলেনস্কির উদ্দেশে বলেন, আমার অনুমতি ছাড়া তিনি কিছু করতে পারবেন না। এটা মাথায় রাখা উচিত। এই আবহেই রাশিয়ার এমন হামলা রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের ঠিক আগে ইউক্রেনে হামলার ঝাঁঝ বাড়িয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একাধিক বার্তা দিতে চাইছেন। প্রথমত, ইউক্রেনকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কোনও কূটনৈতিক আলোচনার মাঝেও রাশিয়া সামরিক চাপ বজায় রাখতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা ও পশ্চিমি দেশগুলোকেও শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে। এক বিশ্লেষকের মতে, এটা শুধু সামরিক হামলা নয়, এটা কূটনৈতিক চাপের অস্ত্র। আলোচনার টেবিলে বসার আগে শক্তির ভারসাম্য নিজের দিকে টানতেই পুতিন এই পথ বেছে নিয়েছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তিন বছরে পা দিয়েছে। এই সময়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ইউক্রেনের একাধিক শহর কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবুও যুদ্ধ থামানোর সমস্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। ট্রাম্প ইতিমধ্যেই জেলেনস্কি ও পুতিন-উভয়ের সঙ্গেই বৈঠক করেছেন। কিন্তু সেই আলোচনাগুলি কোনও বাস্তব সমাধান আনতে পারেনি। বরং শনিবারের হামলা দেখিয়ে দিল, যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা উ।ড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইউক্রেনে শনিবারের হামলার পর আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ বেড়েছে। ইউরোপের একাধিক দেশ এবং ন্যাটো সদস্য রাষ্ট্রগুলি পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। যুদ্ধ যদি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়, তাহলে তার প্রভাব গোটা ইউরোপ ও বিশ্বের রাজনীতিতে পড়বে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের ঠিক আগে কিয়েভে এই নজিরবিহীন হামলা স্পষ্ট করে দিল, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এখন শুধুমাত্র দুই দেশের সংঘাত নয়, বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক জটিল শক্তির লড়াই। আলোচনার টেবিলে শান্তির কথা চললেও বাস্তবের মাটিতে যুদ্ধের আগুন এখনও দাউদাউ করে জ্বলছে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব এখন তাকিয়ে রয়েছে, আসন্ন বৈঠক আদৌ

হাওড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিএলএ-২ এর মৃত্যু

হাওড়ার নিশ্চিন্দায় মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিএলএ-২ এর। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে নিশ্চিংদা থানার মুম্বই রোড ও দিল্লি রোডের সংযোগস্থলে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম চংদন সরকার(৩৯)। তিনি ডোমজু। বিধানসভার বালি-জগাছা ব্লকের নিশ্চিন্দার ১৮৬ নম্বর বুথের বিএলএ-২ হিসেবে কাজ করছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি তৃণমূলের ওই বুথের সভাপতি ছিলেন। এদিন স্কুটি চালিয়ে যাবার সময় পেছন থেকে আসা একটি লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়েন চন্দন। সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা তাঁকে উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিসকরা চংদনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চন্দনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডোমজু।রে বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, চন্দনের মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। ওঁর পরিবারের পাশে আমরা আছি। ঘাতক লরি ও চালকের খোঁজ চলছে।

CHANGE OF NAME

I,Rakesh Ghosh, hereby declare that my father's name has been wrongly recorded in my passport as Khagendra Ghosh .By an affidavit sworn before a Notary Public at Krishnagar on 22/12/2025, it is clarified that Khagendra Ghosh and Khagendranath Ghosh refer to the same person.The actual and correct name of my father is Khagendranath Ghosh, Resident of Gachha Adibasipara, P.O. Gachha, P.S. Nakashipara, District Nadia, West Bengal.

CHANGE OF NAME

I, Esrafil Sekh (old name) residing at Moktarpur, Moktarpur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ESRAFIL SEKH to SEIKH ASRAFIL and henceforth I shall be known as SEIKH ASRAFIL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. ESRAFIL SEKH and SEIKH ASRAFIL both are same and one identical person.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি শুভেন্দু দে, পিতা স্বপন দে(পুরাতন নাম)ঠিকানা-গ্রাম-জয়কৃষ্ণপুর পোঃ ধূলেপুর, থানা-গোঘাট,জেলা-হুগলী,পশ্চিমবঙ্গ,পিন-৭১২৬১৬, নোটারী পাবলিক আরমাবগ হুগলী এফিডেভিট দ্বারা স্বপন কুমার দে (নতুন নাম)পরিচিত হইলাম। গত ২৬.১২. ২০২৫ তারিখে (SL. NO -2758) এফিডেভিট বলে স্বপন দে (পুরাতন নাম) এবং স্বপন কুমার দে (নতুন নাম) উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

CHANGE OF NAME

I, Esrafil Sekh (old name) residing at Moktarpur, Moktarpur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ESRAFIL SEKH to SEIKH ASRAFIL and henceforth I shall be known as SEIKH ASRAFIL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/12/2025. ESRAFIL SEKH and SEIKH ASRAFIL both are same and one identical person.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি শ্রী নিখিল কুমার সাহা পিতা শ্যাম সুন্দর সাহা গ্রামপোঃ-কড়য়ো, থানা-কীর্ণাহার জেলা-বীরভূম পিন-৭৩১৩০২ আমার নাম ভুল বসত নিখিল সাহা হইয়া ছিল তাই আমি কোর্টে এফিডেভিট করিয়া ০৯ / ১২২৫ তারিখ হইতে নিখিল কুমার সাহা হইলাম এবং নিখিল সাহা ও নিখিল কুমার সাহা একই ব্যক্তি।

বড়দিনের ছুটিতে উপচে পড়া ভিড় হাজারদুয়ারিতে! দু'দিনে বিক্রি লক্ষ লক্ষ টাকার টিকিট

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনের পর টানা তিনদিন ছুটিতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় হাজারদুয়ারিতে।

শনিবারেও ভিড়ে ঠাসা হাজারদুয়ারি। বৃহস্পতিবার থেকে উপচে পড়ছে পর্যটকদের ভিড়। শুধু জেলা নয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকেও পর্যটকের ভিড় শহর মুর্শিদাবাদে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হাজারদুয়ারি-সহ অন্যান্য সমস্ত পর্যটন স্থলে ধীরে ধীরে ভিড় জমিয়েছে পর্যটকেরা। বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় গত দু'দিন ধরেই স্বাভাবিক ভাবেই নজরকাড়া ভিড় ছিল। সেই সঙ্গে হাজারদুয়ারিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ব্যবসা গড়ে উঠেছে সেই সব ব্যবসায়ীদের মুখেও চওড়া হাসি। আগত দর্শনার্থীরা আসছেন দেখছেন ঘুরছেন। টানা তিনদিন ছুটি নিয়ে অনেকেই কাটিয়ে যাচ্ছেন হাজারদুয়ারি-সহ ইতিহাস নগরীতে। জানা গেছে, শীতের সকালে মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় স্থানগুলিতে উপচে পড়া ভিড় বর্তমানে। হাজারদুয়ারি প্যালেস মিউজিয়াম, মোতিঝিল, কাটরা মসজিদ, কাঠগোলাপ বাগান-সহ বিভিন্ন জায়গায় দিনভর পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এদিন বেলা গড়াতেই পর্যটকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। গত দু'দিনের বিকেলের দিকে হাজারদুয়ারির টিকিট কাউন্টার থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে প্যালেস কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও গাইডরা জানান, মুর্শিদাবাদ ঘুরতে আসা পর্যটকরা প্রথমে কাঠগোলা বাগান ও প্রাসাদ, ১১০০ কবর, তোপখানা, কাটরা মসজিদ, নশিপুর রাজবাড়ি ঘুরে দেখেন। তারপরে দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর্ব সেরে দ্বিতীয়ার্ধে হাজারদুয়ারি প্যালেস মিউজিয়াম ও মোতিঝিলে ঘুরে যান। হাজারদুয়ারি প্যালেস মিউজিয়ামের এক কর্মী বলেন, টিকিট কাউন্টার খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত পর্যটকদের লম্বা লাইন থাকছে, ফলে শীতের মরশুমে জমজমাট পর্যটন মরশুম নবাবের জেলা মুর্শিদাবাদ।

কনকনে শীতে বিশেষ নজর আবাসিক প্রাণীদের উপর, জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে একাধিক ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর ঃ জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলায় ক্রমশ পারদ নামছে। বিগত কয়েকদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করছে। কনকনে এই শীতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখিরাও জবুথবু অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়গ্রাম জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে আবাসিক প্রাণীদের সুস্থ রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে বন দফতর ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, তৃণভোজী হরিণদের শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় গুড় দেওয়া হচ্ছে। রাতের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করতে নাইট শেল্টারগুলিতে হিট ব্লোয়ার চালু রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে খড় ও চটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পশু ও পাখিদের এনক্লোজারগুলিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রবেশের জন্য আশপাশের শাল সহ অন্যান্য গাছের অতিরিক্ত ডালপালা ছাঁটাই করা হয়েছে। এছাড়াও চিড়িয়াখানার ক্যাম্পাসে থাকা প্রাণী হাসপাতালটিকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে হলুদ ফিলামেন্ট যুক্ত আলো ও রুম হিটার বসানো হয়েছে, যাতে ঠান্ডাজনিত কোনও সমস্যা না হয়। এই মুহূর্তে জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক ঝাড়গ্রামের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। প্রাকৃতিক বনভূমির মধ্যে অবস্থিত এই চিড়িয়াখানায় চলতি ডিসেম্বর মাসে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটেছে, যা বিগত বছরের তুলনায় অনেকটাই বেশি। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে চিড়িয়াখানায় ১৬ প্রজাতির একশোর বেশি পাখি রয়েছে। এছাড়া চিতল, বার্কিং ডিয়ার, শম্বর ও নীলগাই মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি হরিণ রয়েছে। সব মিলিয়ে এখানে রয়েছে ৩৩৯টি বিভিন্ন প্রজাতির পশু, পাখি ও সরীসৃপ। উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রাম শহর থেকে দেড় থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ধবনি বিট এলাকায় প্রায় ২৩ হেক্টর জঙ্গলঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এই চিড়িয়াখানা। একসময় উদ্ধার হওয়া হরিণ দিয়েই যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীকালে এখানে বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর সংযোজন হয়। বর্তমানে আধুনিক প্রাণী হাসপাতাল ও উন্নতমানের এনক্লোজার গড়ে উঠেছে এখানে। চিড়িয়াখানার আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাঘ, সজারু, হায়না, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ফিসিং ক্যাট, জঙ্গল ক্যাট, কচ্ছপ, ময়ূর, গোসাপ এবং কেইটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া, পাইথন - সহ নানা প্রজাতির সাপ। এছাড়াও বাজ, শকুন-সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং নানা প্রজাতির বানর রয়েছে। সম্প্রতি ম্যাকাও, কাকাতুয়া, জঙ্গল ফিজেন্ট-সহ নতুন কিছু পাখির এনক্লোজারও তৈরি হয়েছে। আগামী মাসেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও কুমির আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম বলেন, শীতের মরশুমে আবাসিক প্রাণীদের সুস্থ রাখতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শীতের রাতে আগুন পোহাতে গিয়ে পুড়ে মৃত্যু দুই ব্যক্তির

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শীতের রাতে আগুন জ্বালিয়ে খড়ের গাদা পাহারা দেওয়ার সময় সেই খড়ের গাদায় আগুন লেগে পুড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে খড়গ্রাম থানার কান্দ্রা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সুবল নাল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে গ্রামের মধ্যে খড়ের গাদা পাহারা দিচ্ছিলেন সুবলবাবু। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রকোপ বাড়ায় সুবলবাবু নিজের আশেপাশে আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন এবং তারপর সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। সূত্রের খবর, হাওয়ার দাপটের সেই আগুন থেকে কোনওভাবে খড়ের গাদায় আগুন লেগে যায়। গ্রামের লোকেরা দাউদাউ করে খড়ের গাদায় আগুন জ্বলতে দেখে জল দিয়ে তা নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময় কেউ লক্ষ্য করেনি সুবলবাবু আগুনে পুড়ে গেছেন। পরে তাঁর চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় সুবলবাবুকে উদ্ধার করে খড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার মধ্য রাতে ওই ব্যক্তির মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় শীতের রাতে আগুন পোহাতে গিয়ে ঘটে গেল ভয়ানক বিপত্তি। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত নগর এলাকায়। মৃতের নাম মিনারুল বিবি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে নিজের বাড়ির সামনে আগুন জ্বালিয়ে গা-হাত-পা গরম করছিলেন ওই মহিলা। কিন্তু অসাবধানতাবশত তাঁর গায়ে থাকা চাদরে আগুন লেগে যায় এবং সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর পুরো শরীরে। গায়ে আগুন লেগে যেতেই তিনি চিৎকার করতে থাকেন। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কান্দি মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন চিকিৎসকরা। গত দু'দিন চিকিৎসার পর শুক্রবার মৃত্যু হয় ওই মহিলার। সূত্রের খবর, মৃত মিনারুল বিবি নিজের অসুস্থ মাকে নিয়ে বাড়িতে একাই থাকতেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, দেহের ৮০-৯০ শতাংশ পুড়ে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে মিনারুল বিবির। মিনারুল বিবির এক প্রতিবেশী মুকুলেস্থর মোমিন জানান, গত মঙ্গলবার রাতে আগুন পোহানোর জন্য তিনি বাড়ির সামনেই কাঠ- কয়লা দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। সেখানে প্রথমে আগুন না জ্বলায় ওই মহিলা তার মধ্যে কিছুটা কেরোসিন ঢালেন। তখনই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে এবং তার গায়ের চাদরে আগুন লেগে যায়। তিনি আরও বলেন, চাদর থেকে মিনারুল বিবির শরীরে আগুন ধরে গেলে সে চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকার শুনে আমরা আশেপাশের লোকজন ছুটে যাই এবং তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

দীঘায় পর্যটকদের নিরাপত্তায় চালু হেল্পলাইন! বড় পদক্ষেপ পুলিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সামনেই বর্ষবরণ। প্রতিবছরের মতো এবছর পর্যটকদের ঢল নামবে দীঘায়। সৈকতশহরে ভিড় সামাল দিতে ও পর্যটক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিসের। চালু হল হেল্পলাইন নম্বর। নম্বরটি হল

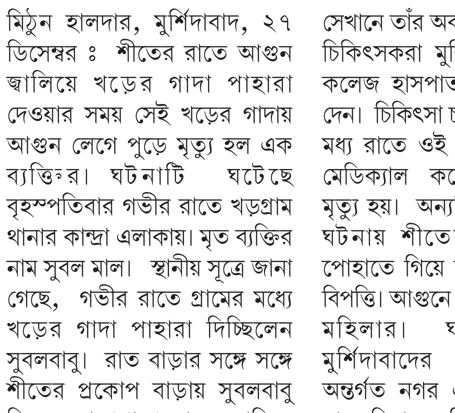

৭০৪৭৮৯৮৯০০ ও ৯১৪৭৮৮৮৭০৪। বছরভর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে দীঘায়। তবে বর্ষবরণের উপলক্ষ্যে ভিড় যেন উপচে পড়ে! কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক পুলিস। জেলা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে দীঘায়। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি পর্যটকেরা। তাঁদের আশা, হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সহযোগিতা পাওয়া গেলে দীঘায় নববর্ষ উদযাপন আরও নিরাপদ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। এদিকে দুর্ব্যবহার করলেও রেহাই নেই পুলিসেরও! পূর্ব মেদিনীপুরে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি হোয়াটস অ্যাপ নম্বর চালু করলেন পুলিস সুপার মিতুল কুমার দে। নম্বরটি হল ৭০৪৭৮৯৮৯০০। এই নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ করে অভিযোগ জানালে, সংশ্লিষ্ট পুলিসকর্মীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে পুলিসই। পথে-ঘাটে বিপদে পড়লে ভরসা পুলিস। কিন্তু সেই পুলিসকর্মীরাই অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বস্তুত, হেনস্থার শিকার হতে হয় অনেককেই। এতদিন অভিযোগ জানানোর কোনও জায়গা ছিল না। কেউ হয়তো মুখ বুজে মেনে নিতেন, আবার অনেককেই প্রতিবাদ করতেন। বচসা হত। কোর্টে মামলা গড়িয়েছে, এমন ঘটনা ঘটেছে। শুধু পথে-ঘাটেই নয়, সাধারণ মানুষ, এমনকী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থানায় গেলে অনেক সময় অভিযোগ নিতে চায় না। সমস্যা সুরাহা হবে কী করে? কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে? মুশকিল আসান করল পুলিসই। পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিস সুপার জানিয়েছেন, যাঁরা যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে, সেইসব ট্রাফিক পুলিসের বুকে ক্যামেরা থাকা বাধ্যতামূলক। যদি না থাকে, তাহলেও হোয়াটস অ্যাপ অভিযোগ জানানো যাবে।

শিলিগুড়িতে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু এসআইআর শুনানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও শনিবার থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর শুনানি। এদিন সকাল থেকেই আসছেন ভোটাররা। শিলিগুড়ি মহকুমাশাসকের দফতরে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সুশৃঙ্খল ভাবে ও নিয়মমাফিক এই প্রক্রিয়া চলছে। মহকুমাশাসকের দফতরে সকাল থেকেই ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ভোটাররা নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করছেন। প্রশাসনের তরফে জানা গেছে, স্বচ্ছতা বজায় রেখে সকল পক্ষের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনেই এই শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। শান্তিপূর্ণভাবে শুনানি সম্পন্ন করার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে প্রশাসনের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকরাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনা, ছোট গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশার জেরে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ছোট গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিনজনের। শনিবার সকালে কালচিনি ব্লকের গরমবস্তি এলাকার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটেছে। জানা যায়, এদিন সকালে একটি ছোট গাড়িতে করে তিনজন হাসিমারা থেকে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। গরমবস্তি এলাকায় পৌঁছাতেই ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমতে থাকে। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি

ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে ছোট গাড়িটির। সংঘর্ষের তীব্রতায় ছোট গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা ছোট গাড়ির ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকেই দ্রুত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিমতি আউটপোস্টের পুলিশ। ইতিমধ্যেই ব্যারিকেড দিয়ে দুর্ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ডুয়ার্স জুড়ে কয়েকদিন ধরেই ঘন কুয়াশা ও শীতের দাপটে দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে। সকাল ১০টা অবধি ঘন কুয়াশার কারণে কিছু দেখা যায় না। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেখে ভীত গাড়ির চালকরা। দৃশ্যমানতা এত কম হলে একের পর এক দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

কার্পেট শিল্পে অগ্রগতি আনতে বড় পরিকল্পনা মালদা জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে জেলায় কার্পেট তৈরির কারখানা হলেও অভাব রয়েছে পরিকাঠামোর। আজও জেলার কার্পেট শিল্পীদের হাতে তৈরি কার্পেট ভিনরাজ্য থেকে বাণিজ্যিকীকরণ হয়। মালদায় কার্পেট হাব তৈরির পরিকল্পনা এবং কাজ শুরু হলেও আজও গড়ে ওঠেনি কার্পেট ক্লাস্টার। যদিও প্রথম পর্যায়ে কাজ

হিসেবে গড়ে উঠেছে কমন প্রোডাকশন সেন্টার ফর কার্পেট উইভিং অর্থাৎ কার্পেট তৈরির কারখানা। তবে এটি সম্পূর্ণ নয় বলে দাবি কার্পেট শিল্পীদের। পরিকাঠামোর অভাবের কারণে আজও জেলার বহু শিল্পীদের পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি দিতে হচ্ছে ভিনরাজ্যে। এক কার্পেট শিল্পী জানান, প্রশাসনের কাছে সমস্যাগুলো জানিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরেই কার্পেট ক্লাস্টার তৈরির কাজ চলছে, তবে সেই কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে না। কার্পেট তৈরি হলেও ফিনিশিং ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ভিনরাজ্যে পাঠাতে হচ্ছে। যার ফলে দাম মিলছে না শিল্পীদের। তাই এখনও ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন জেলার কার্পেট শিল্পীরা। কাজটি সম্পন্ন হলে এলাকায় কর্মসংস্থানের সংখ্যা বাড়বে। কার্পেট শিল্পীদের সমস্যার কথা জানতে পেরে মালদা ইংরেজবাজার ব্লকের সাতটারি এলাকায় নবনির্মিত কমন প্রোডাকশন সেন্টার ফর কার্পেট উইভিং অর্থাৎ কার্পেট কারখানা প্রদর্শন করেন জেলা প্রশাসন আধিকারিকরা। বর্তমানে মালদা সদর মেগা কার্পেট ক্লাস্টারে নথিভুক্ত রয়েছেন ১০০৮ জন কার্পেট শিল্পী। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের এই কারখানায় কাজ চলছে এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আগামীতে ক্লাস্টার তৈরির কাজের জন্য কার্পেট শিল্পীদের দাবি মতো রাজ্য সরকারকে প্রোজেক্ট প্রোপোজাল পাঠানো হবে। যাতে সমস্ত কাজ এখানেই হয়। কারখানা তৈরি হলেও জেলায় শুধুমাত্র উইভিংয়ের কাজ হয়। পরের পর্যায়ের কাজ এবং বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ভিনরাজ্যে কার্পেট পাঠাতে হয়। পরিকল্পনা ছিল জেলাতেই কার্পেট হাব তৈরি হবে, যেখানে উইভিংয়ের পর ক্লিপিং, ডায়িং, ফিনিশিং এবং প্যাকেজিং করে সরাসরি বিদেশে রফতানি করা হবে। তবে আজও সেই কাজ অধরা। তাই এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন জেলার কার্পেট শিল্পীরা।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই পারাপার দ্বারকা সেতু, স্থায়ী সেতুর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লকের ঝিল্লি খাসপুর অঞ্চলের পুরাডাঙ্গা এলাকায় বয়ে গেছে দ্বারকা নদী। সেই নদীর উপর তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী সেতু, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই পারাপার করছে ঝিল্লি অঞ্চলের মানুষজন। গ্রামবাসী অভিযোগ ভোট আসে ভোট যায়, একের পর এক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সাধারণ মানুষদের, কিন্তু স্থানীয় বিধায়করা ভুলে যান এই সেতু নির্মাণের কথা। তাই গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয় বিধায়কের উপর। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত থেকে নির্মাণ করা হয়েছে একটি কালভাট সেতু। সেই অস্থায়ী সেতু বর্ষাকালে জলের তলায় চলে যায়। ফলে পারাপার করতে হয় নৌকা দিয়ে। হাজার হাজার মানুষের পারাপার এই দ্বারকা নদীর উপর দিয়েই। বছরের পর বছর একটাই দাবি দ্বারকা নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা। এই সেতুর কারণেই চিকিৎসার জন্য ছুটে যেতে হয় বীরভূম জেলায়। শুধু কী তাই, এই সেতুর কারণেই মুর্শিদাবাদের ঝিল্লি অঞ্চল এলাকায় সাধারণ মানুষের উন্নয়নের থমকে যাচ্ছ বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীর। পাশাপাশি এই অঞ্চলে পারিবারিক সম্বন্ধ তৈরি করতে অনিচ্ছুক হয় পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন। এই কারণেই অনেক যুবক-যুবতীর বিয়ে আটকে যায় এমনটাও অভিযোগ করছে এলাকার মানুষজন। কয়েক মাস পার হলেই ২০২৬ এর বিধানসভা ভোট। আর সেই ভোট প্রচারেই আসে এই অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়েই রাজনৈতিক নেতারা। খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত জানিয়েছেন, আমরা সংশ্লিষ্ট দফতরে জানিয়েছি। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতের তরফে একটি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী দিনে সেতু নির্মাণের চিন্তা ভাবনা রয়েছে।

মালদায় উদ্ধার বিপুল অংকের জালনোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ মালদায় জালনোটের অবৈধ কারবার রুখতে কার্যত ময়দানে নেমে পড়েছে মালদা জেলা পুলিশ। আট লক্ষ টাকার জালনোট সহ এক পাচারকারী ধরা পড়ল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশের জালে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত জালনোট পাচারকারীর নাম আনারুল সেখ। সে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে জালনোট সংগ্রহ করে বাইক নিয়ে অন্যত্র পাচার করতে যাচ্ছিল। যা মালদা জেলা পুলিশের স্পেশাল টিম বিশেষ সূত্রে জানতে পারে। সেই খবরের ভিত্তিতে সকালে পুলিশ তাকে বৈষ্ণবনগরের জীবন মোড় এলাকা থেকে পাকড়াও করে। তল্লাশিতে ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় আট লক্ষ টাকার জালনোট। ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার অভিজিত ব্যানার্জি জানান, ধৃত পাচারকারী কোথা থেকে বিপুল অংকের জালনোট পেল, কোথায় পাচার করতে যাচ্ছিল তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

চায়ের নাম করে কোনও হার্বাল টি বিক্রি করা যাবে না, সাফ জানিয়ে দিল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ চায়ের নাম করে কোনও হার্বাল টি বিক্রি করা যাবে না। সাফ জানিয়ে দিল 'ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'। এখন থেকে চা মানে শুধুমাত্র ন্যাচারাল টি-ই বিক্রি করতে হবে। এর সঙ্গে কোনও উপাদান মিশিয়ে সেটিকে 'হার্বাল টি' বলে বিক্রি করা যাবে না। 'এফএসএসএআই'-এর এই নির্দেশিকায় খুশি চা-ব্যবসায়ীরা। এতে চায়ের বাজার চাঙ্গা হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ফোরামে দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছিলাম, চায়ের নাম করে যেসব ফিউশন টি এবং হার্বাল টি বিক্রি হচ্ছে, তা বন্ধ করা হোক। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সেই বক্তব্য মেনে নিয়েছে।' এই নির্দেশিকার ফলে ন্যাচারাল চায়ের বিক্রি অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। বিজয়গোপাল চক্রবর্তী আরও যোগ করেন, এইসব হার্বাল চায়ের মধ্যে ক্যামেলিয়া সিনেনসিসের লেশমাত্র নেই। ফলে, এগুলিকে কোনও ভাবেই চা বলা যায় না! যদিও বর্তমান সময়ে হার্বালটির বিপুল চাহিদা। আর সেই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ডুয়ার্সের কিছু বাগান এই চা উৎপাদন শুরু করেছিল। তবে, কেন্দ্রের এই নতুন নির্দেশিকায় তাদের দুশ্চিন্তা বাড়ল। 'তুলসী টি'কে কিংবা 'টারমারিক টি'কে যদি 'চা' বলেই বিক্রি না করা যায়, তাহলে আদৌ বাজার ধরে রাখা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে তাঁরা। চা-বিক্রেতারা অবশ্য বলছেন, কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত সঠিক। জলপাইগুড়ির চা বিক্রেতা নীরজ সিনহা বলেন, 'হার্বাল টি'র জন্য 'এমনি চা'য়ের বিক্রি কমে গেছে। অনেক বাগানও হার্বাল টি বানাতে শুরু করেছে। আমার মনে হয়, চায়ের নিজস্ব যে গুণ রয়েছে, সেটাই যথেষ্ট।'' জলপাইগুড়ির মহিলা চা প্রস্তুতকারক শ্যামশ্রী রায় কর্মকার বলেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশে চায়ের ভবিষ্যত সুরক্ষিত হবে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।'

বিডিও প্রশান্ত বর্মনের সন্ধান চেয়ে পড়লো পোস্টার, চাঞ্চল্য রাজগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের সন্ধান চেয়ে পড়লো পোস্টার। সন্ধান চাই, সন্ধান চাই- রাজগঞ্জের বিডিও নিখোঁজ এই লেখা সম্বলিত পোস্টার ঘিরে শনিবার চাঞ্চল্য ছড়াল রাজগঞ্জ জুড়ে। এদিন এসএফআই রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে পোস্টার লাগানো হয়। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এরপর থেকে দফতরে আসছেন না তিনি। শুক্রবার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আবেদনের ভিত্তিতে বিধাননগর মহকুমা আদালত বিডিওর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। এসএফআই -এর রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্যরা বলেন, অফিস খোলা থাকলেও বিডিও তার দফতরে আসছেন না। কলকাতার ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। আত্মসমর্পণ বা ধরা দিচ্ছেন না তিনি।যদি এই ঘটনায় জড়িত না থাকেন তাহলে ধরা দিতে ভয় পাচ্ছেন কেন? বর্তমানে তিনি কোথায় রয়েছেন তা বলতে পারছে না কেউ। তাই বিডিওর সন্ধান চেয়ে এই পোস্টার লাগানো হল। প্রসঙ্গত, কলকাতার ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় বারাসত আদালত থেকে আগাম জামিন পেয়েছিলেন বিডিও প্রশান্ত বর্মন। কলকাতা হাইকোর্ট তার আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় প্রশান্ত বর্মনকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রশান্ত বর্মন সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। কিন্তু শীর্ষ আদালত থেকে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন রায় দেয়নি। ৭২ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরে

বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট গ্রেফতারির আবেদন করে। এরপরেই তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে বিধাননগর মহকুমা আদালত।

শীতে জমজমাট ঝাড়গ্রাম, শাল-পিয়াশালের মায়ায় আটকে মন! পর্যটনে রেকর্ড ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর ঃ শীতের মরশুমে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম, পর্যটকের ঢলে হাউসফুল জঙ্গলমহল। বর্ষশেষের ছুটির আমেজে শীতের হাতছানিতে আবারও পর্যটকদের ভিড়ে উপচে পড়ছে অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গলঘেরা নির্জনতা, নদী-ঝর্ণা আর পাহাড়ি আবহে মুগ্ধ হয়ে রাজ্য ও ভিনরাজ্য থেকে ভ্রমণপিপাসুরা ছুটে আসছেন জঙ্গলমহলে। শীত পড়তেই পর্যটকদের ঢল নেমেছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। বর্ষশেষে রীতিমতো উপচে পড়া ভিড় জেলার একের পর এক পর্যটন কেন্দ্রে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আগে থেকে বুকিং না করলে রাত কাটানোর মতো হোটেল, লজ বা হোমস্টে পাওয়া কার্যত অসম্ভব। জেলার প্রায় সব আবাসনই এখন হাউসফুল। বুকিংয়ের জন্য প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে ফোন আসছে বলে জানাচ্ছেন হোটেল ও হোম স্টে মালিকরা। শীতের সকালে শাল-পিয়াশাল- কেন্দুর জঙ্গলে পা রাখলেই চোখে পড়ে আলো-আঁধারের অপূর্ব খেলা। সেই প্রাকৃতিক মায়ায় আট থেকে আশি-সব বয়সের মানুষই মজে উঠছেন। জেলার ডাঙা-ডহর-ডুংরিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক, ধর্মীয় ও নৈস্বর্গিক নিদর্শন, যা মুহূর্তেই পর্যটকদের মন কেড়ে নিচ্ছে। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক থেকে ঝিল্লি পাখিরালয়-সবখানেই ভিড় ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে প্রতিদিন সকাল থেকেই চোখে পড়ছে পর্যটকদের লম্বা লাইন। একই ছবি গোপীবল্লভপুরের ঝিল্লি পাখিরালয়ে। পরিযায়ী পাখির কলতান ও জলাশয় ঘিরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা।

হারানো ও চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে জেলা পুলিশের সাফল্য, প্রত্যর্পণ করা হল ৫৯৪টি ফোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারে ফের বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। জেলার একাধিক থানা এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন নামী-দামি সংস্থার মোট ৫৯৪ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার জেলা পুলিশের প্রত্যর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি প্রকৃত দাবিদারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে মালদা জেলা পুলিশ অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার পুলিশ সুপার অভিজিত ব্যানার্জি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার দীপেন তামাং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের প্রত্যর্পণ কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৫৯৪ টি উদ্ধারকৃত মোবাইলের মধ্যে ৬৬ জন প্রকৃত দাবিদারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হারানো মোবাইল ফোন তুলে দেওয়া হয়।পুলিশ সুপার অভিজিত ব্যানার্জি জানান, বাকি উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি সংশ্লিষ্ট থানা এলাকাগুলি থেকে ধাপে ধাপে প্রকৃত দাবিদারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, প্রযুক্তির সহায়তায় সাইবার ও প্রযুক্তি টিমের মাধ্যমে হারানো মোবাইল উদ্ধারে জেলা পুলিশ ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। মালদা জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ।

ABRIDGED
TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat,FarakkaMurshidabad

Invites sealed Tender NIT No-9/2025-26 dated-22.12.2025 for 23 nos work under APAS fund within Bewa-I GP. Last date of submission application is 30/12/2025 up to 1:00 PM.

Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.
Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for C.C road under Pathashree-IV fund of N.I.T No-61/EO/HPS/Pathashree/2025-26 & 62/EO/HPS/Pathashree/2025-26. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are **up to 14.00 hours** on dated **12/01/2026 respectively.**
Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpare, Murshidabad

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-51/DM/ENGG/(APAS)/2025-2026 DATE-26/12/2025
E-NIT no-52/DM/ENGG/(APAS)/2025-2026 DATE-26/12/2025
E-NIT no-34/DM/ENGG/2025-2026 (2ND CALL) DATE-27/12/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

Office of the
Tapna Gram Panchayat
Samruk, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender
TenderRef: **(1) TAP/e-NIT-14/2025-26 (ii) TAP/e-NIT-15/2025-26 DATE:23-12-2025** BID SUB. CLOSING DT: **10-01-2026 AT 10AM** Technical bid opening DT **13-01-2026 AT 10 AM** Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of **TWENTY NINE (29) No**. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://tenders.wb.gov.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএস/ডিআরএইচ-১৫ **তারিখ ঃ ০৮-১২-২০২৫**
চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলমোহরযুক্ত খোলা টেন্ডার (ইওআই) আহ্বান করা হচ্ছে।
কাজের নাম ও বিবরণ: চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, এফ. নং ৫-১৬/সিজিএইচএস(এইচকিউ)/এইচইজি/২০২৪ (পার্ট-১), কম্পিউটার নং ৮৩৬৫০২৭, তারিখ ০৩-১০-২০২৫-এ বিজ্ঞাপিত হার অনুযায়ী রেলওয়ের সুবিধাভোগীদের পরীক্ষার জন্য আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং শিলিগুড়িতে অবস্থিত তালিকাভুক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার, যার মধ্যে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি সেন্টার এবং সিটি স্ক্যান সেন্টার অন্তর্ভুক্ত, তাদের সাথে ক্যাশলেস চুক্তির জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ই.ও.আই.) আহ্বান করেছেন।
ইওআই টেন্ডার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ০৮-০১-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টা পর্যন্ত।
ইওআই/টেন্ডার নথি খোলার তারিখ ও সময় এবং ঠিকানা: ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পিন - ৭৩৬১২৩-এর কার্যালয়ে।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: **www.nfr.indianrailways.gov.in**
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আফ্রিকা কাপ অব নেশন্স
মালির সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে মরক্কো

রাবাত, ২৭ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ মরক্কো টানা ১৯ ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে পারল না! তাদের টানা জয়ের বিশ্বরেকর্ড অবশেষে থামল শুক্রবার রাতে মালির সঙ্গে ১-১ ড্র করে। তবে ম্যাচ না হারায় তাদের অপরাজেয় যাত্রা পৌঁছে গেল ২২ ম্যাচে। ২০২৩ আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেওয়ার পর আর পরাজয়ের স্বাদ পায়নি মরক্কো। রাবাতে এই ম্যাচের দুটি গোলেই আসে পেনাল্টি থেকে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে মরক্কোকে এগিয়ে দেন রিয়াল মাদ্রিদ এর তারকা ব্রাহিম দিয়াস। এরপর মালি সমতায় ফেরে ৬৪তম মিনিটে। ১১ ম্যাচের মধ্যে প্রথম গোল হজম করল মরক্কো। গত বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে চতুর্থ হওয়া দলটি অবশ্য পয়েন্ট হারালেও গ্রুপের শীর্ষে আছে দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে। এ দিনই আরেক ম্যাচে মোহামেদ সালাহর শেষ সময়ের পেনাল্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সবার আগে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করে মিশর।ফুটবল মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও মাঠের বাইরে বন্ধুত্ব যে কতটা গভীর হতে পারে, তারই এক সু ন্দর উদাহরণ কিলিয়ান এমবাপে ও আশরাফ হাকিমির সম্পর্ক। সেই বন্ধুত্বের টানেই এবার মরক্কোয় পা রেখেছেন ফরাসি সুপারস্টার এমবাপে-এমনই খবর প্রকাশিত হয়েছে মরক্কোর একাধিক সংবাদমাধ্যমে। এই মুহূর্তে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে আফ্রিকান কাপ অফ নেশন্স । সেই টুর্নামেন্টেই মরোক্কান তারকা আচরাফ হাকিমির আমন্ত্রণে রাবাতে হাজির হয়েছেন এমবাপে। জানা যাচ্ছে, মরক্কো বনাম মালির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি গ্যালারি থেকেই দেখবেন তিনি। বিশেষ বিষয় হলো, এমবাপে নাকি এই সফরে একা নন-পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন তিনি।

কিলিয়ান এমবাপে ও আচরাফ হাকিমির বন্ধুত্ব নতুন নয়। প্যারিস সাঁ জার্মাঁ ক্লাবে একসঙ্গে খেলার সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। মাঠে দুর্দান্ত বোঝাপড়া যেমন ছিল, তেমনই মাঠের বাইরেও তাঁদের বন্ধুত্ব নিয়ে বারবার আলোচনা হয়েছে ফুটবল মহলে। হাকিমির আমন্ত্রণেই এমবাপে মরক্কোয় গিয়েছেন বলে খবর। যদিও চোটের কারণে মালির বিরুদ্ধে ম্যাচে হাকিমি খেলতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে বন্ধুর খেলা দেখতে বা অন্তত পাশে থাকতে এমবাপের উপস্থিতি যে মরক্কোর সমর্থকদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা তৈরি করছে, তা বলাই বাহুল্য। মরক্কোয় কিছু সময় কাটানোর পর এমবাপে রওনা দেবেন দুবাইয়ের উদ্দেশে। রবিবার সেখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মর্যাদাপূর্ণ গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান। ফুটবল দুনিয়ার একাধিক তারকা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ফলে মরক্কো সফর শেষ করেই ব্যস্ত সূচিতে ঢুকে পড়ছেন এমবাপে। এবারের আফ্রিকান কাপ অফ নেশন্স শুধু মাঠের লড়াই নয়, মাঠের বাইরের নানা মুহূর্তের জন্যও সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। সম্প্রতি তানজানিয়া বনাম নাইজিরিয়া ম্যাচের একটি দর্শক-সংক্রান্ত ভিডিও ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, গ্যালারিতে বসে এক তানজানিয়ান তরুণ এক নাইজিরিয়ান তরুণীর সঙ্গে আলাপ করছেন। কথাবার্তার মাঝেই দু'জনকে হাসতে দেখা যায়, পরে তাঁরা একে অপরের মোবাইল নম্বরও শেয়ার করেন। এই ছোট্ট মুহূর্তটিকে অনেকেই বলছেন ২০২৫ এএফকনের সেরা দৃশ্য! সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ মন্তব্য করেছেন, যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও জন্ম নেয় বন্ধুত্ব বা প্রেম। আবার কেউ মজা করে লিখেছেন, ফুটবল শুধু খেলা নয়, সম্পর্ক গড়ার মাধ্যমও। এএফকনে আরও এক পরিচিত মুখও আবার নজর কেড়েছেন। সেই মরক্কান যুবক, যিনি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সেনেগালের সমর্থকদের সঙ্গে বসে খেলা দেখেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে উদ্‌যাপনও করেছিলেন, এবারও ধরা পড়েছেন ক্যামেরায়।

১৪ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিতল ইংল্যান্ড

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ শেষবার ইংল্যান্ড ২০১১ সালের জানুয়ারিতে সিডনিতে অস্ট্রেলিয়াকে ইনিংস ও ৮৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজ জিতেছিল। সেই সিরিজটাও ৩-১এ জিতেছিল অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসের দল। এরপর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচ জিততে পারেনি। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট জয় ইংল্যান্ডের সম্ভব হল বক্সিং ডে টেস্টে । এর আগে এই পাঁচ ম্যাচে সিরিজে টানা তিন টেস্ট হেরে সিরিজ হারিয়েছে ইংলিশরা।শনিবার মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের মীমাংসা হল মাত্র ২ দিনের মাথায়। স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে জয়ের মুখ দেখল ইংল্যান্ড। অজিদের দেওয়া ১৭৫ রানের লক্ষ্য তা। করে ইংলিশরা জয় পেয়েছে ৪ উইকেটে।অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দীর্ঘ ১৪ বছর টানা ১৮টি টেস্ট জয়হীন ছিল ইংলিশরা। ভারতীয় মাটিতে ১৬টি টেস্টেই হারের মুখ দেখেছে তারা। মেলবোর্নে প্রথম দিনে ২০ উইকেটের পতনের পর বিকেলের দিকে আবার ব্যাটিংয়ে নামে অস্ট্রেলিয়া। করে বিনা উইকেটে ৪ রান করে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হতেই অজিরা ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে। মাত্র তিনজন ব্যাটার দুই অঙ্কের রানের দেখা পান। অস্ট্রেলিয়া ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১৩২ রানে। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ১৭৫ রান। ট্রাভিস হেড সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন। স্টিভেন স্মিথ ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন। আর ক্যামেরন গ্রিন করেন ১৯ রান। ব্রেডন কার্স ৪টি, বেন স্টোকস ৩টি উইকেট শিকার করে অজিদের গুঁড়িয়ে দেন। এছাড়া প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করা জশ টাং এদিন আরও ২ উইকেট শিকার করেন। গুস অ্যাটকিনসন নেন একটি উইকেট।

৭ রানে ৮ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড টি-টোয়েন্টিতে

মায়ানমার, ২৭ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ মায়ানমারের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শুক্রবার ৪ ওভারে মাত্র ৭ রানে ৮টি উইকেট শিকার করেন ভুটানের সোনাম। আর এর ফলে আন্তর্জাতিক কিংবা ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এই প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেট নিতে পারলেন কেউ। এর আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচে ৭ উইকেট ছিল দুই জনের। ২০২৩ সালে চিনের বিপক্ষে ৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন মালয়েশিয়ার পেসার সিয়াজরুল ইদরুস। চলতি মাসের শুরুর দিকে ভুটানের বিপক্ষে ১৯ রানে ৭ উইকেট শিকার করেছিলেন বাহরাইনের পেসার আলি দাউদ। এই তিন জন ছাড়া বিশ ওভারের ক্রিকেটে ম্যাচে ৭ উইকেট আছে আরও দুই জনের। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে ১৮ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসের অফ স্পিনার কলিন আকারম্যান। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বিপিএলে রাজশাহীর হয়ে ১৮ রানে ৭ উইকেট নেন তাসকিন আহমেদ।

রোহিত-ধোনিরও উপরে! হরমনপ্রীত কৌর এখন 'বিশ্বসেরা টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক

২৭ ভারতীয় ক্রিকেটের নারী দল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আবারো ইতিহাস গড়েছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরই টি-টোয়েন্টি তে ভারতীয় মেয়েদের দুরন্ত জয়যাত্রা অব্যাহত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি তে সাফল্যের সঙ্গে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ভারত। এই জয়ে নয়া রেকর্ডের স্বাক্ষর রেখেছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ভারত নারী দল এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি জয়ের অধিনায়ক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পুরুষ-নারী মিলিয়ে এটিই একটি নজিরবিহীন অর্জন। মহিলাদের টি-টোয়েন্টি তে হরমনপ্রীতের অধীনে ভারত ১৩০টি ম্যাচে অংশ নিয়েছে, যেখানে ৭৭টি ম্যাচ জয়লাভ করেছে। অর্থাৎ জয়ের শতকরা হার দাড়িয়েছে ৫৮.৪৬, যা পুরুষদের ক্রিকেটের সেরা অধিনায়কদের তুলনায় আরও বড় রেকর্ড। এই রেকর্ডের আগে সর্বাধিক জয়ের খেতাবটি ধরেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার লেগ ল্যানিং। ১০০টি ম্যাচে ৭৬টি জয় তাঁর দখলে ছিল। এছাড়াও ল্যানিং চারবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করেছেন। যদিও ভারত এখনও মহিলাদের ক্রিকেটে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়তে পারেনি, কিন্তু হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ' ইন ব্লু' যে ফর্মে আছে, তা দেখে ভক্তদের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আশার বাতাস বইছে। পুরুষদের ক্রিকেটে এতটা জয়ের হার কোনো অধিনায়কের নেই। ভারতীয় পুরুষ দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জয় নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত শর্মা। ৬২টি ম্যাচে তিনি ৪৯টি জয় নিয়ে সবচেয়ে সফল। অন্যদিকে মহেন্দ্র সিং ধোনি ৭২টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ৪১টি জয় পেয়েছিলেন। হরমনপ্রীতের এই জয় শতাংশ (৫৮.৪৬) উভয় মহাপুরুষের কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। এই রেকর্ড নারী ক্রিকেটে নেতৃত্বের গুরুত্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। হরমনপ্রীতের কৌশল, ম্যাচ ব্যবস্থাপনা এবং খেলোয়া।দের আত্মবিশ্বাস জাগানোর ক্ষমতা এই অর্জনের পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সিরিজে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এসেছে বোলিং থেকে। শ্রীলঙ্কার

বিরুদ্ধে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন দীপ্তি শর্মা। মাত্র ১৮ রানে তিন উইকেট তুলে নেন তিনি। এই জয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৩, যা অস্ট্রেলিয়ার এলসি পেরির ৩৩১ উইকেটকে ছাড়িয়ে গেছে। দীপ্তি শর্মা এখন সব ফরম্যাট মিলিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। শীর্ষে রয়েছেন ঝুলন গোস্বামী, যাঁর উইকেট সংখ্যা ৩৫৫। টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে উভয় ফরম্যাটে দীপ্তি তার দলের জয়ের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তার বোলিং না শুধু জয়ের পথ সুগম করেছে, বরং নতুন মানসিক শক্তি জুগিয়েছে দলকে। ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিন উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনকে ব্যাহত করার ক্ষমতা দেখিয়েছে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্ব এবং দীপ্তি শর্মার ঝড়ো বোলিং-এই যুগল মিলিয়ে ভারতীয় নারী ক্রিকেটকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি উভয় ফরম্যাটে সাফল্যের ধারাবাহিকতা দলের আত্মবিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি করছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ধরনের ধারাবাহিক জয়ের ফলে ভারতীয় নারী ক্রিকেট আন্তর্জাতিক মানচিত্রে পুরুষ ক্রিকেটের সঙ্গে সমান মর্যাদা পাবে। হরমনপ্রীতের কৌশল ও দীপ্তির পারফরম্যান্স একত্রে দলকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সবসময় শক্ত অবস্থানে রাখবে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচের জয়ের মাধ্যমে হরমনপ্রীত কৌর আন্তর্জাতিক নারী ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি জয়লাভকারী টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে ইতিহাসে নাম লিখালেন। রোহিত শর্মা ও মহেন্দ্র সিং ধোনির রেকর্ডও ছাড়িয়ে গিয়ে, তিনি সত্যিকারের সিংহাসনে বসেছেন। আর দীপ্তি শর্মার ধারাবাহিক বোলিং পারফরম্যান্স ভারতের জয়যাত্রাকে আরও দৃ। করেছে।এই যুগল নেতৃত্ব এবং পারফরম্যান্স আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নতুন দৃষ্টিকোণ খুলেছে। মহিলাদের ক্রিকেটের এই অর্জন পুরুষ ক্রিকেটের রেকর্ডকে ছুঁয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী ক্রিকেটের গুরুত্বকে আরও প্রমাণ করল। ভারতীয় নারী ক্রিকেট এখন শুধু জয় নয়, বিশ্ব মানচিত্রে নিজের স্থানও শক্তভাবে দাবি করছে।

২০০ কোটি নয়, মাত্র ৭০ কোটির বাজেটে নতুন আইএসএল!

২৭ ডিসেম্ভর ঃ দীর্ঘ টানাপো।নে, আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক অচলাবস্থার পর অবশেষে স্বস্তির খবর ভারতীয় ফুটবলে। শাপমুক্ত হতে চলেছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ক্লাব জোট ও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন নিজেদের অন। অবস্থান থেকে সরে এসে শুক্রবার এক যৌথ ভার্চুয়াল বৈঠকে আইএসএল শুরুর নতুন মাস্টারপ্ল্যান চূ।ান্ত করেছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি কিক-অফ হতে পারে দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল লিগের।

এই নতুন ফর্ম্যাটে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে বাজেট ও প্রশাসনিক কাঠামোয়। যেখানে এফএসডিএলের সময়ে আইএসএলের বার্ষিক বাজেট ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা, সেখানে এবার তা কমে দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৭০ কোটি টাকায়। অর্থনৈতিক বাস্তবতা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল। নতুন ফর্ম্যাটে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, আইএসএলের প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকবে মূলত ক্লাবগুলির হাতেই। লিগ পরিচালনার জন্য গঠিত প্রশাসনিক বোর্ডে ক্লাব জোটের প্রতিনিধিদের সংখ্যা থাকবে বেশি। ফলে কর্পোরেট অটোনমি কার্যত ক্লাবগুলির কাছেই। তবে ফেডারেশন সংবিধান-বিরোধী হওয়ায় ক্লাবগুলির ' অধিকার' মানেনি। তার বদলে আইএসএলের লিগ স্বত্ব দেওয়া হচ্ছে ২০ বছরের জন্য। একই সঙ্গে এআইএফএফের নতুন সংবিধান অনুযায়ী লিগে থাকছে অবনমন ব্যবস্থা। অবনমন নিয়ে ক্লাবগুলির উদ্বেগও অনেকটাই

দূর করা হয়েছে। যে ক্লাব অবনমনে প।বে, তাদের ব। ধরনের আর্থিক ক্ষতি যাতে না হয়, সে জন্য ইপিএল-এর আদলে ' পেমেন্ট' চালু করা হচ্ছে। আইএসএল সেন্ট্রাল ফান্ড থেকে ওই ক্লাবকে ২ শতাংশ হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে ক্লাব জোটে রয়েছে ১৩টি ক্লাব। তবে ইস্টবেঙ্গল এখনও এই জোটে যোগ দেয়নি। শুক্রবার রাত পর্যন্ত তারা বাইরে থাকায় প্রশ্ন উঠছে-যদি ক্লাব জোটের হাতেই প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে, তাহলে লাল-হলুদের ভূমিকা কী হবে? এই বিষয়টি এখনও খোলা রইল। নতুন আইএসএলের আর্থিক কাঠামো আগের তুলনায় অনেক বেশি সংযত। এফএসডিএলের সময় যেখানে টিভি সম্প্রচার সংক্রান্ত খরচ ছিল প্রায় ৭৮ কোটি টাকা, সেখানে এবার তা নামিয়ে আনা হয়েছে ২২ কোটিতে। একই সঙ্গে কমছে প্রাইজ. মানিও। সব ক্লাবের আর্থিক অবস্থা মোহনবাগানের মতো শক্তিশালী নয়-এই বাস্তবতা মেনেই লিগ বাজেট তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির কাছেও আবেদন জানানো হবে, যাতে স্টেডিয়াম ও ফ্লাডলাইট ভাড়া কিছুটা কমানো হয়। চলতি মরশুমে নয়, তবে আগামী মরশুম থেকে টিম গঠনের স্যালারি ক্যাপ কমানো হবে। বর্তমানে মোহনবাগান যেখানে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খরচ করে দল গঠন করতে পারে, সেখানে দিল্লির মতো ক্লাবের সীমা মাত্র সাড়ে সাত কোটি। এই বৈষম্য দূর করতেই স্যালারি ক্যাপে সংস্কার আনা হচ্ছে, যাতে প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য বজায় থাকে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর ক্লাব জোট আবার বৈঠকে বসবে। সেখানে চূড়ান্ত সবুজ সংকেত মিললেই বিষয়টি জানানো হবে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককে। এরপর দেশের সলিসিটর জেনারেল আইএসএলের নতুন ফর্ম্যাট অনুমোদনের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবেন। এআইএফএফ কর্তাদের আশা, দেশের ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থে এই নতুন কাঠামোকে সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদন দেবে। বাজেট কমেছে, কাঠামো বদলেছে, কিন্তু আইএসএল টিকে থাকার লড়াইয়ে এই নতুন রূপরেখাই হতে পারে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য রক্ষার চাবিকাঠি। এখন দেখার, ফেব্রুয়ারিতে মাঠে নামলে এই নতুন আইএসএল কতটা সফলভাবে দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ঘরোয়া ক্রিকেটে ভিন্ন পথে রোহিত-বিরাট
মুম্বই অধ্যায় শেষ করলেন রোহিত, আরও প্রস্তুতির খোঁজে দিল্লির জার্সিতে নামতে চান কোহলি

২৭ ডিসেম্ভর ঃ ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকা-রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি-ঘরোয়া ক্রিকেটে দাঁড়িয়ে এখন দুই ভিন্ন মেরুতে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দু'জনেই খেলেছেন নির্ধারিত দু'টি করে ম্যাচ। কিন্তু সেখানেই শেষ হচ্ছে না তাঁদের যাত্রা। একজন যেখানে রাজ্য দলের জার্সি গুটিয়ে ফেলছেন, অন্যজন সেখানে আরও ম্যাচ খেলে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চের আগে। বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ছিল রোহিত শর্মার এ বারের শেষ ঘরোয়া ম্যাচ। টুর্নামেন্টের আগে জানানো হয়েছিল, রোহিত দুটি ম্যাচ খেলবেন-সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি দু'টি ম্যাচ খেলেই মুম্বই শিবির ছাড়লেন। ফলে সম্ভবত এই ম্যাচটিই হয়ে গেল তাঁর রাজ্য দলের জার্সিতে শেষ উপস্থিতি। প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার পরই রোহিত শর্মা মুম্বই ছেড়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। তিনি আর বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন না। এর অর্থ, ঘরোয়া ক্রিকেটে রোহিত শর্মার অধ্যায় কার্যত শেষের পথে। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, খুব শিগগিরই রোহিতের বিকল্প ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করা হবে। কারণ ২৯ ডিসেম্বর ছত্তিসগড়ের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে মুম্বই। তার আগেই স্কোয়াডে পরিবর্তন আনতে হবে। রোহিতের এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই দেখছেন অভিজ্ঞতার আলোকে নেওয়া এক বাস্তববাদী পদক্ষেপ হিসেবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচি, শারীরিক চাপ এবং দীর্ঘ কেরিয়ার-সব কিছু বিবেচনা করেই হয়তো ঘরোয়া ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পথে তিনি হাঁটছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতায় রয়েছেন বিরাট কোহলি। দিল্লির হয়ে তিনিও বিজয় হাজারে ট্রফিতে প্রথম দু'টি ম্যাচ খেলেছেন। প্রাথমিকভাবে তাঁরও দু'টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, বিরাট

আরও একটি ম্যাচ খেলতে চান। ৬ জানুয়ারি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে দিল্লির পরবর্তী ম্যাচ রয়েছে। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরু ছেড়ে দিলেও বিরাট কোহলি ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। মূলত নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই তিনি আরও একটি ঘরোয়া ম্যাচ খেলতে আগ্রহী। বিরাটের এই সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের পরেও ঘরোয়া ক্রিকেটকে প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা তাঁর পেশাদারিত্বেরই পরিচয় বলে মনে করছেন ক্রিকেট মহলের একাংশ। বর্তমানে বিসিসিআই এখনও নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেনি। সিরিজের আগে কোনও প্রস্তুতি শিবির হবে কি না, তাও এখনও স্পষ্ট নয়। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই বিরাট নিজের মতো করে ম্যাচ প্র্যাকটিসে থাকতে চাইছেন। একই সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেও রোহিত ও বিরাটের সিদ্ধান্ত যেন দুই ভিন্ন দর্শনের প্রতিফলন। রোহিত যেখানে আন্তর্জাতিক দায়িত্বের দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে ঘরোয়া মঞ্চ থেকে সরে দাঁ।াচ্ছেন, সেখানে বিরাট আরও প্রস্তুতির খোঁজে রাজ্য দলের জার্সি গায়ে চাপাতে চাইছেন। এই ভিন্ন পথ বেছে নেওয়ার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, ক্রিকেটার হিসেবে দু'জনের ভাবনা, শরীরের চাহিদা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা এক নয়-এবং সেটাই স্বাভাবিক। রোহিত শর্মার জন্য বিজয় হাজারে ট্রফির এই ম্যাচ হয়তো হয়ে রইল এক নীরব বিদায়, আর বিরাট কোহলির কাছে ঘরোয়া ক্রিকেট এখনও নিজেকে শাণিত করার গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। দুই কিংবদন্তির এই ভিন্ন সিদ্ধান্ত ভারতীয় ক্রিকেটে অভিজ্ঞতার দুই আলাদা রূপকেই তুলে ধরছে-যেখানে কেউ বিশ্রামে শক্তি সঞ্চয় করেন, কেউ আবার ম্যাচের মধ্যেই খুঁজে নেন আত্মবিশ্বাস।

রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার জেতা ১৪ বছরের বৈভবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাক্ষাৎ

২৭ ডিসেম্ভর ঃ মাত্র ১৪ বছর বয়সি ক্রিকেটার বৈভব সূর্যবংশী এবার ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার জিতে নজর কা।লেন। পাঁচ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে ভারতের সেরা কিশোর ও কিশোরীদের জন্য দেওয়া এই পুরস্কারটি বৈভবের হাতে তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সঙ্গে বৈভবের সাক্ষাৎ হয়। বিহারের এই তরুণ ব্যাটারের খেলার দক্ষতা ইতিমধ্যেই আইপিএল, ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দল এবং রাজ্য দল পর্যন্ত সুনাম তৈরি করেছে। মাঠে তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অনেকের মনে তরুণ শচীন তেণ্ডুলকরের ছায়া ফুটিয়ে তুলেছে। অসাধারণ খেলার কারণে বিভিন্ন স্তরে জিতেছে একাধিক পুরস্কার, আর এবার যোগ হলো ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি। রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার পাওয়া বৈভবের জন্য এটি এক নতুন অধ্যায়। এর আগে এই পুরস্কার ক্রিকেটারদের হাতে যায়নি। তবে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিশোর-কিশোরীরাও এই সম্মান পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞানন্দ রমেশবাবু, বৈশালী রমেশবাবু এবং মাত্র ১০ বছর বয়সি শ্রবণ সিং, যিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাত চলাকালীন ভারতীয় সেনাদের সহায়তা করেছিল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈভবের সাক্ষাত এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে এটি প্রথমবারের মতো নয়, যখন বৈভব মোদির সঙ্গে সাক্ষা করেছেন। চলতি বছরের মে মাসে মোদির বিহার সফরের সময় পাটনা বিমানবন্দরে বৈভব তার পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন। মোদি হাত ধরে কাঁধে চাপড় মেরে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এবং তার পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছিলেন। মোদির মন্তব্যে বলা হয়েছিল, আমরা সকলেই বৈভব সূর্যবংশীর খেলা দেখেছি। আইপিএলে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে। বিহারের ছেলে এত অল্প বয়সে বড় রেকর্ড তৈরি করেছে। এটি তার পরিশ্রমের ফল। বিভিন্ন স্তরে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতাও তাকে সাহায্য করেছে। ১৪ বছরের বৈভব শুধুমাত্র একটি ক্রিকেটার নয়, তার এই অর্জন ভারতের যুবপ্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। তার হাতে জাতীয় স্তরের স্বীকৃতি এবং প্রধানমন্ত্রী-মুখোমুখি সাক্ষা এই তরুণ ক্রিকেটারের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

ভারতের সঙ্গে তুলনা! মেলবোর্নের 'মারন পিচ' নিয়ে বিস্ফোরক পিটারসেন

২৭ ডিসেম্ভর ঃ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে চলমান এই অ্যাশেজ সিরিজ ক্রিকেট বিশ্বে আবারো তোলপা। সৃষ্টি করেছে। ইংল্যান্ডের দুই টেস্ট দল দু'দিনের মধ্যে হেরে যাওয়ায়, বিশেষ করে মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টের মাত্র দু'দিনে শেষ হওয়ার ঘটনায় সমালোচনার ঝড় বইছে। এমন পরিস্থিতিতে সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন। তিনি মেলবোর্নের ' পিচ' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বলেছেন, ভারতে হলে এই পরিস্থিতিতে তোলপাড় হত, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কি ছাড় দেওয়া উচিত? মেলবোর্নের চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনেই ম্যাচের অর্ধেক খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। একদিনে পড়েছিল ২০ উইকেট, যা অ্যাশেজ ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এর আগে ১৯০৯ সালে মেলবোর্নেই এমন ঘটনা ঘটেছিল। পিচে ১০ মিলিমিটার ঘাস থাকার কারণে সবুজ গালিচার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা ব্যাটারদের জন্য কঠিন। এমন পিচে স্পিনারকে বাদ দিয়ে দুই দলই নামতে বাধ্য হয়। শনিবারের ম্যাচে সব মিলিয়ে প।ল ১৬ উইকেট, যার ফলে বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড দল মাত্র দু'দিনে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়লাভ করল। এত তাড়াতাড়ি খেলা শেষ হওয়ায় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত, কিন্তু সমালোচনা কম হয়নি। কেভিন পিটারসেন সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, যখন ভারতের মাটিতে একইভাবে প্রথম দিন এত উইকেট পড়েছে, তখন তো রীতিমতো তুলোধোনা হয়েছে। ভারতকে নিশানা করা হয়েছে। তাহলে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে কেন ছাড় দেওয়া হচ্ছে? এই পিচ নিয়ে অবশ্যই তদন্ত হওয়া উচিত। নিয়ম সকলের জন্য সমান হওয়া উচিত। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, এই ধরনের পিচ বানিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাটারদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মানদণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ। এদিকে, ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনও এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষুব্ধ। তিনি বলেছেন, এ ধরনের পিচে ব্যাটিং করা যথেষ্ট কঠিন। ম্যাচের ভারসাম্য পুরোপুরি ভেঙে যাচ্ছে। ব্যাটাররা কেবল বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। মেলবোর্নের আগে পার্থে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টেও দুই দলের দুই ইনিংস মিলিয়ে পড়েছিল ১৯ উইকেট, আর খেলা শেষ হয়েছিল মাত্র দু'দিনে। কিন্তু সেসময় পিচ নিয়ে বিশেষ সমালোচনা দেখা যায়নি। এখন মেলবোর্নের এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে আবারো প্রশ্ন উঠেছে, আইসিসি কি কবে পর্যন্ত এই ধরনের পিচের মান নিয়ন্ত্রণ করবে? মেলবোর্নের পিচের কারণে ব্যাটিং বিভাগ হুমকির মধ্যে প।ছে। দুই দলের ব্যাটাররা যথেষ্ট চাপের মুখে, যার ফলে ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব প।ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন ধরনের পিচ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মান বজায় রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে বিপজ্জনক। খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপদ ও ন্যায্য খেলার পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পিটারসেন ও ভনের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ক্ষোভ শুধু সমালোচনাই নয়, বরং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ম ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্কারের ডাক হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com